সৃষ্টিবিজ্ঞান।

সৃষ্টিবিজ্ঞান

বা

সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু-প্রণীত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩১১ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

সৃষ্টিতত্ত্বে অধিকারভেদ।

অধিকারভেদের শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

সকলেই জানেন, হিন্দুদর্শনশাস্ত্রে নানা মতভেদ আছে। [illegible] সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃতি যাঁহারা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এই মতভেদের প্রকৃত কারণ বুঝিয়া সেই [illegible] প্রকৃতির সহিত নানা মতভেদের বিলক্ষণ সঙ্গতি দেখিতে [illegible]ছেন। দর্শনে যে নানা মতভেদ হইবে, তাহা বিচিত্র নহে; মত-ভেদ না হইলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান হইত। মতভেদ হইবে কেন, তাহা বুঝা যায়; না হইবে কেন, তাহা বুঝা যায় না। এ [illegible] সকলের নিকট যুক্তিসিদ্ধ নহে। এ কথার নিবেদিনী [illegible] এই :—

[illegible] হই একখানি গ্রন্থ

বেদ বল, দর্শন বল, সকলই [illegible] ব্যাখ্যা ধরিয়াই তাহাদের সহিত

আপ্তবাক্য। [illegible] ভিন্নতা হইয়াছে এবং তজ্জন্যই ইহাকে স্বতন্ত্রাকারে প্রকাশিত করিতে হইল।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত-সমূহই এই গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। সেই সিদ্ধান্তাবলির ইংরাজীমূলের বঙ্গানুবাদ আর প্রদত্ত হয় নাই। কারণ, এ গ্রন্থ যাঁহাদের জন্য, তাঁহারা সেই ইংরাজীবাক্য যেমন বুঝিবেন, তাহার অনুবাদ তেমন বুঝিবেন

সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

"যিনি অনুভব * দ্বারা সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সুতরাং সমুদায় বস্তুতত্ত্বেই যাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিয়াছে, রাগাদির বশীভূত হইয়াও যিনি অন্যথাবাদী নহেন, সুতরাং সর্ব্বাবস্থাতেই যিনি প্রকৃত কথা বলেন, তিনিই আপ্ত নামে অভিহিত।"

ভগবান্ পতঞ্জলি যেরূপ আপ্তলক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে আপ্তঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রে মতভেদ কিরূপে সম্ভবে? আপ্তগণের মধ্যে যদি নানা মতভেদ হইল, তবে তাঁহাদের সহিত সামান্য লোকের প্রভেদ কি? সামান্য জনগণেরই মতভেদ হইয়া থাকে। এই বিরোধিনী যুক্তি ক্রমে ক্রমে খণ্ডিত হইতেছে।

যাঁহারা "হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ"-নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সেই গ্রন্থ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাইয়া থাকিবেন। তথাপি সাধারণের বোধগম্য জন্য সেই উত্তর আরও বিশদ করিয়া লেখা যাইতেছে।

সেই গ্রন্থেই দৃষ্ট হইবে, আমাদের ঋষিগণ কেহই স্বাধীন বা স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ মতের প্রণেতা ছিলেন না; তাঁহারা সকলেই বেদেরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বেদ মধ্যে যে সমস্ত মত ও স[illegible] বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত নিবিষ্ট আছে, তাঁহারা এক কথা গ্রহণ পূর্ব্বক বিশদরূপে স্থাপন

বিশ্বাসের উপর স্থাপিত নহে। কি বাহ্যবিজ্ঞান, কি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি ধর্ম্ম, সকলই এই Hypothesisএর সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিয়া ইহাকে অভ্রান্ত সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তবেই, এই গ্রন্থস্থিত সৃষ্টিতত্ত্ব শুদ্ধ যে যুক্তি ও প্রমাণ-সিদ্ধ হইয়াছে এমত নহে, তাহা বিজ্ঞান-সম্মতও হইয়াছে। এক্ষণ-কার ইংরাজী কৃতবিদ্যগণের নিকট বিজ্ঞানের এত আদর যে, কোন বিষয় বৈজ্ঞানিক বলিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারিলে, তাহা তাঁহারা গ্রাহ্য করিতে চাহেন না। সে জন্যও হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় দৃষ্ট হইবে যে, এই সৃষ্টিতত্ত্বের সমুদায় অংশই যে আধুনিক ইউরোপীয় বাহ্য বিজ্ঞান-সম্মত এমত নহে, তন্মধ্যে এমত অংশও আছে, যেখানে সেই বাহ্যবিজ্ঞান এখনও উপনীত হইতে পারে নাই। সুতরাং সে সকল অংশ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-সম্মত তত্ত্বগুলিদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান কিরূপ প্রামাণ্য এবং শ্রুতি সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানলব্ধ তত্ত্বাবলি কেমন আবহমানকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সে বিষয় "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ"-নামক গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে এই সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে দুই একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ধরিয়াই তাহাদের সহিত এই গ্রন্থের প্রভিন্নতা হইয়াছে এবং তজ্জন্যই ইহাকে স্বতন্ত্রাকারে প্রকাশিত করিতে হইল।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত-সমূহই এই গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। সেই সিদ্ধান্তাবলির ইংরাজীমূলের বঙ্গানুবাদ আর প্রদত্ত হয় নাই। কারণ, এ গ্রন্থ যাঁহাদের জন্য, তাঁহারা সেই ইংরাজীবাক্য যেমন বুঝিবেন, তাহার অনুবাদ তেমন বুঝিবেন

না। এজন্য অনুবাদ দিয়া আমি বৃথায় গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধি করি নাই। সেই পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত-সকল কিরূপ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা লব্ধ হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থেই দ্রষ্টব্য। তাঁহারা সেই বাহ্যবিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তাবলিদ্বারা শাস্ত্রবাক্যই সপ্রমাণ করিয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্রীয় ঋষিগণকে আমি তাঁহাদের বাক্য সমর্থন করিতে আমি নাই।

পূর্ব্বে "নব্যভারতে" এই গ্রন্থের বিষয়গুলি যে আকারে আলোচিত হইয়াছিল, এ গ্রন্থে তাহার সমূহ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দৃষ্ট হইবে। কেহ না ভাবেন, এ ত সেই পুরাণ কথা। কারণ, এ গ্রন্থ পুরাতনের সহিত নূতনের সংমিশ্রণে এক সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ গ্রন্থের অনেক উদ্ধৃতাংশ "আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ" হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলেই সে গ্রন্থের উল্লেখ করিবার সুবিধা হয় নাই। আমি সেই গ্রন্থ হইতে যে সমূহ সাহায্যলাভ করিয়াছি, জ্জন্য সেই গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

কলিকাতা, হোগলকুঁড়িয়া।
১৫ই জ্যেষ্ঠ, সন ১৩১১ সাল। } গ্রন্থকার।

সূচী।

নিবেদন।

এ বিশ্ব কোথা হইতে কিরূপে সমুদ্ভূত হইল, এ তত্ত্ব জানিবার জন্য কাহার না একদিন ঔৎসুক্য জন্মে? কিন্তু সেই কৌতূহল নিবারণ করিবার উপায় কি? হিন্দু ভিন্ন কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে সে কথার সদুত্তর নাই, অথবা যাহা আছে, তাহা এত সামান্য যে, তাহাতে সে কৌতূহল পরিতৃপ্ত হওয়া দূরে থাক, বরং তদ্দ্বারা আরও ঔৎসুক্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। সেই দুই চারিটী কথা যেন ঘৃতে আহুতি দেয়। যদি কোন সৃষ্টি-বিবরণ তৃপ্তিকর ও সম্পূর্ণ থাকে, তবে তাহা হিন্দু-সৃষ্টিতত্ত্ব। কিন্তু সেই হিন্দু-সৃষ্টিতত্ত্ব যেমন কঠিন তেমনি সুদীর্ঘ। সেই কঠিন ও সুদীর্ঘ হিন্দু-সৃষ্টিতত্ত্বকে সরল করিয়া সুবিস্তৃত-রূপে ব্যাখ্যা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

এই হিন্দু-সৃষ্টিতত্ত্ব একরূপে যেমন সুদীর্ঘ, অন্যরূপে তেমনি সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত কিসে? সংক্ষিপ্ত এই অর্থে যে, সেই সৃষ্টিতত্ত্ব মধ্যে একদা সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান পূরিত হইয়াছে। বিশ্বের সৃষ্টি-জ্ঞান হইতে সমগ্র বিশ্বজ্ঞান এবং বিশ্বজ্ঞান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। সুতরাং হিন্দুসৃষ্টিতত্ত্ব জানিলেই সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রবেশ-লাভ করা যায়। তাই এই সৃষ্টিতত্ত্ব সর্ব্বশাস্ত্রের দ্বার-স্বরূপ হওয়াতে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রারম্ভেই এই সৃষ্টিতত্ত্ব প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ, সেই সূত্র ধরিয়া গেলে তবে সেই সেই শাস্ত্র সুষ্ঠুরূপে বোধগম্য হয়। এ কথার প্রমাণ আমরাও দিয়াছি। "সমাজ-তত্ত্ব" এবং "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ"-নামক গ্রন্থদ্বয়ের বিষয় এই সৃষ্টিতত্ত্ব-দ্বারা সূচিত হইয়াছে। নহিলে সেই গ্রন্থদ্বয়ের সূত্রপাত হয় নাই। সেই সূত্র

ধরিয়াই সেই গ্রন্থদ্বয় সুশৃঙ্খলরূপে বর্দ্ধিত করা হয়। কিন্তু সেই সেই সৃষ্টি-বিবরণে কেবল স্থূল স্থূল কথা মাত্র আছে। সেই সৃষ্টিতত্ত্বকে সুবিস্তৃতরূপে দেখাইতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। সেই গ্রন্থ এখন প্রকাশিত হইল। সুতরাং এই গ্রন্থকে উক্ত গ্রন্থদ্বয়-নিবদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বের পরিশিষ্ট বলিতে হইবে। শুদ্ধ পরিশিষ্ট নহে, এই গ্রন্থ সেই সৃষ্টি-তত্ত্বের যুক্তি ও প্রমাণ-পরিচায়ক ব্যাখ্যা। তাই, এ গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে—"সৃষ্টিবিজ্ঞান" বা "সৃষ্টি-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা"। যেমন উক্ত "সমাজ-তত্ত্ব"-গ্রন্থকে হিন্দু-সমাজ-তত্ত্ব বলিয়াই বুঝিতে হয়, (কেন হয়? তাহা সেই গ্রন্থের নিবেদন-স্থলে ব্যক্ত করা হইয়াছে) তেমনি এই "সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যাকে" হিন্দু-সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কেন হইবে, তাহা এই "নিবেদনে" প্রকাশ করিলাম। কিন্তু ইহা কেবল ব্যাখ্যা নহে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কেন?

হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব বেদমূলক, বেদ তত্ত্বজ্ঞান-লব্ধ, তত্ত্বজ্ঞান বাহ্য ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান-লব্ধ। বিজ্ঞান দ্বারা সপ্রমাণ বলিয়া প্রত্যক্ষ-বেদ নিত্য ও সত্য। সৃষ্টিতত্ত্ব সেই বেদমূলক হওয়াতে তাহা বাহ্য ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান-সম্মত তত্ত্বজ্ঞান-মূলক'ও হইয়াছে। সেই বৈজ্ঞানিক মূলভিত্তির উপরই সর্ব্বশাস্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং যাহাকে ইংরাজীতে বাদমাত্র (Theory) বলে, হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব সেরূপ কল্পিত বাদমাত্র নহে। এ বাদ হিন্দুশাস্ত্রীয় ভক্তিবাদ, কর্ম্মবাদ, শক্তিবাদ প্রভৃতি অপরাপর বাদের ন্যায় প্রত্যক্ষ ও অনুমান-সিদ্ধ সত্য। ইহা ব্রহ্মসত্ত্বের স্বাভাবিক বিকাশ। যদি ইহাকে Hypothesis বল, তবে ইহা বিজ্ঞান-সিদ্ধ Hypothesis; তাহা কেবল

শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্ম হইতে ঋষি পর্য্যন্ত সকলেই বেদস্মারক ছিলেন, কেহই কারক ছিলেন না।

"ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন তু কারকাঃ।"

ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, ঋষিগণ অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা ছিলেন; তাঁহারা তপস্যাবলে সমস্ত বস্তুতত্ত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। এ জন্য তাঁহারা "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা" ছিলেন। সেই "মন্ত্রদ্রষ্টা" ঋষিগণ যেরূপে যিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ সাধনপথ সাধারণো প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। * ভর্ত্তৃহরিও বলিতেছেন:—

"ঋষীণামপি যজ্জ্ঞানং তদপ্যাগমহেতুকম।"

"ঋষিদিগের সমস্ত জ্ঞানই বেদমূলক।" সকল জ্ঞানই যদি বেদমূলক, তবে এক বেদ হইতে এত মতভেদ হয় কিরূপে? বেদে যখন সেই ভিন্নতার কারণ রহিয়াছে, তখন সে ভিন্নতা না হইবেই বা কেন? এই ভিন্নতার কারণ বিভিন্ন অধিকার। বেদ নানা অধিকারীর নিমিত্ত নানা পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি সেই মতভেদের কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"তস্যার্থবাদরূপাণি নিশ্চিত্য স্ববিকল্পজাঃ।
একত্বিনাং দ্বৈতিনাঞ্চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ॥"—বাক্যপদীয়।

বেদের "অর্থবাদ" হইতে কি দ্বৈতবাদ, কি অদ্বৈতবাদ উভয়ই প্রসূত হইয়াছে। যাঁহারা অদ্বৈত ভাবের অধিকার লাভ করিবার যোগ্য হয়েন নাই, তাঁহারা নিশ্চয় দ্বৈতবাদী। তাঁহাদের সকল জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়িক। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান মাত্রই সমল ও সাপেক্ষ (Relative) ভেদজ্ঞান মাত্র। যতদিন লোক নির্ম্মল (Absolute)

* নিরুক্ত, নৈঘণ্টুক কাণ্ড।

জ্ঞানে উপনীত না হয়েন, ততদিন তাহার জ্ঞান দ্বৈতভাবে-সম্পন্ন। তিনি কোন বস্তুর প্রকৃততত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। তাঁহার বুদ্ধি ও মন এই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানেরই পরতন্ত্র। এইরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট লোকদিগের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া নানাবিধ উপদেশ আবশ্যক হইয়াছে। এইরূপ প্রয়োজনানুসারে যে সকল উপদেশের আবশ্যকতা হইয়াছে, তাহাই বেদের "অর্থবাদ" *। "অদ্বৈতব্রহ্ম-সিদ্ধি"তে এই কথা আরও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। "আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ"-কার এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন :—

"শাস্ত্রপ্রকাশক মুনিগণ যে ভ্রান্ত নহেন, তাঁহাদের মত-সকল আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইলেও কোন ঋষিই যে তাৎপর্য্যতঃ অন্য ঋষির বিরোধী নহেন, 'অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি' তাহাই বুঝাইয়াছেন।

অদ্বৈতবাদই যদি সত্যবাদ হয়, তাহা হইলে দ্বৈতপ্রতিপাদনপর ন্যায়-বৈশেষিকাদি ভ্রান্তমত-স্থাপক শাস্ত্রসমূহ দ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কি ইষ্টাপত্তি হইবে? না, তাহা নয়, দ্বৈতপ্রতিপাদনপর গ্রন্থ-সকল নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। ন্যায়-বৈশেষিকাদি দ্বৈতবাদসংস্থাপক পুরুষেরাও ঋষি ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের ভ্রম হইতে পারে না। ঋষিদিগেরও ভ্রম হয় বলিলে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; কোন ঋষিই বস্তুতঃ ভ্রান্ত নহেন। মহর্ষিদিগের অভিপ্রায় কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতেই লোকের মনে নানাবিধ সন্দেহ উদিত হইয়া থাকে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে, দ্বৈত-প্রতিপাদনপর মহর্ষিদিগের আপাত-দৃষ্টিতে বিরুদ্ধরূপে উপলভ্যমান মতসকল বিবর্ত্তবাদেই পর্য্যবসিত হইতেছে। দ্বৈতপ্রতিপাদনপর শাস্ত্রকারেরা তাৎপর্য্যতঃ অদ্বৈতবাদকেই যে আদর করিতেন, এই মতকেই যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মত মনে করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়; তার্কিকেশ্বর উদয়নাচার্য্য তাঁহার 'আত্মতত্ত্ববিবেক বৌদ্ধাধিকারে' বলিয়াছেন,

* প্রয়োজন-সিদ্ধি উদ্দেশ করিয়া যাহা বলা যায়, তাহাই অর্থবাদ—"অর্থায় প্রয়োজনসিদ্ধয়ে বাদঃ কথনম্।" ন্যায়দর্শনে চতুর্ব্বিধ অর্থবাদ কথিত হইয়াছে।

বিবর্ত্তবাদই যে সত্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু আদার-ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি।"

উদয়নাচার্য্যের অর্থ এই যে, আমি দ্বৈতবাদীদের জন্যই যে কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছি, সে কার্য্যে অদ্বৈতবাদের কথা অনাবশ্যক।

এক্ষণে বোধ হয়, অনেক দূর প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের দার্শনিক মতভেদ ঋষিদিগের অজ্ঞতা, বুদ্ধিবিকৃতি বা ভ্রান্তি বশতঃ নহে; অজ্ঞজনগণকে জ্ঞানপথে আনিবার নিমিত্ত তাঁহারা বেদার্থ বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাই, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকার বলেন, সামান্য পণ্ডিতগণের মতভেদ অজ্ঞতানিবন্ধন, দার্শনিক ঋষিগণের মতভেদ অজ্ঞজনগণকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত।

সৃষ্টিবাদের উদ্দেশ্য

বহু হইতে একে উঠিবার জন্য হিন্দুদর্শন বিভিন্ন অধিকারীর উপযোগী যে পন্থা দিয়া সেই এককে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাই বিভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্ব। একই আত্মা কি প্রকারে এই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন, বিভিন্ন সৃষ্টিবাদে তাহা আলোচিত হইয়াছে। সেই সৃষ্টিবাদ ত্রিবিধ প্রস্থানে বিভক্ত হইয়াছে;—নৈয়ায়িকদিগের দ্বৈতজ্ঞানোপযোগী সৃষ্টিবাদ, সাংখ্যবিদ্যার দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর প্রকৃতি-পুরুষ-বাদ এবং বেদান্তবাদীর অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যের প্রবচন-ভাষ্যের যে বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রাঞ্জলরূপে ঐ দর্শনত্রয়ের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন:—

"যে শাস্ত্রের যে বিষয় মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই শাস্ত্রে সেই বিষয় বর্ণিত হইলেই, সে শাস্ত্র সপ্রমাণ ও অবিরুদ্ধ বলিতে হইবে। অংশতঃ কোন নিন্দিত বিষয় থাকিলে শাস্ত্রকে নিন্দিত বলা যায় না। যদি বল সাংখ্য-শাস্ত্রে বহুপুরুষ স্বীকৃত আছে,

সেই অংশ অবশ্য নিন্দনীয়। সে অংশ নিন্দনীয় নহে। * * ‡ যেহেতু জীবের ইতর-বিজ্ঞানই সাংখ্যের প্রধান প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনসিদ্ধি বা অর্থের বাধ হইলে তাহাকে অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে। নানাবিধ শ্রুতি-স্মৃতিতে আত্মার নানাত্ব এবং একত্ব বর্ণিত হইয়াছে। আত্মার নানাত্ব ব্যাবহারিক এবং একত্ব পারমার্থিক। সুতরাং ব্যাবহারিক এবং পারমার্থিক জ্ঞানে সেই নানাত্ব এবং একত্ব উভয়ই সিদ্ধ ও অবিরুদ্ধ। ব্যাবহারিক জ্ঞানে নানাত্ব প্রতিপাদিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে আত্মার একত্বই সুসিদ্ধান্ত। এ সকল বিষয় আমরা ব্রহ্ম-মীমাংসাতে সবিশেষ বর্ণন করিয়াছি।"

বিজ্ঞানাচার্য্য যেমন সাংখ্যের ভাষ্যকার, তেমনি ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্য ব্রহ্মমীমাংসার বৃত্তিকার। ব্রহ্মমীমাংসায় পূর্ণপ্রজ্ঞ মাধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদই প্রতিপাদন করিয়াছেন; কিন্তু দ্বৈতবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে একেবারে বিরুদ্ধ বলেন নাই।

দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অদ্বৈতজ্ঞান অধম, মধ্যম এবং উত্তম অধিকারীর নিমিত্ত। দ্বৈত জ্ঞানীর জ্ঞানালোচনা যত সূক্ষ্মতায় আইসে, ততই তিনি দ্বৈতাদ্বৈতভাবে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। এই সূক্ষ্মজ্ঞানে আমরা অদ্বৈতের অনেক দূর আভাস প্রাপ্ত হই। সসীম হইতে ক্রমশঃ অসীমে, সান্ত হইতে ক্রমশঃ অনন্তে উঠিতে থাকি। বাস্তবিক ভাবিতে গেলে, অনন্তের কখনই অংশত্ব বা সান্তভাব সম্ভাবিত নহে; তবে যে আমাদের নিকট সকল বস্তুই সান্ত ও সসীমরূপে প্রতীত হয়, সে কেবল আমাদের মায়িক জ্ঞানের দোষে। মায়িকজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া আমরা অনন্তকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। উপলব্ধি করিতে না পারি, তাঁহাকে ভাবিবার জন্য এই মায়িকজ্ঞানের সহায়তা একান্ত আবশ্যক হয়। মায়িকজ্ঞানে আমরা সসীম ও সান্তকে উপলব্ধ করিয়া, তবে সেই সান্ত ও সসীমের মধ্যে

অনন্তকে ভাবিতে সমর্থ হই। তাই বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মসূত্রে আছে :—

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ।—বেদান্তদর্শন। ৩অ, ২পা, ৩৩সূ।

শঙ্কর বলেন বুদ্ধ্যর্থ, উপাসনার্থ। সামান্য জ্ঞানে অনন্তকে আনিবার জন্য শ্রুতিতে সেই অনন্তের পাদকল্পনা করা হইয়াছে। অপরিমেয়কে পরিমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাস্তবিক অনন্ত নির্গুণ সত্তার মায়িক ত্রিগুণাত্মক কোন অংশ বা খণ্ড সম্ভাবিত নহে; কিন্তু আমাদের মায়িকজ্ঞানও অখণ্ড নহে। খণ্ডজ্ঞানে অখণ্ডের ভাবনাই উপাসনার অঙ্গ। সুতরাং বুদ্ধ্যর্থঃ অর্থে জ্ঞানার্থঃ এবং উপাসনার্থঃ বুঝাইতেছে।

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে অখণ্ড ও নির্গুণ ব্রহ্মের এইরূপ পাদ কল্পিত হইয়াছে :—

"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

"ত্রৈকালিক ভূতসমুদায়রূপী এই জগৎ সেই বিরাটের একপাদ মাত্র। অবশিষ্ট আরও তিনটি পাদ আছে, উহা অমৃতস্বরূপ। সেই অমৃতাত্মা পাদত্রয়, ইঁহার স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে।"— ব্রহ্মব্রতসামাধ্যায়িকৃত অনুবাদ।

শঙ্কর বলেন, সেই শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের পাদ-কল্পনা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল সামান্য জ্ঞানে সেই বিরাটকে আনিবার জন্য *। শঙ্করের এই অর্থ বিস্তারিত করিয়া ব্রহ্মব্রত মহাশয় বলিতেছেন :—

"ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলেও তাঁহার মায়া ত সাবয়বা। এই মায়ার অবয়বই তাঁহাতে আরোপ করিয়া তাঁহাকে চতুষ্পাদরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। উপাসনার জন্য এইরূপ নিরংশে অংশের আরোপ ভোগবৎ। দেখ অন্নপানাদি বা স্বপ্ন [illegible]

* "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ"-নামক গ্রন্থে একথার কেবল উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। সেকথার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

বা গৃহশয্যা প্রভৃতি জনিত ভোগ হয়। কেবল ভোগ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ভোগ করিতে হইলে যেমন অন্নপানাদির সংসর্গ অত্যাবশ্যক, তদ্রূপ উপাসনা করিতে হইলেও মায়ার অংশ-গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। অধিক কি, ব্রহ্ম বৃহৎ কিংবা নিরবয়ব, এই মাত্র জ্ঞানেও দেখ, মায়ার অংশ গৃহীত হইয়াছে, যেহেতু, বৃহৎ জ্ঞান, ক্ষুদ্রজ্ঞান-সাপেক্ষ এবং নিরবয়বজ্ঞান অবয়বজ্ঞান-সাপেক্ষ। অতএব, মায়ার অংশ গ্রহণ না করিলে ব্রহ্ম-ভাবনাই অসম্ভাবিত। ব্রহ্মকে 'অতি বৃহৎ' এইমাত্র ভাবনা করিতে হইলেও ষোলকলা এবং চারিপাদ এইরূপ মায়ার অংশ অগ্রে কল্পনা করিতে হইবে, পরে উপাসনা করিতে পারিবে; নতুবা এ পর্য্যন্ত এমন কোন উপায় বা যুক্তি উৎপন্ন হয় নাই, যদ্দ্বারা বিনা মায়ার সাহায্যে ব্রহ্মের নিরংশত্ব স্বরূপও ধ্যানের বিষয় হইতে পারে।"

যাহা কেবল নির্গুণ, তাহা আমাদের সামান্য জ্ঞানে নিষ্ক্রিয়; কারণ, যাহা গুণবিশিষ্ট, তাহাই ক্রিয়াশীল। সৃষ্টি বলিলেই ক্রিয়া বুঝায়। ক্রিয়া না ঘটিলে সৃষ্টি হয় না। সুতরাং অদ্বৈত নির্গুণ ব্রহ্মবাদে সৃষ্টিবাদ অসঙ্গত হয়। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর তাই বলিলেন :—

"ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতি; অবিদ্যাকল্পিতনামরূপব্যবহারগোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বাচ্চেত্যেতদপি নৈব প্রষ্টব্যম্।"

শারীরক ভাষ্য—২।১।৩৩।

মনে করিও না যে, সৃষ্টিশ্রুতি-সকল পরমার্থ-বিষয়িণী। মনে করিও না যে, শ্রুতি যে সৃষ্টি বলিয়াছেন, সেই সৃষ্টি সত্য। তবে সৃষ্টি কাহাকে বলে? অবিদ্যার দ্বারাই নামরূপযোগ্য কল্পনা প্রাদুর্ভূত হওয়াকে সৃষ্টি বলে। সুতরাং অপরমার্থ জ্ঞানেই সৃষ্টি কল্পিত হয়। তাই যদি হয়, তবে শ্রুতিতে নানা সৃষ্টিবাদ ও সৃষ্টি-বাক্য দৃষ্ট হয় কেন? তাহার কারণ এই, যাহারা অপরমার্থজ্ঞানী তাহাদিগকে পরমার্থজ্ঞানে লইয়া যাইবার জন্যই শ্রুতি সৃষ্টিবাক্য-

সমূহ বিন্যাস করিয়াছেন। শঙ্কর বলিতেছেন, একথা যেন বিস্মৃত হইও না; তোমার যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে যে, সগুণ ও সক্রিয় সৃষ্টিবাদ হইতে নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবাদ প্রতিপন্ন করাই সৃষ্টিশ্রুতি-সমূহের অভিপ্রেত।

তবেই আচার্য্যের কথায় দেখা যাইতেছে যে, অদ্বৈতবাদে সৃষ্টি কল্পনা সম্ভাবিত নহে। তাহাতে কেবল ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই। তিনি নিত্যকাল বর্ত্তমান;—নিজ স্বরূপে ও নির্গুণ ভাবে বিদ্যমান। আমাদের মানসিক জ্ঞানে জগৎ-ব্যাপারে যে অনন্ত কার্য্যকারণ-প্রবাহ দেখিতেছি, এ তবে কি? এই কার্য্যকারণ প্রবাহ, রূপ ও নামধারী হইয়া কালস্রোতে যাহা জগৎসংসাররূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহা তবে কি? তাহা অনন্ত পরিবর্ত্তন-প্রবাহ, তাহা কেবল আবির্ভাব ও তিরোভাব-প্রবাহ। নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন নিত্য বিদ্যমান, এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহ তেমনি অনিত্য ও নিত্য-অবিদ্যমান। যাহা নিত্য-অবিদ্যমান, সেই অবিদ্যমানতার প্রবাহের নিত্যতা উপলব্ধি হইতেছে বলিয়া সেই ক্রিয়াশীল সগুণত্বকেও সত্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। কিন্তু তাহা বাস্তবিক সত্য নহে, তাহা অলীক। তাহা চিরকালই অবিদ্য; তাহা এখন একরূপ, পরক্ষণে অন্যরূপ। যাহা চিরকালই অবিদ্য, তাহারই জ্ঞানের নাম অবিদ্যা বা মায়া। আর যাহা চিরকালই বিদ্যমান, তাহারই জ্ঞানের নাম বিদ্যা। এই অবিদ্যার সৃষ্টিজাল কেন? জীবকে প্রকৃত বিদ্যাতে লইয়া যাইবার জন্যই অবিদ্যার সৃষ্টিজাল বিস্তৃত রহিয়াছে। এই চির-অবিদ্য সংসার-স্রোত নিত্য বিদ্যমানকে প্রতিপন্ন করিতেছে। তাই আচার্য্য বলিলেন, ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপন্ন করাই সৃষ্টিবাক্য-সমূহের উদ্দেশ্য। তাই যদি হয়, তবে ত সৃষ্টিবাদ-সমূহ ব্রহ্মোপাসনা।

সৃষ্টিবাদ-সমূহ যখন ব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদক, তখন সকল সৃষ্টিবাদই ব্রহ্মোপাসনা। কারণ, ব্রহ্মোপাসনা দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

ব্রহ্মজ্ঞানে লইয়া যাইবার জন্য যদি সৃষ্টিবাদ হয়, তবে তাহা কাহাদের জন্য? যাহারা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন, যাহাদের মনে জগতের কেবল কার্য্য-কারণাত্মক ভিন্ন অন্য জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় না, প্রকৃত নিত্য বস্তুজ্ঞান যাহাদের জন্মে নাই, তাহাদের নিমিত্তই সৃষ্টিবাদ। অজ্ঞানীকে প্রকৃত বস্তুজ্ঞানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যদি সৃষ্টিবাদের কল্পনা হয়, তবে সেই সৃষ্টিবাদের অধিকারী অজ্ঞান জীব; এবং তাহার আলোচ্য বিষয় এই জগৎ সংসারের প্রকৃত কার্য্য-কারণ-প্রবাহ। কি প্রকারে জগৎ এই স্থূলরূপে আসিয়া পরিদৃশ্যমান হইয়াছে, অজ্ঞানীকে তাহারই প্রকৃত তত্ত্ব খ্যাপন করা সৃষ্টিবাদের উদ্দেশ্য। এই তত্ত্ব যদি জগদুৎপত্তির প্রকৃত রহস্যজ্ঞান না দিতে পারে, তবে তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইবে; তাহা ব্রহ্মজ্ঞানে লইয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং এই সৃষ্টিবাদ প্রকৃত কার্য্য-কারণাত্মক বাহ্য বিজ্ঞান-সম্মত হওয়া চাই। বাহ্য বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়াই তাহা সাংখ্য তত্ত্বজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্টিবাদের অধিকার বেদ্য—The Knowable, এবং সেই Knowableএর নিগূঢ় রহস্য-জ্ঞানই সৃষ্টিবাদ ও তত্ত্বজ্ঞান। এ জন্য বৈদিক সৃষ্টিবাদ মাত্রই বাহ্য বিজ্ঞান-সম্মত। যাহা বিজ্ঞান-সম্মত নহে, বেদে তাহার স্থান নাই। কারণ, যাহা সত্য ও নিত্য নিয়ম, তাহাই বেদ। সত্য নহিলে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে লইয়া যাইতে পারে না।

সৃষ্টিবাদের সমন্বয়।

এক্ষণে কথা এই যে, শ্রুতিতে ত অনেক প্রকার সৃষ্টিবাক্য আছে, উহা সকলই যদি বিজ্ঞান-সম্মত হয়, তবে নানাবিধ বাক্য

হইল কেন? বেদান্ত দর্শন সেই বৈদিক সৃষ্টি-বাক্য-সমূহের সমন্বয় সাধন করিয়া দেখাইয়াছেন, উহা সকলই এক। জগৎ-সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, কেবল বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত বিভিন্ন আকারে বিন্যস্ত হইয়াছে। কোন অধিকারীর নিমিত্ত কিয়দংশমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, অপরের নিমিত্ত অপরাংশ। কি ছান্দোগ্য, কি তৈত্তিরীয়, কি ঐতরেয়, কি শ্বেতাশ্বতরীয়, সমুদায় শ্রুতিতে একই সৃষ্টিবাদ বর্ণিত হইয়াছে। এক শ্রুতি যে ভাগ হইতে সৃষ্টিবাদ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অন্য শ্রুতি হয় ত তাহার পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন; নহিলে কোন শ্রুতিতে অবৈজ্ঞানিক কোন কথাই নাই। তদ্রূপ দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক যে স্থল হইতে সৃষ্টিবাদ বুঝাইয়াছেন, দ্বৈতাদ্বৈত সাংখ্যের তত্ত্বজ্ঞানী তৎপূর্ব্বে গিয়াছেন এবং অদ্বৈত বেদান্তী তাহারও পূর্ব্বে গিয়াছেন। এই ত্রিবিধবাদ পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখাইব, এই তিন ভাগ একত্র করিলে সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ হয়। যিনি যে অধিকারে আছেন, তিনি তদনুসারেই প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋষিরা সকলেই অলৌকিক জ্ঞান-দাতা বেদ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে আমরা দর্শনশাস্ত্রে এক দার্শনিকের সহিত অন্য দার্শনিকের যে বাদানুবাদ দেখিতে পাই, তাহা এই প্রণালীগত-বিরোধ। এক জন অপর অধিকারীর উপযোগিনী প্রণালীর দোষ দেখাইতে গিয়াছেন। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে সেরূপ দোষ অবশ্যম্ভাবী। সেরূপ দোষ দেখাইয়া যে, যে-অধিকারী, তাহাকে সেই অধিকারনিষ্ঠ করাই উদ্দেশ্য। উচ্চাধিকারীকে নিম্নাধিকারের দোষ দেখান যেমন আবশ্যক, নিম্নাধিকারীকে তেমনি উচ্চাধিকারের দোষ দেখান আবশ্যক; নহিলে প্রতি অধিকারীর বুদ্ধি স্থির হইবে কেন? প্রা-

অধিকারী স্ব স্ব অধিকারনিষ্ঠ হইবে কেন? ক্রমে জ্ঞানকে সূক্ষ্ম করিয়া আনাইয়া অদ্বৈতজ্ঞানে উপনীত করাই মুখ্য কথা। পূজ্যপাদ ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর বলেন :—

"উপাদানং ত্রিধা ভিন্নং বিবর্ত্তি পরিণামি চ।
আরম্ভকঞ্চ তত্রান্ত্যৌ ন নিরংশেঽবকাশিনৌ ॥"

পঞ্চদশী। ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ।

উপাদান কারণ ত্রিবিধ—আরম্ভক, পরিণামী এবং বিবর্ত্ত। পরিণামী ও আরম্ভক—এই দ্বিবিধ উপাদান-কারণ নিরবয়ব-ব্রহ্মে অসম্ভব হয়। দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহাকে পরিণাম বলে এবং রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান হয়, তাহাকে বিবর্ত্ত বলে। নির্গুণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভব না হইলেও বিবর্ত্তরূপে তাঁহার প্রকৃতিত্ব সম্ভব হয়। যেহেতু বিবর্ত্তবাদ আর কিছুই নহে, তাহা সেই একমেবাদ্বিতীয়ং—তাহা ক্রিয়াশীল বা সগুণ ব্রহ্মবাদ মাত্র। ক্রিয়া হেতু ব্রহ্মোপাদানের যে অসংখ্য রূপান্তর ঘটে, তাহা সেই অনন্ত ব্রহ্মেরই রূপ। এ জন্য ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত সম্ভব হয় এবং যে প্রকৃতি সেই ব্রহ্মেরই রূপ, সেই প্রকৃতিরই কেবল পরিণাম সম্ভাবিত হইয়াছে। এ সকল কথা ক্রমে ক্রমে বিশদ হইয়া আসিবে। ভেদাভেদ-জ্ঞানে পরিণাম, অভেদ-জ্ঞানে সমস্তই ব্রহ্ম—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

আরম্ভ, পরিণাম ও বিবর্ত্ত।

আরম্ভবাদ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বহু হইতে একে উঠিবার জন্য হিন্দুদর্শন বিভিন্ন অধিকারীর উপযোগী বিভিন্ন স্বষ্টিবাদের পন্থা হইতে সেই এককে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মূলকথা একই—নিত্য কাল এই জগৎ একমাত্র মূল পরমাত্মতত্ত্বাশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিভিন্ন জ্ঞানাধিকারীকে এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত হিন্দু দর্শনে এই জগৎ-স্বষ্টির ত্রিবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয় ;— স্থূল দৃষ্টিতে মতভেদ, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সবই এক কথা। যাহারা দ্বৈতজ্ঞানী, যাহাদের কাছে সামান্য জ্ঞানই (Common sense) প্রবল, ন্যায়দর্শন তাহাদের জন্য সেই সামান্য জ্ঞানভূমির উপর স্বকীয় দার্শনিক তত্ত্ব-সমুদায় স্থাপিত করিয়াছে। সামান্য জ্ঞানে জড় ও চৈতন্য এই দ্বিবিধ পদার্থই স্বীকৃত ;—জড় ও চৈতন্য বিভিন্ন-ধর্ম্মী। যে দ্বৈতজ্ঞানীর মায়িক জ্ঞানে জড় ও চৈতন্যের বিভিন্নতা কখনই যাইবার নহে, ন্যায়দর্শন সেই দ্বৈতজ্ঞানীর সংস্কার বজায় রাখিয়া তাহাকে মোক্ষপথে আনিতে চাহেন। সাংখ্যের পরিণাম-বাদ তদপেক্ষা উচ্চাধিকারীর নিমিত্ত, এবং তদপেক্ষাও উচ্চাধিকারীর জন্য বেদান্তীর বিবর্ত্তবাদ বিবক্ষিত হইয়াছে। হার্বার্ট স্পেন্সারও জগদুৎপত্তির এই ত্রিবিধ মত-মাত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"Respecting the origin of the universe, three verbally intelligible suppositions may be made. We may assert that it is Self-Existent, or that it is Self-Created; or that, it is created by an External Agency."

স্পেন্সারের Self-Existentই হিন্দুদর্শনে বিবর্ত্তবাদ; তাঁহার Self-Created পরিণামবাদ। যে দ্বৈতাদ্বৈতজ্ঞানী আজিও অদ্বৈত বুদ্ধিতে উঠিতে পারেন নাই, তাঁহার নিকট পরিণাম-বাদই প্রশস্ত। তাঁহার মায়িক বুদ্ধি আজও তত সূক্ষ্মতায় আইসে নাই যে, তিনি বুঝিতে পারেন, পরিণাম-সকল একই মূল পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ঘন অবস্থা। একই পদার্থ ক্রিয়াশীল হইয়া নানা রূপান্তরিত হইতেছে,—নানা মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। প্রতি পদার্থই কোন পূর্ব্ব-পদার্থের রূপান্তর-মাত্র—কি বিবর্ত্তবাদী, কি পরিণামবাদী উভয়েই এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপ ও নাম স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিভিন্ন বাদ কেবল জ্ঞানের তারতম্য হেতু। কিন্তু স্পেন্সারের তৃতীয় কথা একটু স্বতন্ত্র। যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, বা যাঁহাদের এখনও ততদূর বুঝিবার শক্তি জন্মে নাই যে, এই বিশ্ব একই পদার্থের বিভিন্ন পরিণাম-ক্রমে উৎপন্ন, তাঁহারা বলেন, জড়কে চৈতন্যের পরিণাম বা বিবর্ত্ত বলিলে লোকে কিছুই বুঝিতে পারে না; জড় যে চৈতন্য হইতে ক্রমশঃ আবির্ভূত হইতে পারে, একথা তাঁহাদের সামান্য জ্ঞানে অসম্ভব। বরং জড়, চৈতন্য-কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে,—একথা সামান্য লোকের নিকট সম্ভবনীয়। এ জন্য নৈয়ায়িকেরা জড়কে চৈতন্য হইতে প্রভিন্ন করিয়া দিলেন। সুতরাং একটু তলিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত ত্রিবিধ মতকে দ্বিবিধ আকারে আনা যাইতে পারে;—(১) যাঁহারা সৃষ্টি-ব্যাপারে নামরূপ স্বীকার করেন এবং (২) যাঁহারা তাহা করেন না। বিবর্ত্ত ও পরিণাম-বাদিগণ সৃষ্টি-ব্যাপারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব নামরূপ স্বীকার করেন, কিন্তু আরম্ভবাদী বলেন, সে প্রকার মধ্যবর্ত্তী নাম-রূপ স্বীকারের প্রয়োজন নাই, বল, এই জড়াত্মক

পরিদৃশ্যমান পরমাণু-পুঞ্জ-রাশি স্থূল বিশ্ব ভগবান্ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইল; যাহা ছিল না, হইল। * তাহারই নাম আরম্ভ ও সৃষ্টি। বিজ্ঞানবিৎ ড্রেপার তাই সেই ত্রিবিধ মতকে এইরূপ দুই ভাগে পরিণত করিয়াছেন:—

"As to the origin of Beings, there are two opposite opinions: first, that they are created from nothing: Second, that they come by development from pre-existing forms. The theory of creation belongs to the first of the above hypotheses; that of evolution to the last."—J. W. DRAPER

অসৎ কার্য্যবাদ।

ন্যায়-বৈশেষিকের সৃষ্টি বা আরম্ভবাদ বহির্মুখ নিম্নাধিকারী জনগণের নিমিত্ত। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যে এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎকে পরমাণু-সমষ্টিদ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, সামান্য-বুদ্ধি জনগণ তাহা সম্ভাবিত জ্ঞান করিতে পারেন। সাংখ্যের পরিণাম এবং বেদান্তীর বিবর্ত্ত তাঁহাদের জন্য নহে; তাই নৈয়ায়িকেরা সামান্যবুদ্ধি জনগণের নিমিত্ত উৎপত্তি-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। উৎপত্তি কি? —যাহা ঊর্দ্ধগতি-ক্রমে লোকলোচনের সমক্ষে উদয় হইয়াছে। সামান্য ভেদ-জ্ঞানী লোকের বুদ্ধিতে যাহা উৎপন্ন দ্রব্য, তাহা এক নূতন পদার্থ; উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহা বিদ্যমান ছিল না। কার্য্যের উৎপত্তি হইলেই তাহার সৃষ্টি, ধ্বংস হইলেই তাহার শেষ। কণাদ বলিয়াছেন:—

"ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ।"—বৈ, দ। ৯।১।১।

উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ (উক্তি বা

* আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদের অর্থবাদই দার্শনিক মতভেদের কারণ ঋগ্বেদসংহিতায় ৮।৭।১০।১২৯ মন্ত্রের অর্থবাদই এই ত্রিবিধ মতভেদের কারণ।

কখন) হয় না ; এজন্য কার্য্যকে অসৎ বলা যায়। তাই কার্য্য-কারণ-বিচারে নৈয়ায়িকদের সৃষ্টিবাদ সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে "অসৎ কার্য্যবাদ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহাকে আরম্ভবাদ বলে, তাহারই অপর নাম অসৎ কার্য্যবাদ। ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন ঘট ছিল না, তেমনি জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না। তাই অক্ষপাদ বলিলেন :—

"বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ।"—ন্যায়দর্শন। ৪।১।৫০।

গৌতম বলিলেন, এ জগৎ যে অসৎ, তাহা যে উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না, এ কথা সামান্য বুদ্ধিসিদ্ধ। উহার অন্য প্রমাণ আবশ্যক করে না। এ কথার যুক্তি ঐ সূত্রের পূর্ব্ব দুই সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরিণামবাদ।

এই আরম্ভবাদ বা অসৎ কার্য্যবাদের অর্থ এই যে, স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহা সেই স্থূলাকারে বিদ্যমান ছিল না। নহিলে ড্রেপার যে বলিয়াছেন, সৃষ্টিবাদিগণ একান্ত অভাব Nothing হইতে জড় জগতের সৃষ্টি কল্পনা করিয়া থাকেন ; আমাদের নৈয়ায়িকেরা ঠিক তাহা করেন নাই। আমাদের আস্তিক দর্শন-মতে একেবারে একান্ত অভাব Nothing হইতে Something এর উৎপত্তি নাই। সকল আস্তিক দর্শনই স্বীকার করেন যে, এই বিশ্ব অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান ; সুতরাং কিছুই ছিল না, অকস্মাৎ বিশ্ব সমুৎপন্ন হইল, এ কথা সুসঙ্গত হইতে পারে না। *

* হিগেল বলেন ;—Existence is identical with its negation ; for, the abstract Nothing is at the same time the abstract

কি সাংখ্য, কি নৈয়ায়িক, উভয়েই জড় ও চেতনের বিভিন্নতা স্বীকার করিয়াছেন; কেবল সৃষ্টি-বৈচিত্র্য বুঝাইবার নিমিত্ত সামান্য মতভেদ। এই স্থূল জগতে বহুপদার্থের উৎপত্তি কিরূপে হইল? নৈয়ায়িক বলিলেন, পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগে, সাংখ্যকার বলিলেন, প্রকৃতি বিভিন্ন আকারে আকারিত হইলেন। গোড়ায় সেই একই কথা—সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তন্মাত্র সমুদায়, এবং নৈয়ায়িকের পরমাণু—উভয়ই দ্বৈতজ্ঞানে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, উভয়ই আনুমানিক। ন্যায়দর্শনের পরমাণু যেমন অবিশেষ, তন্মাত্র সমুদায়ও তেমনি অবিশেষ। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাই বিশেষাবস্থা। * পূজ্যপাদ ঈশ্বর-কৃষ্ণ বলিয়াছেন, উক্ত অবিশেষ পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের বিকাশ :—

"তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।"—সাংখ্যকারিকা।

বিজ্ঞানভিক্ষু যোগসূত্র বার্ত্তিকে বলিয়াছেন যে, বৈশেষিকোক্ত পরমাণুকেই আমরা "গুণশব্দে" অভিহিত করিয়া থাকি। এই তন্মাত্রা-সমুদায় এবং পরমাণু যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তান্ত্রিক ও পৌরাণিকদিগের বিন্দুও তদ্রূপ,—রেখাগণিতের বিন্দু পরমাণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম আনুমানিক পদার্থ। অতএব, সামান্য জ্ঞানে আমরা তিনটি আনুমানিক শব্দ দেখিতে পাই—পরমাণু, ত্রিগুণাত্মিকা তন্মাত্রা এবং বিন্দু। প্রকৃতি নির্গুণ পুরুষের অধ্যাসে সগুণ

Being. একান্ত অভাব যদি অনুমান করিতে পার, তবে ত তাহা ভাব-পদার্থ হইল; কারণ, একান্ত অভাবের সম্ভাবনাই ভাব মাত্র। নহিলে অভাবের সম্ভাবনা কি? শ্রীহর্ষের "খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য"-নামক গ্রন্থেও এইরূপ কথা আছে।—আর্য্য-শাস্ত্র-প্রদীপ।

* "বিশেষাশ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্যানিয়তত্বাচ্চ তে স্মৃতাঃ।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ—৪৫ অঃ।

(ক্রিয়াশীল) সৃষ্টিকারিণী শক্তিরূপে পরিণত হইলে অহঙ্কার-তত্ত্বের আবির্ভাবে তন্মাত্র-সাকল্যে এই জগতের সৃষ্টি করেন। নৈয়ায়িক-দিগের পরমাণু জগতের উপাদান, এবং ভগবান্ নিমিত্তকারণ। বিন্দু, শব্দ-ব্রহ্মের অব্যক্ত ত্রিগুণ এবং চিদংশ বীজ; এই বিন্দুই শক্তি-তত্ত্ব, এই চিদংশ-বীজ চিদচিন্মিশ্রিত নাদের মধ্যবর্ত্তী—ঁ। নাগেশ ভট্ট তাঁহার মঞ্জুষা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেন :—

"ততো বিন্দুরূপমব্যক্তং ত্রিগুণং জায়তে। ইদমেব শক্তিতত্ত্বম্। তস্য বিন্দোরচিদংশো বীজম্। চিদচিন্মিশ্রোঽংশো নাদঃ। * *। অস্মাদ্বিন্দোঃ শব্দ-ব্রহ্মাপরনামধেয়ং।"—আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপোদ্ধৃত। উপ, ১ম, ২১৫।

এই শক্তিতত্ত্ব হইতেই জগতের সৃষ্টি অনুস্যূত। উপনিষদেও প্রণবাত্মক বিন্দু সেই জগৎ-সৃষ্টিকারিণী শক্তি :—

"অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥
শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদানন্দদায়িনী।
উৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥"

রামতাপনী, উত্তরভাগ, ৩য় খণ্ড।

উপনিষৎ স্পষ্টই বলিয়াছেন, বিন্দু সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতিশক্তি; সেই বিন্দু শব্দব্রহ্মরূপ নাদ আশ্রিত শক্তি। তাই বিন্দুকে আমরা নাদের মধ্যবর্ত্তী দেখিতে পাই *। সকল কথাই সমানার্থক, কেবল শাস্ত্রভেদে বিভিন্ন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র।

কি পরমাণু, কি তন্মাত্রা, কি বিন্দু—এই তিনটি শব্দই এক অর্থে

* সারদাতিলক নামক তন্ত্রগ্রন্থেও আছে :—
"আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ।"

ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনই নিত্য সূক্ষ্ম শক্তিব্যঞ্জক। নৈয়ায়িকেরা পরমাণুর দ্বিবিধ শক্তি প্রদর্শন করেন। ইউরোপীয় জড়-বিজ্ঞানে যাহা বস্তুর Repulsion এবং Attraction, তাহা পরমাণুর বিয়োগ এবং সংযোগ-শক্তি। এক শক্তিতে পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত মিলিত হয়, অন্যশক্তি-প্রভাবে বিয়োজিত বা বিভিন্ন হইয়া যায়। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকও সেই কথাই বলিয়াছেন :—"The attractions and repulsions exerted between the molecules of bodies are forces."—Ganot's Natural Philosophy, P. 16. এই শক্তিদ্বয়ের কারণ—শৈত্য এবং তাপ; শৈত্য-প্রভাবে সংযোজিত এবং তাপের আবির্ভাবে বিয়োজিত হয়। শৈত্য তাপেরই স্বল্পতা বা প্রশমন মাত্র; শৈত্য হইতে তাপের আবির্ভাব; তাপ হইতে শৈত্যের সম্ভব। শৈত্যের আত্যন্তিকতায় তাপ; কারণ, শৈত্য যখন অত্যন্ত অধিক হয়, তখন তাহা তাপের কার্য্য করে। সমস্ত কথাই আধুনিক ইউরোপীয় জড়-বিজ্ঞানে সত্য, সূক্ষ্ম পরমাণু-জগতেও তাহা সত্য। নৈয়ায়িকেরা সেই জন্য বলিলেন, পরমাণু যখন আর কিছুই নহে, কেবল বস্তুর অতি সূক্ষ্মাবস্থা মাত্র, তখন সেই সূক্ষ্মাবস্থায় বস্তুর ধর্ম্ম কখন পরিবর্জ্জিত হইতে পারে না; সুতরাং স্থূল জগতে বস্তু সকল যেরূপ সংযোজিত এবং বিয়োজিত হইয়া বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করিতেছে, সূক্ষ্ম শক্তি-জগতেও তাহা ঘটিয়াছে। জগতের বিভিন্ন পদার্থ পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ-শক্তি প্রভাবে সমুদ্ভূত। যে সংযোগ-বিয়োগ পরমাণুর শৈত্য ও তাপ হইতে ঘটিতেছে, সেই তাপ ও শৈত্য পরমাণু-নিহিত। এই তাপ সৃষ্টি-অগ্নি এবং সেই অগ্নিরই স্বল্পতা ও প্রশমনই শৈত্য; সেই শৈত্য-বশতই সৃষ্টি অনুস্যূত। শৈত্য না ঘটিলে সংযোগ

সম্ভাবিত নহে। যাহা নৈয়ায়িকের সংযোগ-বিয়োগ অগ্নি ও শৈত্য, তাহাই পৌরাণিকের অগ্নি, সবিতা, আদিত্য-দেবতা এবং সোম। এ জগৎ অগ্নি ও সোম হইতেই উৎপন্ন *। শৈত্য হইতে পরমাণুর সংযোগ বা রাগ, এবং তাপ হইতে বিয়োগ বা বিরাগ। এই রাগই প্রেম এবং বিরাগই দ্বেষ †। জগতের সৃষ্টির কারণ প্রেম ও দ্বেষ। ভগবান্ প্রেমময় সৃষ্টিকর্তা এবং শিবময় প্রলয়কর্তা। পরমাণুর আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেই সৃষ্টি-ব্যাপার চলিতেছে; সুতরাং সৃষ্টি-ব্যাপার কেবল পরিবর্তনময় বৃহৎকাণ্ড। সৃষ্টি-ব্যাপারের এই পৌরাণিক ব্যাখ্যা। এই সৃষ্টি ব্যাপারের একমাত্র লিঙ্গ ওঁ; এই প্রণবেই সৃষ্টিব্যাপারের সমস্ত প্রহেলিকা নিহিত। প্রণবই ভগবানের নাম। নাম ও রূপ উভয়ই লিঙ্গ মাত্র।

সাংখ্যেরা বিভিন্ন ভাষায় সেই একই কথা বলিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা যে স্থলে আনুমানিক নিত্য পরমাণু স্বীকার করিয়াছেন,

---

* "সর্বং তূষ্ণাত্মকং কিঞ্চিত্তেজোহ্যগ্ন্যভিধং বিদুঃ।
শীতাত্মকন্তু সোমাখ্য-মাভ্যামেব কৃতং জগৎ॥"

বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন, "উষ্ণাত্মক তেজ (Heat) অর্ক বা অগ্নি এবং শীতাত্মক তেজ সোম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই অগ্নি ও সোম দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।"

গ্রীকদর্শনে হেরাক্লাইটস (Heraclitus) এই বিশ্ব-অগ্নির মত এবং Thales সোমতত্ত্ব (Water) প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রাচীন গ্রীসে যত প্রকার দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল, ভারতবর্ষই তৎসমুদায়ের উৎপত্তি-স্থান।

† গ্রীকদর্শনেও এই প্রেম ও দ্বেষ দৃষ্ট হয়। Empidocles এই প্রেম (Love) এবং দ্বেষ (Hatred)-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সাংখ্যেরা সেস্থলে প্রকৃতিকে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন *। কি পরমাণু, কি ত্রিগুণাত্মিকা তন্মাত্রা—উভয়ই অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান, উভয়ই জগৎসৃষ্টিকারিণী শক্তি। তবে সাংখ্যেরা সৃষ্টিব্যাপারে কিছু অধিক দূর গিয়াছেন; তাঁহারা কি প্রকারে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার প্রকরণ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাই তাঁহাদের মতকে পরিণাম-বাদ বলা হইয়াছে। তাঁহারা সেই প্রকরণ দেখাইতে গিয়া মূল প্রকৃতি কেমন বিভিন্ন আকারে আকারিত হইয়াছেন, কিরূপে সূক্ষ্ম পরিণাম হইতে স্থূল অবয়বে আসিয়াছেন, তাহার সমুদায় তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। ড্রেপার যাহাকে Pre-existing forms বলিয়াছেন, তাহাই সৃষ্টিব্যাপারে বেদান্তের "নামরূপ' এবং সাংখ্যে অবিশেষাখ্য বিভিন্ন "পরিণাম"। আরম্ভবাদ যেমন বলিয়াছেন এই জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহা বিদ্যমান ছিল না, পরিণামবাদও তেমনি বলেন, এক পরিণাম উৎপন্ন হইলে তাহার পূর্ব্ব-পরিণাম আর বিদ্যমান নাই। সেই উৎপন্ন পরিণাম এক নূতন পদার্থ হইল। বৈশেষিকেরা যেমন অগ্নি ও শৈত্যকে সৃষ্টি-ব্যাপারের কারণ-স্বরূপ বলিয়াছেন, সাংখ্যেরাও তদ্রূপ এক সত্ত্ব পদার্থের উপর রজঃ ও তমকে আনিয়াছেন। বেদান্তের রজই শক্তি (Energy); তমঃ,—শক্তির ঘনীভূত অবস্থা (Inertia)। বেদান্তে যে জগৎ ঘনীভূত শক্তি, তাহা সাংখ্যমতে সত্ত্বের তমোগুণান্বিত অবস্থা। স্থূলজগৎ তমঃ হইতে উৎপন্ন। বশিষ্ঠাদেবের সোম যাহা, সাংখ্যের তমঃ তাহা। রজঃকে ভগবান্ যাস্ক কাম বা রাগ (Attraction)

* ঋগ্বেদসংহিতার ২।১।১৬৪ মন্ত্রের সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য দেখিলে প্রতীত হয়, উক্ত মন্ত্রই সাংখ্য মতের বীজ।—আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ, উপ, ৭৯ পৃ।

এবং তমঃকে দ্বেষ বা বিরাগ (Repulsion) বলিয়াছেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার কোন মন্ত্র ব্যাখ্যা কালে তিনি বলিয়াছেন :—

"মহানাত্মা ত্রিবিধো ভবতি সত্ত্বং রজস্তম ইতি। সত্ত্বং তু মধ্যে বিশুদ্ধং তিষ্ঠত্যভিতো রজস্তমসী। রজঃ ইতি কামো দ্বেষস্তম ইতি।"—নিরুক্তপরিশিষ্ট।

"অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা যখন জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময় হয়েন। বিশুদ্ধ সত্ত্ব মধ্যে এবং উভয় পার্শ্বে রজঃ ও তমঃ; জগদাকারে বিবর্ত্তিত পরমাত্মার স্বরূপ এই। রজই কাম (রাগ) এবং তমই দ্বেষ (বিরাগ)।" সাংখ্যও বলিয়াছেন —"রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত সাংখ্যযোগ-কথন-কালে ভগবদুক্তিতে এই কথাই বলিতেছেন :—

"পূর্ব্বে প্রলয়কালে এই দৃশ্য সমুদায় পদার্থ বিকল্পশূন্য এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। * * সেই একমাত্র, অদ্বিতীয়, সত্যরূপ ব্রহ্ম, বাক্য ও মনের অগোচর-ভাবে—মায়া ও প্রকাশ, এই দ্বিবিধ রূপ হন। তাহার একতর উভয়াত্মিকা প্রকৃতি, অন্যতর একপদার্থ—জ্ঞান; তাহাকে পুরুষ বলা যায়। আমি ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে আমার অবস্থা দ্বারা প্রকৃতির তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিবিধ গুণ অভিব্যক্ত হইল। সেই গুণত্রয় হইতে ক্রিয়াশক্তি জন্মিল, তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তি-সংযুক্ত জ্ঞানশক্তি; জ্ঞানশক্তি বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে অহঙ্কার জন্মিল; সেই অহঙ্কারই ভ্রম-উৎপাদন করে। অহঙ্কার তিন প্রকার—বৈকারিক, তৈজস ও তামস। * *। তন্মাত্র সকলের কারণীভূত তামস অহঙ্কার হইতে মহাভূতরূপ পদার্থ উৎপন্ন হইল। তৈজস হইতে ইন্দ্রিয় সকল এবং বৈকৃত হইতে দিক, বাত, অর্ক, প্রচেতস্‌, অশ্বিন্‌, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ক এবং চন্দ্র এই একাদশ দেবতা জন্মিলেন।"—১১ স্কঃ ২৪ অঃ।

এই দেবতা সমস্ত কিরূপে সৃষ্ট হইলেন, তাহা আমরা একে একে প্রস্তাবান্তরে পরে বলিব। যে অহঙ্কার আকারিত হইয়া নানা ব্যক্তির উৎপাদন করিতেছে, তাহা যে তমোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, ভাগবতে তাহাও কথিত হইয়াছে।

"মহত্তত্ত্ব রজঃ ও সত্ত্বগুণ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক তমোগুণময় আর এক তত্ত্ব উদ্ভূত হয়; তাহাকে অহঙ্কার-তত্ত্ব বলে।"—২ স্কন্ধ, ৫ অধ্যায়।

সৎকার্য্যবাদ।

যে বুদ্ধিতে ন্যায়দর্শনের সৃষ্টিবাদ সম্ভাবিত ও সিদ্ধ, সে বুদ্ধিতে সাংখ্যের সৃষ্টিবাদ প্রতিপন্ন নহে। সাংখ্যকার বলিলেন, রূপ-নাম-বিশিষ্ট স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহা সূক্ষ্মভাবে ছিল। অব্যক্ত লীনাবস্থাই ব্যক্ত স্থূল জগৎ-রূপে পরিদৃশ্যমান হইয়াছে। ঘটোৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে ঘট বিদ্যমান না থাকিলেও তাহা মৃত্তিকারূপে ছিল। প্রকৃতিশক্তি অব্যক্ত অবস্থায় আকার প্রকার গড়িয়া প্রতি স্থূল ব্যক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং যে জগৎকে অসৎ বলিয়া জানিতেছ, তাহা পূর্ব্বে অব্যক্তরূপে সৎ এবং পরেও ব্যক্তরূপে সৎ। সাংখ্যমতে এই অব্যক্ত প্রকৃতি অষ্টবিধ এবং ব্যক্ত বিকৃতি ষোড়শ প্রকার। * এই ব্যক্ত জগৎ ক্রমশই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম প্রকৃতিতে আরোহণ করিয়াছে, অথবা সূক্ষ্মতম হইতে সূক্ষ্মতরের সৃষ্টি, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মের সৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের পরিণাম। সুতরাং প্রতি প্রকৃতিই তৎ-উর্দ্ধতনের বিকৃতি ও কার্য্য;—মূল প্রকৃতির বিকৃতি মহত্তত্ত্ব বা মহৎ বুদ্ধিতত্ত্ব; মহত্তত্ত্ব আবার অহংকারের প্রকৃতি, অহংকার আবার তন্মাত্র-পঞ্চকের প্রকৃতি এবং পঞ্চ তন্মাত্র এই

---

* এই অষ্টপ্রকৃতি—প্রধান, মহান্, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র। ইহারা অন্য বিকৃতির সৃষ্টি করে। ষোড়শবিকার স্থূল পঞ্চভূত এবং দশ ইন্দ্রিয় ও মন। ইহাদের আর পরিণাম নাই।

স্থূল ভূত সমুদায়ের প্রকৃতি। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ ব্যক্তি-সমূহ অবিশেষ বা সূক্ষ্ম-প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত।

বিশেষ হইতে অবিশেষে উঠা ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও কার্য্য। Herbert Spencer বলিয়াছেন :—

Knowledge of the lowest kind is ununified knowledge.
Science is partially unfied knowledge.
Philosophy is completely unified knowledge.

First Principles, Part II, chap I.

বিশেষ জ্ঞান হইতে সামান্য জ্ঞানে আরোহণ করাই তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক যেমন Knowable হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া সামান্য বা অবিশেষ Unknowable তত্ত্ব পর্য্যন্ত গিয়া কেবল প্রধান বা মূল প্রকৃতিতে আসিয়া থামিয়াছেন, সাংখ্যকার তাহা করেন নাই, তিনি সেই মূল প্রকৃতিরও ঊর্দ্ধতন দেশে উঠিয়া পুরুষ-তত্ত্বে পৌঁছিয়া পুরুষার্থ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি সেই Unknowable হইতেও অন্যবিধ Unknowable তত্ত্বে আসিয়াছেন। এই Unknowable তত্ত্বের পরপারে যে Knowable রহিয়াছে, তাহা আত্ম-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ জ্ঞান; তাহা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান নহে; তাহা অন্যবিধ জ্ঞানে উপলব্ধ। সাংখ্যকার যে অনুমান-দ্বারা প্রকৃতিতত্ত্বে আরোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

জীবজগতে আমরা যে চিৎ অচিৎ উভয়ই দেখিতে পাই, সেই জীব-জগৎ কোন্ সামান্য প্রকৃতির পরিণাম? সাংখ্যকার বলেন, সেই জীব-জগৎ যে সামান্য প্রকৃতির পরিণাম, তাহাই অবিশেষ অহঙ্কার-তত্ত্ব। এই অবিশেষ বা Universal অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতেই সমস্ত জগৎ সমুদ্ভূত। এই অহঙ্কারই পঞ্চতন্মাত্র ও স্থূল প্রাণিজগতের

প্রকৃতিশক্তি। মৃত্তিকা বলিলে যেমন একখণ্ড মৃত্তিকা বুঝায় না, সমস্ত বিশ্বব্যাপী পৃথিবী বুঝায়; তেমনি অহঙ্কারতত্ত্ব বলিলে কোন বিশেষ জীবগত অহঙ্কার বুঝায় না, সমস্ত জীব-বিশ্ব-ব্যাপী (universal) সামান্য অহঙ্কারকে বুঝায়। এই অহঙ্কারই জাতি, * জীব তাহার বিশেষ পরিণাম-মাত্র। তাই সাংখ্যকার বলিয়াছেন, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় (অন্তঃকরণ এবং বাহ্য-ইন্দ্রিয়) এবং কার্য্যভূত পঞ্চ তন্মাত্র দ্বারা কারণভূত অহঙ্কারের অনুমান হয় :—

"বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্য।"

সাংখ্যসূত্র—১অ—৬২।

এই অহঙ্কার আবার আরও এক সামান্য তত্ত্বের পরিণাম অনুমান দ্বারা অহঙ্কারের কারণরূপ মহত্তত্ত্বাখ্য বুদ্ধির জ্ঞান হয়। এই অহঙ্কারের অহংজ্ঞান আছে, কিন্তু তৎকারণে এই অহংজ্ঞান সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান বা অদৃশ্য। যাহাতে এই অহংজ্ঞান অদৃশ্য তাহাই অবিশেষ বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহান্। এই বুদ্ধিতত্ত্বে যখন বিশেষ অহংজ্ঞান সমুদ্ভূত হইল, তখনই তাহা বুদ্ধিতত্ত্বের পরিণাম। সুতরাং অহঙ্কারতত্ত্ব যে সামান্য বা অবিশেষ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত, তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব ও মহান্। সাংখ্যকার তাই তৎপরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন :

"তেনান্তঃকরণস্য।"

এই সমষ্টিরূপা বুদ্ধিই সৃষ্টির কারণ। বিজ্ঞানাচার্য্য বলেন, যেমন মহাপৃথিবী এই স্থাবর জঙ্গমাদির উপাদান, কেবল একখণ্ড মৃত্তিকা কারণ নহে সেইরূপ সমষ্টি বুদ্ধিভিন্ন পৃথক্‌ভূত বুদ্ধি-সৃষ্টির

* ন্যায়মতে—"জাতি শব্দের অর্থ সামান্য অর্থাৎ একরূপতা। এ কথা পরে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে আলোচিত হইবে।

কারণ হইতে পারে না। এই বুদ্ধিই Universal Intelligence বা অবিশেষ কার্য্যকারণভূত বিরাট্ চেতনা।

যে ন্যায়ে পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার এবং বুদ্ধিতত্ত্বরূপ সপ্ত অবিশেষ (সূক্ষ্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে) প্রকৃতির অনুমান হইয়াছে, সেই ন্যায়ে মূল প্রকৃতিরও অনুমান সিদ্ধ হয়। বুদ্ধিতত্ত্ব যে গুণশালিনী, সেই গুণ কোথা হইতে আসিল, তাহা অবশ্য অন্যতত্ত্বের পরিণাম, তাই সাংখ্যকার বলিলেন ঃ—

"ততঃ প্রকৃতেঃ।"

সাংখ্যকারের অনুমান এই খানে আসিয়া স্থির হইল; নহিলে অনবস্থা-দোষ ঘটে। এইগুণসাম্যা বা নির্গুণা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার। অহঙ্কারের কার্য্য দ্বিবিধ—পঞ্চ তন্মাত্র এবং উভয়বিধ ইন্দ্রিয়। নির্গুণা প্রকৃতি নির্গুণ অপরিণামী পুরুষের সহিত একীভূতা। অপরিণামীর উপর আর পরিণাম নাই।

প্রকৃতি-পুরুষ কিরূপ সংলিপ্ত? যেমন পঙ্গু ও অন্ধ। পঙ্গু ও অন্ধ—ইহারা পরস্পরের সাহায্যের নিমিত্ত যুক্ত হয়। সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতি—এই উভয়ের সংযোগে সৃষ্টি অনুস্যূত। এই সৃষ্টির কারণ প্রকৃতি-সংযুক্ত-পুরুষ—পুরাণের রাধা-কৃষ্ণ। যে স্থলে রাধা-কৃষ্ণ মিলিত, সেই স্থলে সংসার-রূপ কদম্ব-বৃক্ষ সমুত্থিত, এবং যমুনা-রূপ প্রবৃত্তি-স্রোত প্রবাহিত। পুরুষ-সংযোগেই প্রকৃতি কর্তৃত্ব-সমন্বিতা। এই কর্তৃত্বাভিমানিনী প্রকৃতিই রাইরাজা। যখন পুরুষ সৃষ্টি-প্রবৃত্ত, তখন প্রকৃতিই প্রধানা—রাধার মান, প্রধানা প্রকৃতিই রাই রাজা। যখন রাধার মান, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদতলে। কারণ, দেহতত্ত্বে বিষ্ণুর স্থানই পাদদেশ। যেখানে রাই রাজা, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রক্ষক ও প্রহরী। শ্রীকৃষ্ণ রক্ষক

বলিয়াই রাই রাজা। অপরিণামী পুরুষের সাহায্যে, পরিণামশালিনী প্রকৃতি সৃষ্টি-ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন। রাধাকৃষ্ণ দ্বৈতজ্ঞানীর নিকট বিভিন্নাঙ্গ, নহিলে তাঁহারা একাঙ্গেই যুক্ত হইয়া আছেন। *

হার্বার্ট স্পেন্সার যেমন তাঁহার দার্শনিক পর্য্যালোচনায় The knowable এবং The unknowable কে পৃথক্ করিয়া দেখিয়া দর্শন-তত্ত্বের সারোদ্ধার করিয়াছেন, সাংখ্যযোগীও তেমনি সৃষ্টির তত্ত্ব-বিচারে সেই অপরিণামী পুরুষ এবং পরিণামশালিনী প্রকৃতিকে পৃথক্ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই পর্য্যালোচন-মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষের সংমিলন-জ্ঞান বরাবরই রক্ষিত হইয়াছে। তাই দেখা যায়, সমুদায় পরিণাম-তত্ত্বই চিদচিৎ মিশ্রিত। বুদ্ধি ও অহঙ্কার-তত্ত্বে চিৎই প্রধান থাকিলে তাহা অচিৎ বিনির্মুক্ত নহে ; তবে প্রধানা প্রকৃতিতে অচিৎ যেমন আনুমানিক সূক্ষ্মতত্ত্ব, সেই প্রধানের পরিণাম বা কার্য্যেও—অপর সপ্তবিধ আনুমানিক প্রকৃতিতত্ত্বে—বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্রে—সেই অচিৎ সমান অনুমান-মূলক। সেই অচিৎ-রূপেই তাহারা পরিণামী। পরিণামী কি ?—আবির্ভাব এবং তিরোভাবাত্মক। আবির্ভাব এবং তিরো-ভাব কি ? না ক্রিয়া-হেতু গতি-বিশিষ্ট, যাহা নিয়ত গতি-বিশিষ্ট ; তাহাই পরিণামী, তাহাই আবির্ভাব ও তিরোভাবাত্মক, তাহাই নিজ

* ভক্তি-বিদ্যার এই রূপকের অর্থ অন্যবিধ। ভক্তি-বিদ্যায় শ্রীকৃষ্ণ বহু শাখাযুক্ত বেদজ্ঞান-রূপ সুরদ্রুম-তলাশ্রিত। ভক্তির নানাবিধ উপাসনার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত যমুনা-স্রোত। সাধন-ভক্তি-রূপিণী রাধাই রাজা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রক্ষক—ইত্যাদি।

নিজ কারণ হইতে উদ্ভূত হইতেছে, আবার নিজ কারণেই লীন হইতেছে।

সাংখ্যযোগীর যতদিন চিদচিৎ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, ততদিন তিনি পুরুষপ্রকৃতি-মিশ্রিত তত্ত্বজ্ঞানে প্রকৃতিকেই প্রধানরূপে দেখিতে পান ; ততদিন তাহার Knowable এবং Unknowable বিলক্ষণ অনুভব হইতে থাকে। ততদিন তিনি পুরুষকে কেবল "নেতি" "নেতি" * বাক্যে অভিহিত করিতে থাকেন। কিন্তু যখন পুরুষ ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় না, তখন তাঁহার বিবেকোদয় হইয়া আত্মদর্শন ঘটে। তখন তিনি কেবল অপরিণামী পুরুষকেই দেখিতে পান। এই পুরুষ অপরিণামী ; এই হেতু নির্গুণ ও উদাসীন। নির্গুণ ও উদাসীন কেন? যেহেতু তিনি সমস্ত সগুণ ও সক্রিয় পরিণামতত্ত্বের প্রাণস্বরূপ বিদ্যমান আছেন ; তাঁহার নিজের কোন কার্য্যাকার্য্য নাই, অথচ তিনি প্রাণরূপে বিদ্যমান থাকাতেই প্রকৃতির সমস্ত কার্য্য ও পরিণাম ঘটিতেছে।—প্রকৃতির সমস্ত পরিণাম ও কার্য্যমধ্যে তিনি একভাবেই নিত্যকাল বিদ্যমান। প্রত্যক্ষজ্ঞানে এই সাক্ষাৎ পুরুষার্থ লাভ করিলে মুক্তি হয়।

সাংখ্যমতে এইরূপ পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক দ্বারা মুক্তি সাধনের উপদেশ আছে। বিজ্ঞানভিক্ষু তাহার সহিত অদ্বৈত শ্রুতির এইরূপ বিরোধ-ভঞ্জন করিতেছেন :—

যাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে অবিভাগরূপে ঈশ্বর-চৈতন্যই

* বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন—"নেতি," "নেতি"—শ্রুতি বিবেকপর, নিষেধপর নহে, কোন বস্তু নাই—এরূপ অর্থ নহে, তদ্দ্বারা আত্মা হইতে অনাত্মা-প্রপঞ্চের অসারত্ব পরিজ্ঞান হয়।

একমাত্র তত্ত্ব। আর যাহারা নিরীশ্বরবাদী, তাহারা বলেন, ত্রিবেণীর ন্যায় পরস্পর অবভিক্তরূপে এক কূটস্থ পুরুষে সকল তত্ত্বে অবস্থিতি করেন। আদিত্য-মণ্ডলে যেমন তেজোরাশি থাকে, সেইরূপ প্রকৃতিরূপা সূক্ষ্মাবস্থার সহিত মহত্তত্ত্বাদি অবিভাগরূপে আত্মাতে বর্ত্তমান আছে, এই নিমিত্ত আত্মাই একমাত্র তত্ত্বরূপে কথিত হইয়াছেন; অতএব সাংখ্যমতের সহিত অদ্বৈত শ্রুতির কোন বিরোধ নাই।" *

তবেই দেখা যাইতেছে, সাংখ্যকার স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম তত্ত্বে উঠিয়াছেন; অথবা এই স্থূল জগৎ অতি সূক্ষ্মতম পদার্থের ক্রম-বিকাশ মাত্র। যাহা স্থূল, তাহা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান। একই সৎ পদার্থ কখন সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান, কখন স্থূলভাবে বিদ্যমান। বৈশেষিক দর্শনেও আছে—"সচ্চাসৎ।" এক বস্তুই অবস্থাভেদে সৎ ও অসৎ উভয়রূপেই ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং, সাংখ্যমতে যেমন কারণ সৎ, তেমনি কার্য্যও সৎ। এ জন্য মাধবাচার্য্য তাহাকে সৎ-কার্য্যবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাংখ্যের "পরিণামবাদের" অপর নাম এজন্য "সৎ-কার্য্যবাদ" হইয়াছে। এই সৎকার্য্যবাদ বুঝিতে হইলে যে তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা, তাহা নৈয়ায়িকের সামান্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট অধিকারীর পক্ষে ব্যবস্থিত নহে। সাংখ্যের অধিকারী কে? যিনি স্থূল মধ্যে সূক্ষ্মকে ভাবিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম মধ্যেও সূক্ষ্মতমকে দেখিতে পান, সেই সূক্ষ্মদর্শী জনগণই সাংখ্য-সৃষ্টিবাদের অধিকারী। নৈয়ায়িকের অধিকারী বহির্ম্মুখ স্থূলদর্শী দ্বৈতবাদী, সাংখ্যের অধিকারী অন্তর্ম্মুখ সূক্ষ্মদর্শী দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।

---

* সাংখ্য সূত্রের ১ অ, ৬১ শ্লোকের সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্য দেখ।

বিবর্ত্ত-বাদ।

পরমতত্ত্ব পরমাত্মন্ যখন স্বীয় মহিমায় সৃষ্টির বিরাট্-রূপধারণ করেন, তখন তিনি কার্য্যকারণাত্মক মহাশক্তিরূপে পরিণত হয়েন। তাহাই মহত্তত্ত্বের মহাকারণার্ণব—কার্য্যকারণের অনন্ত শয্যায়—মহাবিষ্ণু শায়িত। এই বিশ্ব সেই মহাকার্য্যকারণাত্মক বৃহৎ অর্ণব হইতে উৎপন্ন। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে দেখিতে পাই, পরব্রহ্ম সেই বৃহৎ কারণার্ণব হইতেও বৃহত্তর, তিনি এই কারণার্ণবেরও অতীত। এই কারণার্ণবে প্রকৃতি-পুরুষ অনন্ত আকাশে প্রকটিত সূক্ষ্মশক্তিময় বিরাট্। সাংখ্যের গুণত্রয় হইতে সর্ব্ব জীব ও ভৌতিক পদার্থ সমুদয় সৃষ্ট হইলেও জড়া প্রকৃতি বা উপাদান (Patient) স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না, করিলে বিশ্ব-পরিণাম অনিয়মিত এবং বিশৃঙ্খল হয়; সেই প্রকৃতির নিয়ামক পুরুষই প্রধান কর্ত্তা (Agent)। প্রকৃতি-রূপে তিনি কর্ত্তৃত্ব ও স্বতন্ত্র। ন্যায়-মতেও পরমাণু-পুঞ্জ সৃষ্টিকার্য্যের উপাদান কারণ; নিমিত্ত-কারণ—ভগবান্, ঈশ্বর বা কার্য্যকারণাত্মক অদৃষ্ট। এই কারণার্ণব দ্বিবিধ কারণবারিতে পরিপূর্ণ—এক কারণ উপাদান, দ্বিতীয় কারণ নিমিত্ত। ভগবান্ একদা এই দ্বিবিধ কারণ রূপে যেমন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই বিবর্ত্তবাদ-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বেদান্তের নিকট চিদচিতের বিভিন্নতা মিথ্যা-দৃষ্টি বা মায়িক অথবা ব্যাবহারিক জ্ঞান মাত্র। যিনি প্রকৃতরূপে বেদান্তের অধিকারী, তাহার নিকট অচিৎ কিছুই নাই, সকলই চিদ্‌ব্রহ্ম। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সেই চিদ্‌ব্রহ্মের রূপ বা বিবর্ত্ত মাত্র।

সৎকারণ-বাদ।

কি প্রকারে এই চিদ্‌ব্রহ্ম এই রূপ ধারণ করিলেন, কি প্রকারে তিনি এই রূপে পরিদৃশ্যমান হইলেন, তাহাই বেদান্তের সৃষ্টি-প্রকরণ। আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে যাহা চিদচিৎ বলিয়া প্রতীত, তাহা যদি এক মাত্র চিৎ না হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে বলিতে পারি, এ বিশ্ব চিদ্‌ব্রহ্মের রূপ? যাহা আমাদের স্থূলজ্ঞানে অচিদ্‌রূপে প্রতীয়মান, তাহা কি বাস্তবিক অচিৎ? অচিৎ বলিয়া কি কোন বস্তু আছে? অচিৎ বলিয়া কোন বস্তু আছে কি না, এ কথা মীমাংসা করিতে হইলে প্রকৃত বস্তুজ্ঞান আবশ্যক। যদি চিৎই প্রকৃত বস্তু হয়, তবে অচিৎ বস্তু নহে। যদি অচিৎ বস্তু হয়, তবে চিৎ বস্তু নহে। চিৎ এবং অচিৎ এই বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত উভয়ই যদি প্রকৃত স্বতন্ত্র বস্তু হয়, তবে এই একই শৃঙ্খলাপূর্ণ বিশ্বের সামঞ্জস্য সাধিত হইল কি প্রকারে? উভয় বস্তুর যে বিরোধ উপস্থিত হইবে। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, প্রকৃত বস্তু একমাত্র, সেই একের রূপান্তর অন্যতর। যাহাদের রূপজ্ঞানের ইন্দ্রিয় আছে, তাহারাই স্বতন্ত্র ভাবিয়াছে। নহিলে বাস্তবিক স্বতন্ত্র সম্ভাবিত নহে। প্রকৃত বস্তু কি, তাহা কেবল ব্রহ্মেরই বিদিত এবং যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়াছেন, তিনিই জানিতে পারেন, অন্যে নহে।

চিৎই যদি বস্তু হইল, তবে ন্যায়-বৈশেষিক এবং সাংখ্যকার অচিৎ উপদেশ করিয়াছেন কেন? সৃষ্টি-প্রকরণ বুঝাইবার জন্য তাঁহারা অচিতের উপদেশ করিয়াছেন। নহিলে তাঁহারাও একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়াছেন। তাই বেদান্ত-সূত্রে আছে :—

"কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ।"—"সৃষ্টি-বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ থাকিলেও স্রষ্টা বিষয়ে বিভিন্ন মত নাই।"—১।৪।১৪।

সকল আস্তিক দর্শনই বলিয়াছেন, ব্রহ্মই সৃষ্টির কারণ। সেই সৃষ্টির প্রকরণ বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্নরূপে বিবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সৃষ্টির কারণ-সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই, সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়াছেন। কোন দর্শনে তিনি আত্মা বা পুরুষরূপে উক্ত, কোন দর্শনে তিনি ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত, এবং অন্য দর্শনে তিনি ব্রহ্মরূপে পরিচিত। তাহার ভিন্ন ভিন্ন অভিধান হইলেও তিনি একই চিদ্‌ব্রহ্ম রূপে সর্ব্ব-বিদিত। বলিয়াছি ত, সৃষ্টি প্রপঞ্চ উপদেশ করা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্য, ব্রহ্মজ্ঞান দিবার জন্য সৃষ্টি-বর্ণনা। সুতরাং, কারণ এক হইলেও কার্য্যকে সকলেই সমানরূপে ব্যক্ত করেন নাই। তাহার হেতু এই, সেই কার্য্য, সকলের কাছে সমান রূপে অভিব্যক্ত নহে। যাহার দৃষ্টিতে সেই কার্য্য যেরূপ অভিব্যক্ত, তাহার কাছে তাহাকে তদ্রূপে বিবৃত করিয়া যখন মুক্তিপথে আনাই প্রকৃত উদ্দেশ্য, তখন সেই কার্য্যবাদ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। সেই কার্য্যবাদ আলোচনা দ্বারা যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, তবে বিভিন্ন কার্য্যবাদে ক্ষতি কি? এজন্য ন্যায়-বৈশেষিকের সৃষ্টিবাদ—অসৎ-কার্য্য, সাংখ্যের সৃষ্টিবাদ-সৎকার্য্যবাদ এবং বেদান্তীয় সৃষ্টিবাদ—সৎকারণবাদ মাত্র। "অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতেও" আছে :—

"আস্তিকনাস্তিকদ্বাদশদর্শনেষু বক্ষ্যমাণেষু ত্রিবিধপ্রস্থানভেদাতিরিক্ত প্রস্থান-ভেদস্যাপ্রসিদ্ধত্বাৎ।"

"আস্তিক নাস্তিক ভেদে দ্বাদশ প্রকার প্রস্থান-ভেদ থাকিলেও সকল দর্শনকেই এই ত্রিবিধ প্রস্থানে আনা যাইতে পারে। এই ত্রিবিধ প্রস্থান অতিরিক্ত অন্য প্রস্থান অপ্রসিদ্ধ।"

নাস্তিক দর্শন-সমূহও যে এই ত্রিবিধ প্রস্থানে আসিতে পারে, তাহা দেখাইবার এ স্থল নহে। তবে এই মাত্র বলা উচিত, যাহা

বেদবিরোধী তাহাই নাস্তিক দর্শন, আর যাহা শ্রুতির সমন্বয়-সঙ্গত, তাহাই আস্তিক দর্শন। যে বেদান্ত-মতে কার্য্য-কারণ অভেদ, সকলই এক ব্রহ্ম মাত্র, এক ব্রহ্মেরই রূপ, সেই বেদান্ত মতে সুতরাং কার্য্যকারণ অভেদ হওয়াতে আর কার্য্যবাদ থাকিতে পারে না; সকলই কারণবাদ; এজন্য অদ্বৈত বেদান্ত-দর্শনের মত সৎকারণবাদ বলিয়াই প্রথিত হইয়াছে। বিবর্ত্তবাদের অপর নামই সৎকারণবাদ। সর্ব্বশেষে এই সৎ কারণে উপনীত হওয়াই আস্তিক দর্শন-মাত্রের উদ্দেশ্য। তাই যদি হয়, যদি সর্ব্বশেষে পারমার্থিক জ্ঞানে প্রতীত হয়, কার্য্যকারণ কিছুই নাই, তাহা লৌকিক জ্ঞান মাত্র, সকলই এক-মেবাদ্বিতীয়ং, তবে যাহা যে প্রকার, তাহাকে সেই প্রকারে প্রসিদ্ধ করাই উচিত। কার্য্যই কারণাত্মক, কারণ কার্য্যাত্মক নহে; সুতরাং কারণই সৎ; যে হেতু, যে যাহার আত্মা তাহাই সৎ. বেদান্ত এই সৎকারণবাদ স্থাপন করিয়া অদ্বৈতমতের বিকাশ করিয়াছেন। কিরূপে, তাহা আমরা পর-প্রস্তাবে গ্রহণ করিব।

অভিন্ন নিমিত্তোপাদান-কারণ।

সাংখ্যে নিমিত্ত ও উপাদানের ভিন্নতা।

সাংখ্যকার ত্রিগুণান্বিত চিদচিৎ জগতের বহুরূপকে সামান্য বা জাতিপর (Unified) জ্ঞানে লইয়া যাওয়াতে, তাঁহার সেই জগতের বীজস্বরূপও সুতরাং ত্রিগুণান্বিত কারণরূপে দাঁড়াইয়াছে। সেই চিদচিৎ মিশ্রিত কারণ-বীজ অচেতন প্রকৃতি এবং সচেতন পুরুষ। প্রকৃতি উপাদান-কারণ এবং পুরুষ নিমিত্ত-কারণ। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিতেছেন :—

"প্রকৃতির কার্য্যসকলের প্রকাশের নিমিত্ত অবশ্যই পুরুষ স্বীকার করিতে হয়। যদি বল, প্রকৃতির যে গুণ হইতে কার্য্যোৎপন্ন হইতেছে, সে সকলগুণের কার্য্যরূপ অনেক বিকারের অনেক চৈতন্য কল্পনা করি, তাহা হইলে সেই সকল চৈতন্য তাহাদিগকে প্রকাশ করিবে ; তবে আর এক মাত্র পুরুষ স্বীকার করি কেন ? এ কথার উত্তর এই যে, অনন্ত চৈতন্য কল্পনাতে গৌরব আছে। অতএব, গৌরবদোষ পরিহারার্থ লাঘবতঃ একমাত্র পুরুষকে সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই সূত্রোক্ত * অনুমান দ্বারা পুরুষকে নিমিত্ত-কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুরুষ সকল পদার্থের নিমিত্ত-কারণ ; যেহেতু পুরুষার্থ অখিল বস্তুর আরম্ভক সংযোগের নিমিত্ত বলিয়া উক্ত আছে। বিষ্ণু-পুরাণে কথিত আছে—সৃষ্টিকার্য্যে এই পুরুষই সৃজ্যমান পদার্থ সকলের নিমিত্ত এবং প্রকৃতি উপাদান-কারণ। প্রলয়ে সেই গুণসাম্যা প্রকৃতি পুরুষেতে অধিষ্ঠিত থাকে এবং সৃষ্টিকালে তাহার সেই গুণসকলই সৃষ্টির কারণ হয়।"

---

* "সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য" ।—সাংখ্য দর্শন ১অ, ৬৬ সূত্র ।

এই ব্যাখ্যাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, প্রকৃতি অচেতন বশতঃ তাহার সমস্ত আরম্ভক সংযোগ পুরুষ হইতেই হইতেছে। প্রকৃতিতে গতি আছে সত্য, কিন্তু সেই গতির প্রথম আরম্ভ কোথায়? অচেতন প্রকৃতি কিছু প্রথম গতি দিতে পারে না; তজ্জন্য এক জন সচেতন পুরুষের আবশ্যকতা। যাহা অচেতন, তাহার সংকল্প ও প্রেরণা শক্তি নাই, সেই বুদ্ধিপূর্ব্বক সংকল্প ও প্রেরণাশক্তি কে দেয়? যে দেয়,—যে সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতিকে ক্রিয়াশীলা করে, তিনিই পুরুষ। এ জন্য বিজ্ঞানাচার্য্য বলিয়াছেন—পুরুষার্থ অখিল বস্তুর আরম্ভক সংযোগের নিমিত্ত বলিয়া উক্ত আছে। বিজ্ঞানাচার্য্য আরও বলিতেছেন, এই পুরুষ অনন্ত জাগতিক পদার্থে প্রকাশমান আছেন বলিয়া তাঁহার অনন্তরূপ, কিন্তু অনন্তপুরুষের কল্পনা গৌরবদোষাশ্রিত বলিয়া এক পুরুষেরই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সাংখ্যমতেও এই পুরুষ বহুরূপ ধারণ করিতে পারেন। এ কথার সঙ্গে বেদান্তের ঐক্য আছে; কারণ, বেদান্তে কথিত হইয়াছে:—

"পরমাত্মা এক প্রকার হন, বহু প্রকার হন।"—"স একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি।"

এই প্রকার নানা শ্রুতিবাক্য আছে, যাহাতে পরমাত্মার বহুভাবে অবস্থান কথিত হইয়াছে।

বেদান্তে নিমিত্তোপাদান।

কিন্তু সাংখ্য যে প্রকৃতিকে জড়া বলিয়াছেন, শঙ্কর বলেন, সে অংশে তাহার সহিত শ্রুতির সমন্বয় নাই। প্রকৃতি-শব্দ শ্রুতিতে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত। শ্বেতাশ্বতরে আছে:—

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥"

"প্রকৃতিই মায়া, মহেশ্বর মায়াময় পুরুষ। সেই মায়াবিশিষ্ট পরম পুরুষের মায়াময় অবয়ব দ্বারা অশেষ ভুবন ব্যাপ্ত রহিয়াছে।"

তবেই বেদান্তমতে এ জগৎ ব্রহ্মের অবয়ব মাত্র। সেই অবয়বই প্রকৃতি ও মায়া। সুতরাং এই ভূতময় উপাদানে ব্রহ্ম-শরীর গঠিত। বেদান্তদর্শনের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মই জগতের কারণ -"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

জগতের কারণ বলিলে, নিমিত্ত ও উপাদান ভেদে তিনি উভয়বিধ কারণ। তিনি যখন রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণ-প্রধান মায়াতে প্রতিবিম্বিত ও ব্যাকৃত হইয়া জগৎ প্রকাশ করেন, তখন তিনি জগতের নিমিত্ত-কারণ। তিনি আবার জগতের উপাদান-কারণও বটে। তিনি যে সৃষ্টির উপাদান-কারণ, তৎপক্ষে শ্রুতি-বাক্যের অভাব নাই। বেদান্ত কতিপয় শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মকে "অভিন্ন নিমিত্তো-পাদান কারণ"-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। বেদান্ত বলিয়াছেন:—

"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।"—১ অ, ৪ পা, ২৩।

"ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, তাহা বেদান্ত শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধিত হয়। তাহা অস্বীকার করিলে সেই প্রতিজ্ঞার বাধ এবং দৃষ্টান্তের হানি হয়।"

এই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত কি প্রকার, তৎপরে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১) "তুমি কি সে উপদেশ পাইয়াছ? জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যদ্দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয় অমতও মত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়?"

"হে মৈত্রেয়ি! আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত (মননের সহিত সমান বা সমফল) ও বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্তই জানা হয়।"

এই সকল প্রতিজ্ঞা-বাক্যে প্রতীত হইতেছে, এমন এক বস্তু আছে, যাহা জানিলে সমস্তই জানা হয় এবং সেই বস্তুই শ্রুতির উপদেশ্য বা প্রতিজ্ঞার বিষয়। এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়া কেবল উপাদান-জ্ঞানেই হইয়া থাকে। যেমন অট্টালিকার নিমিত্ত-কারণ শিল্পী, সেই শিল্পীকে জানিলে অট্টালিকা কি, তাহা জানা হয় না; কিন্তু যে যে উপাদানে অট্টালিকা নির্ম্মিত, তাহা জানিলেই অট্টালিকা কি, তাহা জানা যায়; তদ্রূপ বিশ্বের উপাদান কি, তাহা জানিলেই সর্ব্ব বিশ্ব জানা যায় এবং যখন ব্রহ্মকে জানিলেই সেই সর্ব্ববিশ্ব জানা হয়, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান-কারণ।

(২) শ্রুতির দৃষ্টান্ত-বাক্যেও এই উপাদান-কারণ সপ্রমাণ হইতেছে। শ্রুতি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন :—

"হে সৌম্য! মৃত্তিকা জানিলেই সমস্ত মৃণ্ময় (মৃত্তিকা নির্ম্মিত দ্রব্য বা ঘটাদি) জানা হয়; বিকার সকল নাম-মাত্র, নাম-সকল কেবল বাক্যস্পৃষ্ট, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য, নাম-সকল (ঘটাদি) মিথ্যা।"

মৃত্তিকা জানিলে যেমন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটাদি জানা যায়, তেমনি পরমাত্মাকে জানিলেই উপাধিগত ও মিথ্যা নামাশ্রিত সকল আত্মাই জানা যায়।

অভিপ্রায় এই যে, বিশেষ-জ্ঞান সামান্য-জ্ঞানের (জাতিজ্ঞানের) অন্তর্নিবিষ্ট, তজ্জন্য সামান্যের জ্ঞানে বিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যেক বেদান্তে উপাদান-কারণ-বোধক এই প্রকার প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

এস্থলে যতঃ শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি আছে, সুতরাং যাহা অপাদান

বা উপাদান তাহাই প্রকৃতি। এতদনুসারে যিনি জগৎকার্য্যের উপাদান তিনিই ব্রহ্ম।

(৩) শ্রুতিতে যে সৃষ্টিসংকল্পের উপদেশ আছে, তাহাও ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম কামনা করিলেন, সংকল্প করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব।"

"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়।"

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়।"

যখন তিনি কামনা বা সংকল্প করিয়াছেন, তখন তিনি নিমিত্ত-কারণ এবং যখন তিনিই বহু হইয়া জন্মিয়াছেন, তখন তিনি উপাদান-কারণ।

(৪) অন্য হেতু এই যে, শ্রুতি ব্রহ্মকেই উৎপত্তি-প্রলয়ের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়াছেন :—"এই সকল ভূত আকাশ (ব্রহ্ম) হইতেই উৎপন্ন হয়, আবার আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়।" *

'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশংপ্রত্যস্তং যন্তি।'

যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও যাহাতে অস্তগত হয়, সে তাহার উপাদান। যেমন ধান্যাদি উদ্ভিদের উপাদান—পৃথিবী।

(৫) ব্রহ্ম আপনি আপনাকে পরিণামিত করিয়াছেন, তাহার সাক্ষাৎ শ্রুতিবাক্য এই :—

"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।"—তৈত্তিরীয় শ্রুতি।

ব্রহ্ম আপনি আপনাকে করিলেন—বিশ্বাকারে উৎপাদন করিলেন।

---

* বেদান্তের মীমাংসা এই, ছান্দোগ্য-উপনিষদে যে সর্ব্বলোকগতি আকাশ-শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম।—১।১।২২।

এইরূপ সকল শ্রুতিবাক্য-দ্বারা প্রমাণিত হয়, ব্রহ্মই সৃষ্টি-কার্য্যের উপাদান-কারণ। তবে উপাদান-কারণ কাহাকে বলে? চরকসংহিতায় উপাদান-কারণের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

"কার্য্যযোনিস্তু সা যা বিক্রীয়মাণা কার্য্যত্বমাপদ্যতে।"

ভগবান্ আত্রেয় বলেন, যাহা বিকৃত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহা কার্য্যযোনি; যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণ, ঘট ও কুণ্ডলের কার্য্যযোনি। অতএব, যাহা সমবেত বা বিকৃত হইয়া কার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম উপাদান-কারণ।

কার্য্যরূপে যাহা পরিণত হইয়া এক নূতন দ্রব্যরূপে সমুদ্ভূত হইল, তাহা কি পূর্ব্বে ছিল না? প্রসিদ্ধ দার্শনিক হ্যামিণ্টন বলিতেছেন :—

"When we are aware of something which begins to be, we are, by the necessity of our intelligence, constrained to believe that it has a cause. But what does this expression, that it has a cause, signify? If we analyse our thought, we shall find, that it simply means, that as we cannot conceive any existence to commence, therefore, all that now is seen to arise under a new appearance, had previously an existence under a new form. * * * We are unable, on one hand, to conceive nothing becoming something and, on the other hand, something becoming nothing."

Hamilton's Lectures on Metaphysics.—vol. 11, p 377.

বেদান্তের শক্তিবাদ বৈজ্ঞানিক।

সাংখ্য জড়া প্রকৃতিকে সৃষ্টির উপাদান বলিতে চান। কিন্তু বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এক্ষণে আর জড়া প্রকৃতি স্বীকার করিতে চাহেন না। এ সম্বন্ধে "আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপে" এই এই উক্তি ধৃত হইয়াছে:—

"Matter consists not of solid particles but of mere mathe-

matical centres, from which proceed forces according to certain mathematical laws by virtue of which such forces become at certain small distances attractive, at certain other distances repulsive, and at greater distances attractive again."—A. Dictionary of Science by Rodwell.

"Matters are centres of force attracting and repelling each other in all directions."

বাহ্য-বিজ্ঞানের মহাপণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সরও প্রাকৃতিক জগতের বৈজ্ঞানিক পর্য্যালোচনা করিয়া কিরূপ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, দেখুন :—

"Matter and Motion, as we know them, are differently conditioned-manifestations of Force."—First principles, Page 169.

অন্যত্র :—

"Whence it becomes manifest that our experience of *Force* is, that out of which the idea of Matter is built. Matter as opposing our muscular energies, being immediately present to consciousness in terms of force; and its occupancy of space being known by an abstract of experiences originally given in terms of force, it follows that forces, standing in certain correlations, form the whole content of our idea of Matter."—Ibid, page 167.

জড় যে শক্তিরই বিকাশ, তাহা প্রথম উদ্ধৃত বাক্যে উক্ত হইয়াছে। যে যুক্তি-দ্বারা স্পেন্সার তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম দ্বিতীয় বাক্যে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা আপাততঃ স্থূলদৃষ্টিতে জড় পদার্থ বলিয়া প্রতীত, বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা শক্তিময় পদার্থ। এই স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ সেই শক্তিরই কার্য্যময় বিকাশ এবং যে কারণের বিকাশ সেই কার্য্য, তাহাই শক্তি।

সৃষ্টির উপাদান-কারণ জড় কিরূপে হইবে? উপাদান যখন কারণ, তখন উপাদানে এমত শক্তি আছে, যে শক্তি নিমিত্ত-কারণেরমত ক্রিয়াশীল। সাংখ্য-মতে যাহা অব্যক্ত প্রকৃতি, সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতি-সমুদায় ক্রিয়াশীল শক্তি-বিশিষ্ট। যাহা সূক্ষ্মশক্তিময় ও ক্রিয়াশীল, তাহাকে অচেতন বলা যায় না। মিল বলেন :—

"In most cases of causation, a distinction is commonly drawn between something which acts and some other thing which is acted upon, between an agent and a patient. Both of these, it would be universally allowed, are conditions of the phenomenon, but it would be thought absurd to call the latter the cause, the title being reserved for the former."

* * * *

The distinction between agent and patient is only verbal, patients are always agents."—Mill's Logic, vol. I, p 348.

শক্তি কি জড়? ইউরোপীয় বিজ্ঞানে শক্তি কিরূপে নির্ণীত হইয়াছে, দেখুন :—

"I therefore use the term Force, in reference to them, as meaning that active principle inseparable from matter which is supposed to induce its various changes."

Grove's Correlation of Physical Forces.

এই শক্তির দুই অবস্থা—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত।* মূর্ত্তাবস্থায় তাহা কার্য্য ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং অমূর্ত্তাবস্থায় তাহা সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়গম্য নহে। অমূর্ত্তাবস্থায় তাহা কারণরূপে ক্রিয়াশীল। তাই ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন :—

"কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।" —শারীরক ভাষ্য, ২।১।১৮।

* শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মের দুই রূপ—মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত। পরমার্থতঃ তিনি অরূপ, কিন্তু উপাধি-অনুসারে তাঁহার আরোপিত রূপ দ্বিবিধ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত।—শারীরক ভাষ্য—৩।২।২২।

চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-দ্বারা আমরা যাহা উপলব্ধি করিতেছি, সে সমুদায়ই শক্তির কায়া বা কার্য্যাবস্থা। শক্তি কার্য্যাবস্থায় মূর্ত্তিমতী হইয়াছেন, তাহার কারণাবস্থাই সাংখ্যের সূক্ষ্ম অষ্ট প্রকৃতি।

অষ্ট প্রকৃতিই অমূর্ত্ত কারণাত্মক শক্তিময় জগৎ। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সাংখ্যের এই অষ্টবিধ প্রকৃতি-রাজ্য সমুদায় অনুমানগম্য। তাই মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব শক্তিকে অনুমানগম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কারণাত্মক শক্তিময় অব্যক্ত যে একেবারে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করিয়াছে তাহা নহে, সকল পরিণামই ক্রমানুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে। শক্তির এই ক্রমপরিণামতত্ত্ব সাংখ্যকার অষ্টবিধ প্রকৃতি-তত্ত্বে বিবৃত করিয়াছেন। এই অষ্টবিধ প্রকৃতিতত্ত্বে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, কারণাত্মক শক্তি এক অবিশেষ বা সামান্য পরিণাম হইতে অন্য পরিণাম প্রাপ্ত হয়। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন :—

"ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব বা অবস্থা আছে। স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয়, ইহারা প্রকৃতির বিশেষ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) পর্ব্ব; পঞ্চ তন্মাত্র ও অন্তঃকরণ, ইহারা অবিশেষ; বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) লিঙ্গমাত্র পর্ব্ব এবং অব্যক্ত (মূল-প্রকৃতি বা প্রধান) গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা অলিঙ্গ পর্ব্ব। ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সকলই এক মূলশক্তির পরিচ্ছিন্ন ভাব। তবে সকল পরিচ্ছিন্ন ভাব সমভাবে পরিচ্ছিন্ন নহে, পরিচ্ছেদের তারতম্য আছে। শক্তির অনন্ত অবস্থা, পরিচ্ছেদ স্থূলতঃ অসংখ্য।"

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে আছে—সেই অমৃতাত্মা চতুষ্পাদ; তিনি একপাদ-দ্বারা সংসারে যাতায়াত করিতেছেন। এই চতুর্থ পাদই মায়াময় পরিবর্ত্তনশীল জগৎ। জগৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, স্থূল হইতে আবার সূক্ষ্মে যাইতেছে। তাই নিরুক্তকার

ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন :—সেই অনন্ত ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ রূপে অবস্থিত। সত্ত্ব মধ্যে রজঃ ও তমঃ-প্রভাবে এই জগতের আবির্ভাব। এক সৎ, সত্ত্বরূপে যখন সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীল, তখনই তাহাকে রজঃ-গুণান্বিত বলা যায়। যখন সেই সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীলত্ব ঘন স্থূলাবস্থায় অবস্থিত, তখন তাহা তমোগুণান্বিত। রজঃ-প্রভাবে সত্ত্ব এই স্থূলজগতে পরিদৃশ্যমান হইতেছেন, আবার স্থূল জগৎ সূক্ষ্মসত্ত্বে লীন হইতেছেন। সুতরাং রজই সত্ত্বের সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীল অবস্থা। সেই রজোগুণে সত্ত্ব হইতে সৃষ্টির আবির্ভাব হইয়াছে। সূক্ষ্ম অব্যক্তাবস্থা যখন ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্তাবস্থায় অবস্থিত, তখনই সত্ত্বের তমোগুণের বিকাশ। এই সত্ত্ব লঘু, এজন্য সকল অবস্থায় তাহা থাকিতে পারে, রজই সত্ত্বের চলত্ব-ধর্ম্ম বা ক্রিয়া বা গতি এবং তমঃ অতি গুরু, এ জন্য তাহাই ক্রিয়াশীল সত্ত্বের ঘনাবস্থা। শক্তির অমূর্ত্ত কারণাবস্থায় সত্ত্ব, রজোগুণান্বিত এবং মূর্ত্ত বা ব্যক্ত কার্য্যাবস্থায় তমোগুণান্বিত। লঘু সত্ত্বই শক্তিমান্, রজঃ ও তমঃ সেই শক্তিমানের চলত্ব ও ঘনাবস্থা মাত্র।

সূক্ষ্ম বা কারণ-শক্তি স্থূল কার্য্যাবস্থায় আসিবার সময়ে যে অলিঙ্গ, লিঙ্গ এবং অবিশেষ অবস্থা-ত্রিতয় প্রাপ্ত হয়, সাংখ্যকার তাহা বিশিষ্টরূপে অনুমান করিয়াছেন। জড়বৈজ্ঞানিক হার্বার্ট স্পেন্সার তৎসম্বন্ধে ঠিক সেই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিরূপ বৈজ্ঞানিক সমন্বয়-সাধক প্রণালীক্রমে তিনি সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার বিস্তৃত প্রমাণ-পর্য্যালোচনায় পরিদৃষ্ট হইবে। এস্থলে সেই সিদ্ধান্ত মাত্র উক্ত হইতে পারে :—

"The deduction next drawn was, that forces which seem to be lost, are transformed into their equivalents of other

forces; or conversely, that forces which become manifest, do so by disappearance of pre-existing eqivalent forces. Of these truths, we found illustrations in the motions of heavenly bodies, in changes going on over earth's surface, and in all organic and super-organic actions."

তবেই প্রতীত হইতেছে, লোক যাহাকে সামান্য জ্ঞানে জড় বলেন, তাহা বাস্তবিক জড় নহে, তাহা শক্তিপুঞ্জের সাম্যাবস্থা। যে গতির কার্য্য জগতে নিয়ত চলিতেছে, সেই গতির সাম্যাবস্থাই (State of Equilibrium) স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। শক্তিই এই গতির কারণ। রজঃ (Energy or force) লঘু সত্ত্বকে চলৎ অবস্থায় আনে, এই গতির সাম্যাবস্থাই (Inertia) তমঃ। স্থূল জগৎ আর কিছুই নহে, তাহা সূক্ষ্ম গতিশীল কারণাত্মক শক্তিসম্পন্ন জগতের ঘন (Inert) অবস্থা।

এই সূক্ষ্ম গতিশীল কারণাত্মক শক্তিকেই যদি রজোগুণ বলা যায়, তবে বলিতে হইবে রজঃ সৃষ্টির কারণ; এই রজঃ-প্রভাবে সৃষ্টি-ব্যাপার তমোগুণান্বিত হইয়া সাম্যাবস্থায় আসিলেই স্থূল জগতের বিকাশ। কারণাত্মক শক্তিসম্পন্ন জগৎই বিশ্বের কারণ-শরীর, এবং এই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডই শক্তির কার্য্য-শরীর। বেদান্ত-মতে কারণ-শরীরই কারণ-ব্রহ্ম এবং এই কার্য্য-শরীরই কার্য্য-ব্রহ্ম। অথবা কি কারণ-শরীর, কি কার্য্য-শরীর—উভয়ই ব্রহ্মের রূপ।

সমস্ত দার্শনিক সৃষ্টিবাদের একমাত্র কারণ যে ব্রহ্ম, তাহার হেতু এই, সকল বেদান্তেই উক্ত হইয়াছে, এই জগৎ পরিদৃশ্যমান হইবার পূর্ব্বে এক ব্রহ্ম বা "সৎ" * (Principle of Existence) মাত্র ছিলেন :—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।" —ছান্দোগ্য।

* শ্রুতিতে সৎ বলিলে কেবল সত্তা বুঝায় না, সৎ-শব্দের আর এক অর্থও

"হে সৌম্য! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বে এক সৎ-মাত্র ছিলেন।"

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।"—ঐতরেয়।

"জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন।"

যাহা সৎ, তাহাই আত্মা এবং তাহাই সত্য, আর সকলই মিথ্যা। বেদান্ত নির্ণয় করিয়াছেন, এই সৎই—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় শাখায় সেই সৎই সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, তিনিই চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ। তাই যদি হয়, তবে যে অচিৎ পূর্ব্বে ছিল না, তাহা আসিল কোথা হইতে? আমাদের সামান্য জ্ঞানে দেখিতে পাই, চেতনা ছাড়া এক জড় রহিয়াছে। এ জড়ের উৎপত্তি কোথায়? বেদান্ত-দর্শন বলেন, এ জড়ের উৎপত্তি নাই; বাস্তবিক জড় কিছুই নাই; তাহা তোমার মিথ্যা-দৃষ্টি মাত্র। সম্যক্ জ্ঞানে এ জড়ের প্রতীতি নাই, সকলই ব্রহ্মময়। জগতের সকল রূপেই সেই ব্রহ্ম বিদ্যমান। কোথাও তিনি সৎরূপে বিদ্যমান, কোথাও তিনি সচ্চিৎরূপে বিদ্যমান; আর কোথাও বা তিনি সচ্চিদানন্দরূপে বিদ্যমান। তমোগুণবহুল মৃত্তিকা, শিলাদি জড়-পদার্থে ব্রহ্মের সত্তাখ্য স্বভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার

আছে। যাহা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে বিদ্যমান, তাহাও সৎ, এই সৎ-শব্দের বিপরীত অসৎ। অসৎ বলিতে, যাহা স্থূল দৃষ্টিতে বিদ্যমান নহে, কিন্তু যাহা সূক্ষ্মভাবে আছে। শ্রুতিতে যে উক্ত হইয়াছে—"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল, তাহা এই অর্থেই অসৎ। সৌগতের অভাবাত্মক অসৎ নহে।

চিদানন্দ অব্যক্ত। শঙ্কর বলেন, আমরা যে কাষ্ঠ, লোষ্ট্র প্রভৃতিকে অচেতন বলি, চৈতন্যের অব্যক্ততাই তাহার কারণ। চেতন-অচেতন-ব্যবস্থা অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি-ঘটিত। * পঞ্চদশী বলিতেছেন :—

"সত্তা চিতিঃ সুখঞ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্বয়ম্।"—১৩।২০।

"সত্তা, চৈতন্য ও সুখ—পরব্রহ্মের এই ত্রিবিধ স্বরূপ। জগৎ ব্রহ্মকার্য্য; কার্য্য, কারণ-পূর্ব্বকই হইয়া থাকে; সুতরাং জগৎ এই প্রাগুক্ত সত্তাদি ব্রহ্ম-স্বভাববিশিষ্ট, সন্দেহ নাই। জগৎ ব্রহ্মস্বভাব বটে, কিন্তু সকল জাগতিক পদার্থেই সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্ম-স্বভাব অভিব্যক্ত হয় না। ত্রিগুণময়ী মায়া বা অবিদ্যাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্বত্র উক্ত ব্রহ্মস্বভাবত্রয়কে অভিব্যক্ত হইতে দেয় না। তমোগুণবহুল মৃচ্ছিলাদি জড় পদার্থে ব্রহ্মের সত্তাখ্য স্বভাবই অভিব্যক্ত হয়, অন্য স্বভাবদ্বয়ের অভিব্যক্তি তাহাতে হয় না।"

পণ্ডিত মার্টিনিউ তাঁহার "A Study of Religion"-নামক গ্রন্থে বলেন :—

"In conformity with the primitive intuition everything that begins to exist is put forth by a will-directed power; all nature is at first alive"—vol. 1, p. 219

পণ্ডিত টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট বলেন :—

"It has also been seen, that in this endless chain of conditioned existence, we cannot be satisfied with a make-believe universe, or one consisting only of dead matter, but prefer a living intelligent universe; in other words, one fully condi-

* শারীরক ভাষ্য। ব্রহ্মসূত্র -২।১।৪।

tioned. Finally our argument has led us to regard the production of the visible universe as brought about by an intelligent agency residing in the universe." The Unseen Universe. p 217-218

"If matter in reality be something quite different from what we have hitherto been in the habit of thinking it to be; if we include within itself from the beginning not merely life but mind, then the appearance of both in the course of its development need excite no surprise and puzzle * * * For undoubtedly our primary and our highest analogue of force is not Matter but what we called Mind—the operation of our own Self-Consciousness."

Blackwood's Edinburgh Magazine—November, MDCCCL XXIV no DCC IX.

সুতরাং যাহা পরমাত্মরূপে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান, তাহারই বিকাশ এই জগৎ। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, উদ্ভিদ সকল বহুবিধ দুঃখফল ও অধর্ম্ম হেতু তমোগুণ-বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে; তজ্জন্য তাহারা বহির্ব্যাপার-শূন্য। কিন্তু বহির্ব্যাপার-শূন্য হইলেও তাহাদের অন্তঃসংজ্ঞা আছে, সুখ দুঃখের অনুভব আছে।

"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ ॥"—১ অ—৪৯।

মহাভারতে এই কথার আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে—

"এইরূপে যখন উহাদিগকে (বৃক্ষলতাদি) সুখদুঃখ-সংযুক্ত এবং ছিন্ন হইলে পুনরায় প্ররোহিত হইতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই উহাদের জীবন স্বীকার করিতে হইবে। উহাদিগকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।"

মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়। ভৃগুভরদ্বাজ সংবাদ। ১৮৪ অধ্যায়।

যাহাকে জীবনীশক্তি বলে, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ প্রাণ বলিয়া থাকি, সেই জীবনীশক্তি কি আমাদের ইচ্ছাধীন, না তাহা

স্বতই সচেতনভাবে কার্য্য করিতেছে? বৃক্ষলতাদির জীবনীশক্তি কোন্ ইচ্ছাধীন? আমাদের শারীরিক ক্রিয়া সমস্ত কি আমাদের ইচ্ছাধীন? এই দেখুন, ইউরোপীয় বিজ্ঞান কি বলিতেছেন:—

"The will has no power whatsoever over certain movements that are essential to the continuance of life. Not only do such motions as those of the heart and the intestines go on without any co-opers tion of the will and inspite of any intervention on its part, but movements that are only microscopically visible, such as the contractions of the small arteries, which are of so great importance in nutrition are not under its direct influence. Nature has been far too prudent to rely upon such an uncertain and comparatively late-appearing force for the movements essential to the continuance of life."—The Physiology of Mind—by H. Maudsley.

সমস্ত জীবনীশক্তিই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যের বিকাশ। আমি ইচ্ছা করি আর নাই করি, আমার শরীরে জীবনীক্রিয়া আপনা আপনি চলিতেছে। সুতরাং তাহা মনের কর্ত্তৃত্বাধীন নহে। তাহা নিজেই সকর্ম্মক ও সচেতন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই, চৈতন্যময় ব্রহ্ম এ জগতে পঞ্চবিধ আকারে অবস্থান করিতেছেন:—অন্নময়, মনোময় বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ। যাহাকে আমরা জড়জগৎ বলি, তাহাই ব্রহ্মের অন্নময় রূপ। এই অন্নময় জগতে চেতনার বিকাশ স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, কিন্তু তাহাতে যে সূক্ষ্ম শক্তির উপলব্ধি হয়, সেই সূক্ষ্ম শক্তিতেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সেই শক্তিরই কার্য্য বা স্থূলরূপ এই জড়জগৎ। জড়জগৎ সূক্ষ্ম শক্তিময় কারণের স্থূল কার্য্য। দ্বিতীয়—কোষ—প্রাণময় জগৎ। সেখানে চেতনার ঈষৎ বিকাশ—প্রাণক্রিয়াতে সেই বিকাশ উপলব্ধি হয়।

উদ্ভিজ্জ জগৎ এই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় কোষ মনোময় জগৎ। মনোময় জগতে স্পষ্টই চেতনার অভিব্যক্তি। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি এই জগতের অন্তর্গত। চতুর্থ কোষ বিজ্ঞানময়। ইতর জীবজন্তুর ঊর্দ্ধে মনুষ্যগণ এই বিজ্ঞানময় কোষান্তর্গত *। মনুষ্যেই আমরা বিজ্ঞানের (consciousness) বা অহঙ্কারের উপলব্ধি করি। মনুষ্যের উপরেই দেব-রাজ্য—দেব-রাজ্যে সকলই আনন্দময়। কেবল মনুষ্যেরই শক্তি আছে, এই আনন্দময় রাজ্যে উপনীত হন। এজন্য দুর্লভ মনুষ্যজন্ম হইতে আমরা দেবত্ব লাভ করিতে পারি। এক মনুষ্যেই পরিদৃষ্ট হয় — স্থূল জড়দেহান্তর্গত প্রাণ, প্রাণান্তর্গত মন, মনোময় কোষান্তর্গতই বিজ্ঞান। পঞ্চদশীতে ব্রহ্মের এই পঞ্চ কোষ বর্ণিত হইয়াছে। অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এই পঞ্চ কোষেই পরিব্যক্ত আছে। শঙ্কর বলেন, আনন্দময়ত্বই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, অপর চতুষ্টয় তাঁহার সগুণ রূপময় ভাব।

যাহা কিছু ব্রহ্মের বিবর্ত বা বাহ্যরূপ, তাহা বেদান্তে এক "ভূত" নামেই অভিহিত হইয়াছে। কারণ, তাহা সকলই সেই ব্রহ্মভূত পদার্থ। তাই বেদান্ত বলিয়াছেন :—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

যেখানে সাংখ্যকার বলিলেন, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়সমন্বিত জীবজগৎ সমুৎপন্ন, সেখানে বেদান্ত সেই চেতনাচেতন

* বিজ্ঞানই জীবাত্মা। পরমাত্মা উপাধিগত হইলেই জীবাত্মারূপে অবস্থিত; যেমন ঘটাকাশে মহাকাশ বিদ্যমান। এই বিজ্ঞানাত্মা সকল ভূতান্তর্গত এবং সকল জীবান্তর্গত হইলেও মনুষ্যে তাহা অহংজ্ঞানে বিশেষরূপে ব্যক্ত। এই অহং, সোঽহং ও তত্ত্বমসি জ্ঞানে জীব ব্রহ্মের ঐক্য সাধন হয়।

জগৎকে এক ভূত-জগৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাংখ্যের স্থূল ও অচেতন ভূতের সহিত এ ভূত সমনার্থক নহে। বেদান্তের সর্ব্বভূতান্তর্গত সমস্ত জগৎ—সে জগৎকে তুমি চেতনময় বল আর অচেতন বল। তাহার কারণ এই, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কিছুই ছিল না, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, সেই ব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, সুতরাং এই স্থূল জগৎ সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্মেরই রূপ বা বিবর্ত্ত। পূর্ব্বে যাহা অব্যাকৃত ছিল, পরে তাহা হইতে জগৎ নামের ও জগদ্রূপের দ্বারা তাহা ব্যাকৃত (বিস্পষ্ট) হইয়াছে :—

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত।"

যে সূক্ষ্মরূপ স্থূলাকারে আসিয়াছে, তাহা এক ভূত নামেরই যোগ্য। ব্রহ্ম সর্ব্ব ভূতের আত্মা স্বরূপ। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল ভূত, তাহা সূক্ষ্ম শক্তিময় কারণ-ব্রহ্মের কার্য্য-বিকার। স্থূলভূতই কার্য্য-ব্রহ্ম এবং সূক্ষ্ম শক্তিময় ব্রহ্মই কারণ-ব্রহ্ম।

তাই বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন :—

"প্রভু বিষ্ণুই স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন, পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকেই পালন করেন এবং শেষে সংহর্ত্তা ও উপসংহার্য্য হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত হয়েন।"

"স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যশ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ॥"—১ অং ২অ. ৬৩।

কিরূপে সৃষ্টি হইল ?

"তিনি সৃজ্য সকলের সৃষ্টি-কর্ম্মে নিমিত্ত মাত্র হইলেন ; যেহেতু, সূক্ষ্ম (অসৎ) বস্তুর শক্তিই সৃজন-বিষয়ে প্রধান কারণীভূত। সৃজন-কার্য্যে নিমিত্ত মাত্র ভিন্ন অন্য কিছুরই অপেক্ষা দেখা যায়

না। বস্তু সকল নিজ নিজ শক্তি দ্বারাই স্বভাবতই বস্তুতা প্রাপ্ত হয়।”

> নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি।
> প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ॥
> নিমিত্তমাত্রং মুক্তৈ্বকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষ্যতে।
> নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বশক্ত্যা বস্তুবস্তুতাম্॥—১অ, ৪অ, ৫১।৫২।

নিমিত্তোপাদানের অভিন্নতা ও বিশ্বলীলা।

আমরা মানুষ-ব্যাপারে যে প্রয়োজন-কারণ (Motive) দেখিতে পাই, সৃষ্টি-ব্যাপারে তাহার স্থান নাই। নাই কেন? যেহেতু ভগবান্ সেই নিমিত্তোপাদান-রূপেই পরম পূর্ণ পুরুষ; তাঁহার অভাব কিছুই নাই। সুতরাং প্রয়োজন সম্ভবে না। পূর্ণ পুরুষ পূর্ণশক্তিসম্পন্ন হইয়া বিশ্বব্যাপারে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বলীলা করিতেছেন। যাহা পূর্ণশক্তিসম্পন্ন, তাহা সেই শক্তির স্বভাব বশতই আপনা আপনি অগণ্য মূর্ত্তিতে ও বিচিত্ররূপে বিভক্ত হইয়া এই জগৎ পূর্ণ করিয়াছেন। দুগ্ধ ও জল যেমন স্বতই দধিরূপে ও হিমানীরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ এই ব্রহ্মোপাদান স্বশক্তিপ্রভাবে নানা আকারে আকারিত হইয়াছে। যদি বল দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহাতে উষ্মা ও আতঞ্চন (দম্বল বা দধিবীজ) রূপ বাহ্য সহায়তার প্রয়োজন হয়, সেই বাহ্য সহায়তা কি? বেদান্তী বলেন, দুগ্ধ নিজেই দধি হয়, উষ্মাদি তাহার শীঘ্রতা মাত্র জন্মায়। দুগ্ধ নিজে দধি না হইলে কেহ কি বলপূর্ব্বক দুগ্ধকে দধি করিতে পারে? উষ্মা ও আতঞ্চন কি বায়ু বা আকাশকে দধি করিতে পারে? ব্রহ্ম পূর্ণশক্তিসম্পন্ন, সেই শক্তি পূরণের জন্য শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুরই সহায়তা আবশ্যক করে না; শক্তিই শক্তির সহায়তা করে। যিনি

অনন্ত শক্তি, তাঁহার আর অভাব কি? সেই হেতু সেই শক্তি-প্রভাবেই জগতের এই বিচিত্ররূপের আবির্ভাব ঘটে। সেই চেতন-উপাদানের অল্লাধিক পরিমাণ-বিকাশে এত চেতনাচেতন পদার্থের বিচিত্রতা ঘটিয়াছে।

শ্রুতিতে তাঁহার পূর্ণশক্তি এবং স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞান ও, ক্রিয়াশক্তি কথিত হইয়াছে ঃ—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" — শ্বেতাশ্বতরে। ৬। ৮।

"যেহেতু তিনি পূর্ণশক্তি, সেই হেতু এক ব্রহ্মই উপাদান হইলেও সেই জ্ঞান ও বলক্রিয়া-সম্পন্ন উপাদান-কারণ স্বাভাবিকী শক্তিরূপে নানা আকার ও বিচিত্ররূপে পরিণত হইয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।"

যাহা বিনা প্রয়োজনে, বিনা উদ্দেশ্যে, কেবল মাত্র স্বাভাবিকী শক্তি-প্রভাবে সৃষ্ট ও আবির্ভূত, তাহাকেই লীলা বলে। * এই বিশ্ব-সংসার ভগবানের লীলা মাত্র। এই লীলা শ্বাস-প্রশ্বাস-ত্যাগের ন্যায় অনায়াসে ও বিনা চেষ্টায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঈশ্বরের যে মায়াশক্তি আছে, সেই মায়াশক্তিই তাঁহার স্বভাব। তাহাই সমস্ত জগৎ-যোনি। তিনি সৃষ্টি-ব্যাপারে বিরাট্‌রূপে পরিদৃশ্যমান হয়েন কেন, চুপ করিয়া না থাকেন কেন? স্বভাব রূপ কারণই সে প্রশ্নের উত্তর।

যদি বল, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই যদি উপাদান হইলেন, এবং সেই উপাদান স্বশক্তি-প্রভাবে বিভিন্ন আকারে আকারিত হইয়াছে, তবে আর নিমিত্ত-কারণের আবশ্যকতা কি? যে উপাদান নিজেই

† "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্—বেদান্তদর্শন। ২। ১। ৩৩।

জ্ঞান-সম্পন্ন, তাঁহার আবার স্বতন্ত্র জ্ঞান-সম্পন্ন কর্ত্তার আবশ্যকতা কি?

এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, কার্য্যদ্রব্য বা উপাদান থাকিলেও কারকের আয়োজন এবং ক্রিয়া-প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। উপাদান নিজেই জ্ঞান-সম্পন্ন বটে, কিন্তু তাহা অভিন্ন নিমিত্ত-সংযোগে জ্ঞান-সম্পন্ন। তিনি নিজেই কামনা করিলেন এবং নিজেই উপাদানরূপে মায়ার সৃষ্টি করাতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব। কার্য্য আছে বটে, কিন্তু সেই কার্য্যাকারে আনাতেই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব যিনি "অভিন্ন নিমিত্তোপাদান-কারণ" তাঁহার উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ এক আধারভূত হইয়া এক সঙ্গেই কার্য্য করিয়া ব্রহ্মরূপে চিরদিন অবস্থিত রহিয়াছেন। এ দৃষ্টান্তের সহিত মানুষ-ব্যাপারের দৃষ্টান্ত তুলনীয় নহে। যদি বিশ্বসৃষ্টি-ব্যাপারে কার্য্যকারণ স্বীকার কর, তবে যে কার্য্য, কারণেই লীন ছিল, তাহা কার্য্যরূপে আনাতেই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব। তিনি একদা নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ হইয়া এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ গড়িয়াছেন। সেই কারণই সৎ। সেই অক্ষর ব্রহ্ম সর্ব্বকারণরূপে জগৎ-প্রপঞ্চে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

ব্রাহ্মী সৃষ্টি।

ব্রহ্মের বিবর্ত্ত

নির্গুণ সগুণে পরিণত না হইলে সৃষ্টি সম্ভবে না। বেদবাক্যে আছে—নির্গুণ, সগুণে পরিণত হইয়াও স্বরূপে বিদ্যমান থাকেন। কেবল একপাদেই সেই নির্গুণ সগুণে পরিণত হইয়া জগৎরূপে পরিদৃশ্যমান হইয়াছেন। কিরূপে হইয়াছেন তাহা শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিতেছেন :—*

> "যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ।
> স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ ॥" —৬।১০।

"যেমন ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) স্বীয় শরীর-সূত্র বাহির করিয়া আত্মদেহকে আচ্ছাদন করে, তেমনি পরম পুরুষ পরমেশ্বর স্বীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তি দ্বারা সর্ব্বত্র গুপ্তভাবে রহিয়াছেন।"

মুণ্ডকেও সেই কথা :—

> "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
> যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।

"ঊর্ণনাভ যেমন স্বশরীর হইতে তন্তু বাহির করে এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশলোম উদ্গত হয়, তেমনি অক্ষর হইতে সমুদায় বিশ্ব পরিণাম-প্রাপ্ত বা ব্যাকৃত হইয়াছে।

এই বেদান্তবাক্যে প্রতীত হয় যে, ব্রহ্মসত্ত্ব হইতে এই বিশ্বের বিকাশ ; কিরূপ বিকাশ ? যেমন ঊর্ণনাভদেহ হইতে তন্তুর বিকাশ ; যেমন বৃক্ষ হইতে ফুলের বিকাশ, যেমন কুসুমকলি হইতে প্রস্ফুটিত

কুসুমের বিকাশ, যেমন প্রস্ফুটিত মুকুল হইতে ফলের বিকাশ; যেমন দেহ হইতে কেশ লোমাদির বিকাশ; যেমন আমাদের সামান্য জ্ঞানে এই সমস্তের বিকাশ, তেমনি এই স্থূল পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, এক সূক্ষ্ম বিশ্বের বিকাশ, তেমনি সেই সূক্ষ্ম বিশ্ব ব্রহ্মসত্বের বিকাশ। সূক্ষ্ম বিশ্ব ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত বা ব্যাকৃতি, এবং সূক্ষ্ম বিশ্ব বা অব্যক্তের বিকাশই ব্যক্ত জগৎ।

এই স্থূল শরীরী ব্যক্ত জগৎ যে সূক্ষ্মশরীরী অব্যক্তের বিকাশ হইবে, একথা সম্ভাবিত। কিন্তু যিনি অশরীর, নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে সূক্ষ্ম শরীরী অব্যক্তের বিকাশ হইবে কিরূপে?

তবে কথা এই, সূক্ষ্ম শরীর কি? এই সূক্ষ্মশরীর শক্তিময় শরীর। যদি শক্তি কি বুঝিতে পারিতাম, তবে বলিতে পারিতাম, শক্তির বিকাশ নির্গুণ সত্ব হইতে সম্ভাবিত নহে। কিন্তু সামান্য জ্ঞানে যখন বস্তুতত্ত্ব সম্ভাবিত নহে, তখন এমত কথা বলিবার যো নাই যে, শক্তি যে বস্তু, ব্রহ্মসত্ব সে বস্তু নহে। জড়বাদী বলিলেন জড় কি, না শক্তি; কিন্তু শক্তি কি, তাহা আমি জানি না। স্পেন্সারের উক্তি এই :—

Supposing him (the man of Science) in every case able to resolve the appearances, properties and movements of things into manifestations of Force in Space and Time, he still finds that Force, Space and Time pass all understanding."—First Principles, page 66.

সুতরাং সামান্য জ্ঞানে বস্তুতত্ত্ব কিছুরই জানিবার যো নাই। তাই যদি হয়, তবে কিরূপে বলিতে পারি, শক্তি ব্রহ্মসত্বেরই বিকাশ নহে? এ সম্বন্ধে স্পেন্সার কি বলিতেছেন, দেখুন :—

"Force as we know it, can be regarded only as a certain

Conditioned effect of the Unconditioned Cause—as the relative reality indicating to us an Absolute Reality by which it is immediately produced."—First Principles, page 170.

তবেই স্পেন্সারও বলেন যে, এই শক্তি সেই নির্গুণ সত্তারই সাক্ষাৎ বিকাশ। কিরূপে শক্তি তাঁহাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহারও যুক্তি দিয়া শেষ এই সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—

"We have seen how, from the very necessity of thinking in relations, it follows that the Relative is *inconceivable*, except as related to a real Non-Relative. We have seen that unless a real Non-Relative or Absolute be postulated, the Relative itself becomes Absolute; and so brings the argument to a contradiction."

তবে স্পেন্সারও বলিলেন, শক্তিকে সগুণা বলিলেও যখন কিছুই বুঝা গেল না, তখন সেই সগুণ যে নির্গুণেরই বিকাশ নহে, একথা যুক্তিসঙ্গত না হয় কেন? যদি বল, যুক্তিসঙ্গত নয়, তবে হয় বল যে, সগুণ নির্গুণ কিছুই নাই, না হয়, সেই শব্দদ্বয় পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি, একজন নির্গুণ পুরুষ স্বীকার করিতেই হইবে, যদি স্বীকার না কর, তাহা হইলে, হয় সগুণই নির্গুণ হইয়া দাঁড়ায় এবং না হয় তোমার যুক্তিই বিরোধিনী হইয়া পড়ে।

এজন্য বেদান্ত বলিয়াছেন, সগুণ-ভেদ মায়া ও কল্পিত জ্ঞান মাত্র। ব্রহ্মের এই মায়া-বিস্তার কিসের জন্য? ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য। তবেই দেখা যাইতেছে, বেদান্ত সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া যে ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন, এই বিশ্বসৃষ্টি ঊর্ণনাভের তন্তুসৃষ্টিবৎ, একথা অতি পরিষ্কৃত ও যুক্তি-সঙ্গত। বুঝা গেল, সগুণসত্ত্ব নির্গুণেরই বিবর্ত্ত মাত্র। এক্ষণে কথা এই, সেই নির্গুণ সত্ত্ব কি প্রকার?

তাহা কি অচেতন জড়-সত্ত্ব? যখন জড়ই কিছুই নাই, জড়ই যখন শক্তিরই মূর্ত্তি, তখন সেই নির্গুণ জড় নহে, তাহা চিৎ শক্তি। নির্গুণ নিজে যখন চিৎ, তখন তাহার প্রস্ফুরণ যাহা, তাহাও চিৎ। নির্গুণ নিজে যখন আনন্দময় চিৎ, তখন সগুণও সেই আনন্দময় চিতেরই বিকাশ। সুতরাং, যে ব্রহ্ম সগুণরূপে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব-সম্পন্ন, তিনি সেই নির্গুণ সচ্চিদানন্দেরই সূক্ষ্মরূপ বা বিকাশ মাত্র। অতএব, সেই সচ্চিদানন্দের সূক্ষ্ম মূর্ত্তিমান সগুণ ব্রহ্ম—জ্ঞানময় ঈশ্বর—জ্ঞান যাঁহার আত্মা এবং জ্ঞান যাঁহার ঐশ্বর্য্য ও রূপ। সেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কর্ত্তা ঈশ্বর—জ্ঞানময়।

এই জ্ঞানময় ঈশ্বর হইতে জগতের বিকাশ হইল কিরূপে এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। ছান্দোগ্য বলিয়াছেন,—"হে শ্বেতকেতো এই জগৎ পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ ছিল।" এইরূপে সৃষ্টিবাদ আরম্ভ করিয়া পরে বলিলেন :—

"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়।"

"সেই অদ্বিতীয় সৎ ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব বা নামরূপে ব্যক্ত হইব।"

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যিনি সদ্বস্তু, তিনি চিদানন্দস্বরূপ; এ জগতে যদি কিছু বস্তু থাকে, তাহা চিৎপদার্থ; অচিৎ জড়, শক্তির বিকাশ; শক্তি-পদার্থই প্রকৃত বস্তু। সেই শক্তিপদার্থ চিতেরই বিকাশ। সুতরাং চিৎই প্রকৃত বস্তু। তাই যদি হয়, তবে আমাদের চিদ্‌জ্ঞান কিরূপ? যাহা সগুণ চিৎশক্তি, তাহা কখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। স্বধর্ম্ম বা স্বভাব-বশতঃ তাহা নিয়তই সচেষ্ট। চেষ্টা না থাকিলে সেই চিন্ময় পুরুষ আনন্দস্বরূপ হইতে পারেন না। কারণ, আনন্দ চেষ্টা বা আলোচনাসম্ভূত। যাহা জ্ঞানময়

চিৎশক্তি, সেই চিদাত্মার আলোচনাও চিন্ময়। জ্ঞানই তাঁহার আলোচনা। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে।"—মুণ্ডক। ১।১।৯।

"যিনি সামান্যতঃ সকলই জানিয়া সর্ব্বজ্ঞ, এবং সকলই বিশেষ-রূপে জানিয়া সর্ব্ববিৎ, তাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সেই তপস্যা প্রভাবে হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্ম, নামরূপ ও অন্নময় জগতের বিকাশ হইয়াছে।"

এক্ষণে কথা এই, যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাঁহার সেই জ্ঞানের বিষয় কি? আবার সৃষ্টিতত্ত্বের সেই সাধারণ নিয়ম। যেমন ঊর্ণনাভ স্বশরীর হইতে তন্তু বাহির করিয়া জালের সৃষ্টি করে, তদ্রূপ চিন্ময় ব্রহ্ম স্বশক্তিরই আলোচনা করিলেন। সেই শক্তিই তাঁহার অব্যক্ত উপাধি। সেই অব্যক্ত হইতে বহুবিধ নাম ও রূপের বিকাশ হইল। যাহা পূর্ব্বে অব্যক্তাবস্থায় ছিল, তাহা আলোচনা-প্রভাবে নানা নাম ধারণ করিল; নানা নামধারী হইয়া নানারূপে ব্যক্ত হইল। তিনি ঈক্ষণ করিলেন কি? সেই অব্যক্তই তাঁহার দৃষ্টি ও আলোচনার বিষয় হইল। সেই অব্যক্তই সৃষ্টি-বীজ ও পরমেশ্বরের মায়ারূপ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।"
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ব্রহ্মানন্দবল্লী। ৭ম অনুবাক।১।

অসৎই জগৎ-বিকাশের পূর্ব্বে ছিল। সেই অসৎ হইতে এই পরিদৃশ্যমান সৎ-জগতের সমুদ্ভব? আত্মা আপনি আপনাকে সৃজন করিলেন। কিরূপে আপনি আপনাকে সৃজন করিলেন? যেমন ঊর্ণনাভ তন্তুর সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টি স্ব-দেহ হইতেই সমুদ্ভূত

হইল। তিনি নিজেই নিজের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ হইলেন। সেই অসৎই অব্যক্ত সৃষ্টিবীজ,—প্রকৃতি—মায়া—জগতের উপাদান-কারণ। এই অসৎ কোথায় ছিল? ব্রহ্মসত্বেই নিহিত ছিল। কতকাল নিহিত? যতকাল এই বিশ্বের প্রলয়াবস্থা ছিল। সে কথা আমরা পরে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে আলোচনা করিব। এই অব্যক্ত হইতেই যে ব্যক্ত জগতের বিকাশ, তাহা বেদান্ত বলিয়াছেন, সাংখ্যও বলিয়াছেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানেও স্থির হইয়াছে :—

"An entire history of any thing must include its appearance out of the Imperceptible and its disappearance into the Impercepatible. Be it a single object or the whole universe, any account which begins with it in a concrete form, is incomplete; since there remains an era of its knowable existence undescribed and unexplained" H. Spencer—First Principles.

এই অব্যক্ত নিয়ত-পরিণামী বলিয়া বেদান্ত তাহাকে মায়া বলেন। পরিণাম-প্রবাহ নিত্য বলিয়া সাংখ্য তাহাকে সৎ বলেন। হার্বার্ট স্পেন্সার কি বলিয়াছেন দেখুন :—

"Hence there may be drawn these conclusions—First, that we have an indefinite consciousness of an absolute reality transcending relations, which is produced by the absolute persistence in us of something which survives all changes of relation. Second, that we have a definite consciousness of relative reality, which unceasingly persists in us under one or other of its forms; * * * * and that the relative reality, being thus continuously persistent in us, is as real to us as would be the absolute reality could it be immediately known."

First Principles—page 161.

তবেই দেখা যাইতেছে, বেদান্ত যে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের বিকাশ বলেন, তাহা বিজ্ঞান-সম্মত। চিন্ময়ের শক্তি ত্রিবৃৎ—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া। সেই জ্ঞান-হেতু নামের সম্ভব এবং ইচ্ছা ও ক্রিয়া হেতু রূপের উৎপত্তি। জ্ঞান যে নামের সৃষ্টি করে, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সেই নামকে আকারিত করিয়া রূপের সৃষ্টি করে। অথচ সেই নাম ও রূপ একসঙ্গেই সমুৎপন্ন। চিৎশক্তি নিত্যসক্রিয় হইয়া নিত্য নাম ও রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন। মোক্ষমূলর এই নামরূপ সম্বন্ধে বলেন :—

"Brahma was before the creation of the world (ব্যক্ত জগৎ) and had always something to think upon. What is this something? The Vedanta answers—Names and Forms * * * As thought by Brahma before the creation of the world these name-forms were non-manifest (অব্যক্ত). In the created world they were manifest (ব্যক্ত) and many."

The Vedanta Philosophy.

এই অব্যক্ত নাম-রূপ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? বেদান্ত বলেন, এই জগৎ অসতেরই বিকাশ। যাহা কঠশ্রুতিতে অব্যক্ত বলিয়া অভিহিত, তাহাই তৈত্তিরীয় শ্রুতির অসৎ। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ আবার বলিয়াছেন :—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"—ব্রহ্মানন্দবল্লী ১।২।

ব্রহ্ম যে কেবল সৎস্বরূপ হইয়া সত্যস্বরূপ (The Absolute Reality) হইয়াছেন, সেই সত্ত্ব কিরূপ? শ্রুতি বলিলেন, যিনি সত্ত্বস্বরূপ তিনিই জ্ঞানস্বরূপ। শুধু কি জ্ঞানস্বরূপ? যাহা সৎ, তাহা অনন্ত, নহিলে তাহার সত্ত্বস্বরূপে দোষ পড়ে। সত্ত্ব যদি অনন্ত না হয়, তবে তাহা সত্ত্ব হইল না। একথা আমরা "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ"-নামক গ্রন্থের "ব্রহ্মবাদে" বুঝাইয়াছি। যদি বল, সত্ত্বের কোন সীমার পর

আর সত্ত্ব নাই। তবে কি আছে? কিছুই নাই—সবই একান্ত অভাব, একান্ত অভাব যদি সত্ত্ব হয়, তবেই তাহা থাকিতে পারে, যদি না হয়, তবে তাহা থাকিতে পারে না। অত্যন্ত অভাবের অস্তিত্ব নাই, সুতরাং অত্যন্ত অভাব থাকিতে পারে না। অত্যন্ত অভাব যদি সত্ত্বা হয়, তবে তাহা কেবল-সতের সঙ্গে একীভূত হইয়াছে। অতএব, যাহা সত্ত্বস্বরূপ ও কেবল-সৎ, তাহার সীমা থাকিতে পারে না। যাহার সীমা নাই, তাহাই অনন্ত। এ জন্য বেদান্তবাক্যে যিনি চিন্ময় জ্ঞানসত্ত্ব, তিনি অনন্ত। আমাদের সামান্য জ্ঞানে এইরূপে ব্রহ্মের জ্ঞান হয় বলিয়া বেদান্ত তাঁহাকে অগ্রে বলিয়াছেন সত্যং, পরে বলিলেন জ্ঞানং; তৎপরে বলিলেন অনন্তং।

মহাকাশ হইতে আকাশ।

সেই মহান্ অনন্তদেশকালকে হার্বার্ট স্পেন্সার Absolute Space বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

"That which we know as Space being thus shown, alike by its genesis and definition to be purely relative, what are we to say of that which causes it? Is there an Absolute Space which relative Space in some sort represents? Is Space in itself a form or condition of absolute existence producing in our minds a corresponding form or condition of relative existence? These are unanswerable questions. Our conception of Space is produced by some mode of the Unknowable; and the complete unchangeableness of our conception of it simply implies a complete uniformity in the effects wrought by this mode of the Unknowable upon us."—First Principles.—Page 165.

তবেই স্পেন্সারও বলিতেছেন, এই অনন্ত দেশকাল,

পরব্রহ্মেরই স্বরূপ; তিনি সেই স্বরূপেই বর্ত্তমান। এই অনন্ত চিন্ময় সত্ত্ব সগুণ হইলে স্বভাবতই সক্রিয় হয়। কারণ, জ্ঞান ক্রিয়া ব্যতীত থাকিতে পারে না। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াশালিনী বুদ্ধিতত্ত্বের বহু হইবার ইচ্ছানিবন্ধন অহংজ্ঞানের উদয় হয়। অহংজ্ঞান না হইলে সৃষ্টি বা ক্রিয়া হয় না। ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অহংজ্ঞানের সঞ্চার। এই অহংজ্ঞান সঞ্চারের সহিত আকাশের উৎপত্তি। যে অব্যক্ত অনন্ত বীজে সর্ব্বরূপ ও নাম নিহিত ছিল, তাহা সর্ব্ব নাম-রূপের নিষ্পাদক হইয়া সগুণ আকাশ নামে অভিহিত। এই আকাশ কোন নূতন পদার্থ নহে, তাহা অব্যক্ত অনন্তেরই সূক্ষ্ম রূপান্তর মাত্র। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিলেন :—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।—ব্রহ্মানন্দবল্লী ১।৩।

"সেই অনন্ত পরমাত্মা হইতে মূর্ত্তিমান পদার্থের অবকাশস্বরূপ সর্ব্ব নাম-রূপের নির্ব্বাহক শব্দগুণপূর্ণ আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে।"

মহান্ অনন্ত আকাশ হইতে এই সূক্ষ্ম সগুণ (Relative) আকাশ উৎপন্ন। এই আকাশই যে স্পেন্সারের Space তাহা আকাশবোধক "অবকাশ"-শব্দের ব্যবহারে প্রতীত হয়। সর্ব্বস্থলেই এই "অবকাশ"-শব্দ দ্বারা আকাশভাবের প্রকাশ হইয়াছে। সাংখ্য-কার স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ।"—২।১২।

বিজ্ঞানাচার্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

"নিত্য যে দিক্ ও কাল, ইহারা আকাশ প্রকৃতিভূত প্রকৃতির গুণ বিশেষ; অতএব দিক্ ও কাল এই উভয় বিভু বলিয়া নিরূপিত আছে। 'যাহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য তাহাই বিভু'— শ্রুতিতে এইরূপ বিভু-শব্দের অর্থ উক্ত আছে; সুতরাং উক্তরূপ বিভুত্ব বা সর্ব্বব্যাপকত্ব আকাশেও উৎপন্ন হইতেছে।"

বিজ্ঞানাচার্য্য বলেন, আমাদের যে খণ্ড আকাশ ও কালজ্ঞান হয়, (আমরা বলি ঘটাকাশ, দশ বৎসর, দুই দিবস ইত্যাদি খণ্ড আকাশ ও কালজ্ঞান), তাহা এই সামান্য সূক্ষ্ম আকাশ হইতে উৎপন্ন। আকাশের বিশিষ্ট খণ্ডজ্ঞান হইতে অবিশেষ আকাশজ্ঞানের অভ্যুগমের উৎপত্তি।

আমাদের আকাশজ্ঞান পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতা গুণেরই প্রকাশক। অতএব, তাহা বিভুরই রূপ—a mode of the Conditioned Absolute. এইরূপে সগুণ সূক্ষ্ম আকাশ বা আকাশতন্মাত্র বিকাশিকা শক্তিরূপে তাঁহা হইতেই সমুৎপন্ন। তাহা ব্রহ্মেরই সর্ব্ব-ব্যাপকতার লিঙ্গ-স্বরূপ। তাই ছান্দোগ্যে আকাশ-শব্দ ব্রহ্মবাচক হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শন বলিয়াছেন :—

"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।"—১।১।২২।

যে ব্রহ্মসত্তায় আকাশ পরিপূর্ণ, সেই সত্তা শব্দরূপের আধার বলিয়া শ্রুতিতে আছে :—

"আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বাহয়িতা।"

"আকাশই নাম-রূপের নির্ব্বাহক বা নির্ব্বাহ-কর্ত্তা।" সর্ব্বনাম-রূপের কারণ হইয়া তাহা সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও লয়স্থান হইয়াছে। সুতরাং তাহা ঈশ্বরের কারণশক্তি। তাই সাংখ্যমতে তাহা প্রকৃতি-নামে অভিহিত হইয়াছে। আকাশ যে ব্রহ্মসত্বে পরিপূর্ণ, সেই নিত্যজ্ঞানসত্ব নিয়তই সক্রিয়; সুতরাং সত্বের ক্রিয়া-জনিত অনন্ত আকাশ অনন্ত শব্দে পরিপূর্ণ।

আকাশ হইতে বায়ু।

যেখানে ক্রিয়া সেই খানেই গতি (Motion) আছে। কারণ, ক্রিয়ার শব্দ-হেতু কম্পন উৎপন্ন। কম্পনের প্রতিরূপই গতি।

গতি-হেতু স্পর্শ। সেই অনন্ত অব্যক্ত সক্রিয় হইয়া শব্দ ও স্পর্শ-পূর্ণ। তাহাতে একদা শব্দ স্পর্শ দুই আছে। যেখানে আকাশ (Space) আছে, সেইখানেই, জ্ঞানসত্তার ক্রিয়া জনিত শব্দ ও স্পর্শ আছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"আকাশাদ্বায়ুঃ।"—তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী—১।৩।

এ কথার কিছু এমত তাৎপর্য্য নহে যে, বায়ু (Motion) (গতি) পূর্ব্বে ছিল না, আকাশ তাহার সমুৎপাদক। সমস্তই অব্যক্ত সত্ত্বে লীন ছিল ; অব্যক্ত সত্ত্বের ক্রিয়া-হেতু কি কি জগৎ-কারণের বিকাশ হইয়াছে, তাহাই শ্রুতি একে একে বলিতেছেন। যেখানে ক্রিয়াশীল শক্তি আছে, সেই খানেই গতি আছে। শক্তি যেমন অনন্ত, গতিও তেমনি অনন্ত। অনাদি কাল হইতে কম্পনের (গতির) কখন বিরাম হয় নাই। সংসার-গতি চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। অব্যক্ত প্রকৃতিতে যাহা নিহিত অবস্থায় (Potential Energy) রূপে ছিল, তাহাই যখন সক্রিয় (Actual Energy) হইল, তখন অবশ্য গতি বা কম্পন বা স্পর্শের উৎপত্তি হইল। অনন্ত আকাশে অনন্ত সত্ত্বে এই-গতির অবস্থান ও প্রবাহ। প্রতি প্রবাহে, প্রতি কম্পনে তালের (Rhythm) সম্ভব। * তাল-ক্রমে যেমন এই কম্পনের প্রবাহ চলিয়াছে, অমনি নব নব রূপাবির্ভাবের কারণ হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"হে গৌতম, এই বায়ু সূত্র-স্বরূপ। মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ সমস্ত ভূত বায়ু-সূত্রে গ্রথিত আছে।"

---

* সঙ্গীত-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, হরগৌরীর (প্রকৃতি পুরুষের) নৃত্য হইতে তালের উৎপত্তি।

"বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি।"

বায়ুর এই গতিসূত্রে যে সর্ব্বজীব আশ্রিত রহিয়াছে, কঠশ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন :—

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।—৬ বল্লী।

"এই সমস্ত জগৎ, প্রাণ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত ও কম্পিত বা চেষ্টমান হইতেছে। সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক। সেইরূপে যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন।"

এস্থলে এজতি-শব্দের অর্থ কম্পিত। বেদান্ত-দর্শন বলেন, বায়ু-বিজ্ঞানের এই কম্পনাত্মক ব্রহ্ম অতি ভয়ানক। জগতের সমস্তই কম্পনে অবস্থিত! কি ভয়ানক! সেই ভয়ানকের ধ্যানে জীব গৌণভাবে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া অমৃত হন। কম্পন হইতে সেই কম্পনের আত্মা-স্বরূপ ব্রহ্মোপলব্ধি হয় বলিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিলেন :—

"কম্পনাৎ।"—বেদান্ত-দর্শন—১।৩।৩৯।

এই বায়ু বা কম্পন বা গতি-শক্তি হইতেই সমুদায় জীব পরিণাম প্রাপ্ত হন। হার্বার্ট স্পেন্সারও সেই কথা বলেন :—

"Absolute rest and permanence do not exist. Every object, no less than the aggregate of all objects undergoes from instant to instant some alteration of state. Gradually or quickly it is receiving motion or losing motion; while some or all of its parts are simultaneously changing their relations to one another. And the question to be answered is—what dynamic principle, true of the metamorphosis as a whole and in its details, expresses these ever-changing relations?"

পরের অধ্যায়ে এ কথার উত্তর দিয়াছেন। কথার উত্তর

পরিণাম ও লয়—Evolution and Dissolution. এই বিশ্ব-বিসারী বায়ু বা কম্পনই সৃষ্টি ও লয়ের হেতু। সৃষ্টি ও লয় হইতেই সমস্ত জগৎ সততই আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। জগৎ সেই আবির্ভাব ও তিরোভাবের নিত্য প্রতিমা। সেই আবির্ভাব ও তিরোভাব যে দেবতত্ত্ব হইতে সংঘটিত হইতেছে, তাহাই বেদের বায়ুদেবতা। যেমন আকাশের দেবতা ইন্দ্র ও ব্যোমকেশ, তেমনি সমস্ত জগদাবির্ভাব ও তিরোভাবের দেবতা বায়ু। এই বায়ু দেবতার ধ্যান অতি ভয়ানক। সেই মহারুদ্র বজ্রমুদ্যতং দেবতার ধ্যান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া উঠেন :—

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥—কঠ, ৫ম, ১০।

"যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানা বস্তুভেদে তত্তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি একই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে তত্তদ্‌বস্তুরূপ হইয়াছেন এবং সমুদায় পদার্থের বাহিরেও আছেন।"

বায়ু হইতে অগ্নি।

এই বায়ু কিসের জনক? এই বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"বায়োরগ্নিঃ।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ব্রহ্মানন্দবল্লী ১।৩।

বায়ু হইতে যে অগ্নির উৎপত্তি হয়, এ কথা বৈজ্ঞানিক মাত্রই জানেন। হার্বার্ট স্পেন্সার তদর্থে বলিতেছেন :—

"Conversely, Motion that is arrested produces, under different circumstances, heat, electricity, magnetism light. * * * * We have abundant instances in which heat arises as motion ceases."—First Principles—Page 108.

বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি বটে, কিন্তু বায়ুর পূর্ব্বে কি অগ্নি ছিল না? বায়ু বল, অগ্নি বল, আকাশ বল, সমস্তই ছিল; সমস্তই সেই অব্যক্তে লীন ছিল, সৃষ্টিকালে কেবল তাহাদের বিকাশ হইল। যে প্রকার পরম্পরা-ক্রমে এই তন্মাত্র-সকলের বিকাশ বা পরিণাম, শ্রুতিতে তাহাই কথিত হইয়াছে। বেদান্ত-মতে, তাহারা সকলেই ব্রহ্মের উপাধি, শক্তি, বা মায়া-কল্পিত রূপ—যেরূপে নারায়ণ নারদকে বলিয়াছিলেন, হে নারদ, আমার এই মায়া-কল্পিত রূপ; এই মায়ারূপ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কল্পিত—যাহাকে হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও "Mode of the Unconditioned" বলিয়াছেন। এই অগ্নিই দেবতা; এই অগ্নিই সূর্য্যদেব বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাকেই কঠশ্রুতি বলিয়াছেন :—

"লোকাদিমগ্নিং" ।—১।১৫।

"যম নচিকেতাকে সমুদায় সৃষ্ট বস্তুর আদি-স্বরূপ অগ্নির বিষয় বলিলেন।"

এই অগ্নি কিরূপে সৃষ্ট বস্তুর আদি-স্বরূপ? আকাশ যে সত্ত্ব-রূপে ওতপ্রোত, যে সত্ত্বরূপ বায়ু দ্বারা * অবিরত সঞ্চালিত, তাহাতে সেই সঞ্চালন-প্রক্রিয়া দ্বারা অগ্নির সম্ভব হইল। অগ্নি সেই সত্ত্ব সমুদায়কে সৃষ্টি-ব্যাপারে আনিলেন। আনিলেন কিরূপে? অগ্নি হইতে সত্ত্ব-পদার্থের আণবিক বিয়োগ (Repulsion) এবং সম্প্রসারণ ঘটিল। যেমন বিয়োগ দ্বারা সম্প্রসারণ ঘটে, অমনি যোগ (Attraction) দ্বারা সম্মিলন ঘটে, এই বিয়োগ-শক্তি যম নামেও অভিহিত। † ছান্দোগ্যে আছে :—

তদৈক্ষত তত্তেজোঽসৃজত।"

* বায়ু-শব্দের নিরুক্তি এই :—"বায়ুর্ব্বাতের্বেতের্ব্বা স্যাদ্গতিকর্ম্মণঃ।" যাহা সতত গতিশীল তাহাকে বায়ু বলে। নিরুক্তভাষ্য বলিয়াছেন :—"সততমসৌ যাতি গচ্ছতি।"—আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ।

† এই বিয়োগশক্তি অগ্নি বা সূর্য্য হইতে উৎপন্ন, এ জন্য যম সূর্য্যতনয়।

তিনি আলোচনা করিয়া তেজের সৃষ্টি করিলেন। নৈয়ায়িক-দিগের পরমাণুবাদ সম্ভবতঃ এই শ্রুতি হইতে সমুদ্ভূত। এই পরমাণুর সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণে কেমন সৃষ্টি-ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বৈশেষিক দর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অগ্নিশক্তি হইতে নৈয়ায়িকদিগের অধিকার। সাংখ্য ও বেদান্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতি অবলম্বনে অগ্নি-পূর্ব্ব আকাশ ও বায়ু তন্মাত্রে গিয়াছেন। এই দুই শ্রুতির মীমাংসা বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে প্রদত্ত হইয়াছে।

বায়ু-বিচলিত ব্রহ্মসত্ত্বপূর্ণ আকাশ যেমন নিত্যশব্দময় হইয়া নামের উৎপাদক হইয়াছে, সেই বায়ূৎপন্ন অগ্নিময় আকাশ তেজ দ্বারা তেমনি রূপময় হইয়াছে; যেহেতু অগ্নিই সকল রূপের নিদান। কারণ, অগ্নির ত্রিবিধরূপ—রক্ত শুক্ল ও কৃষ্ণ। অগ্নির যে রক্তরূপ তাহা তেজের, শুক্লরূপ জলের এবং কৃষ্ণরূপ অন্নের বা পৃথিবীর। এই তেজ সূর্য্যে, বিদ্যুতে প্রকাশিত। এই ত্রিবৃৎ বর্ণ হইতে সকল বর্ণের উৎপত্তি। সকল বর্ণের উৎপত্তি দ্বারা জগৎ রূপময় হইয়াছে। শক্তি-প্রভাবে অগ্নি আকাশসত্ত্বকেঁ বিয়োজিত করিয়া নিয়তই যেমন বহুসত্ত্ব করিয়াছে, তেমনি সেই সত্ত্ব-সমূহকে রূপ দিয়াছে। বিয়োজন ও সম্প্রসারণ যদি অগ্নির কার্য্য হইল, তবে কোন্ কারণশক্তি আবার সেই বিয়োজিত সত্ত্ব-সমূহকে একত্র করিয়া একটী মূর্ত্তি গড়িয়াছে? সে শক্তি জলের। জলই নারায়ণ। নারায়ণ শ্বেতবর্ণ বিষ্ণুরূপী হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অগ্নি জ্যেষ্ঠ বলদেব, জল কনিষ্ঠ নারায়ণ। অগ্নি, বিয়োগ-শক্তি দ্বারা যেমন বিভাগ করিয়া দিতেছেন; জল, যোগ-(Attraction) শক্তিদ্বারা একত্র করিয়া তেমনি অন্নের (পৃথিবীর) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চিরদিনই করিতেছেন। তাঁহারা নিত্য দেবতা।

নারায়ণ রসরূপী হইয়া সৃষ্টিকর্তৃরূপে অনন্ত বিশ্বাকারে পরিদৃশ্যমান হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরে আছে :—

একৈকং জলং বহুধা বিকুর্ব্বন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা যতয়স্তথেশঃ সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥"—৫ অ ৩।

"এই মায়াময় সংসার-ক্ষেত্রে বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বেশ্বর এক জলকেই নানাস্থানে নানারূপে বিকৃত করিয়া বিবিধ জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মহাপুরুষ সর্ব্ব পদার্থের ও সমস্ত প্রাণিবর্গের অধিপতি।"

অতএব, কি সাংখ্যের পরিণামবাদ, কি নৈয়ায়িকদিগের পরমাণু-বাদ, কি বেদান্তীর সৃষ্টিপ্রকরণ, সকল সৃষ্টিবাদই কারণরূপী ব্রহ্ম-তত্ত্বে লইয়া যায়; সকলই বিজ্ঞান-সম্মত হইয়া পরস্পর সুসঙ্গত হইয়াছে। স্পেন্সারও সেই কথা বলেন :—

"The Atomic hypothesis, as well as the kindred hypothesis of an all-pervading ether consisting of molecules, is simply a necessary development of those universal forms which the actions of the Unknowable have wrought in us. The conclusi ons logically worked out by the aid of these hypotheses, are sure to be in harmony with all others which these same forms involve and will have a relative truth that is equally complete."—First Principles—Page 167.

বেদান্তী সকল সৃষ্টিবাদকেই কল্পিত বলেন। স্পেন্সারও তাহা-দিগকে (Hypothesis) বলিয়াছেন। বিজ্ঞান আর কিছুই নহে, তাহা সুসঙ্গত কল্পিতবাদ (Hypothesis) পূর্ণ। স্পেন্সারও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন *।

বেদান্ত বলেন—"আকাশ নামরূপের নির্ব্বাহক", বেদান্ত আরও বলেন—"ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন, আমি নামরূপের বিকাশ

* তাঁহার "The Data of philosophy" নামক অধ্যায় দেখ।

করিয়া বহু হইব।”—নামরূপের বিকাশ হইয়া কিরূপে বহুর সৃষ্টি হইল? কেবল যোগ ও বিয়োগ-শক্তি দ্বারা। সেই বিয়োগ-জনক অগ্নি হইতে যোগের উৎপত্তি।

অগ্নি হইতে রস বা জল।

উপনিষদ্বাক্য এই :—

“অগ্নেরাপঃ।”—তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী ১।৩।

অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি। এ জল ভৌতিক দৃশ্যমান জল নহে। জলের যাহা সত্ত্ব, সেই রসসত্ত্বই কারণ-জল। অগ্নির প্রশান্তিতে রসের উদয় হয়। রসের উদয় না হইলে সংযোগ (Attraction) হয় না। আণবিক আকর্ষণ দ্বারা পরমাণু-সমষ্টির সংযোগ ঘটে। সংযোগ ঘটিলে তবে এক এক মূর্ত্তির সৃষ্টি সম্ভব হয়। অগ্নি সদৃশ (Homogeneous) সত্ত্বরাশিকে বিসদৃশ (Heterogeneous) পরিণামে আনে। সেই বিসদৃশ পরিণামে যখন অগ্নির শমতা হয়, তখন আণবিক আকর্ষণ ঘটে। সেই আকৃষ্ট পরমাণুপুঞ্জে আবার অগ্নির সমুদ্ভব হইলে তাহা হইতে অন্য বিসদৃশ পরিণাম হয়। তাহাই স্পেন্‌সারের (Redistribution of matter) সেই বিসদৃশ পরিণাম-হেতু Compound Evolution ঘটে। এইরূপ যত বিসদৃশ পরিণাম হয়, ততই বিভিন্ন ঘটের আবির্ভাব। এই আণবিক আকর্ষণকে শ্রুতি রাগ বা রস বলিয়াছেন। সেই রস অগ্নির শমতায় ঘটে বলিয়া অগ্নি হইতে রসের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এই রাগ-বিরাগ এক সঙ্গেই সম্ভাবিত হয়। অগ্নির শমতা অগ্নি হইতেই উৎপন্ন; কারণ, তাহা অগ্নিরই অবস্থা-বিশেষ মাত্র।

এই রসশক্তিই শ্রুতির বরুণ এবং পুরাণের সোম। অগ্নির

বিভিন্ন শমতানুসারে বিভিন্ন শৈত্যাবস্থা। এই শৈত্যাবস্থার ঘনতা অনুসারে আকর্ষণের ঘনতা। যোগবাশিষ্ঠ তাই বলিয়াছেন—এই অগ্নি ও সোমদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই অগ্নিতত্ত্ব জানিলেই সমুদায় দ্রব্য-সৃষ্টিতত্ত্ব জানা যায়। তাই শ্রুতি বুঝাইয়াছেন :—

"অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা।"—ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।৩।২৬।—অগ্নি বলিতেছেন—"আমি জন্ম হইতেই জাতবেদা।"—সমস্ত জাত পদার্থই আমার বিদিত।

শৈত্য এবং উষ্ণতা, তেজের এই দ্বিবিধ অবস্থা-হেতু আকর্ষণ এবং বিশ্লেষণ অনবরতই ঘটিতেছে এবং অনবরতই জগতের সৃষ্টি-কার্য্য চলিতেছে। তাই যোগবাশিষ্ঠ আবার বলিলেন, অগ্নি ও সোম ইহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্য বা বিকৃতি এবং কারণ বা প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান। উভয় উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে। একবার অগ্নির জয়, সোমের পরাজয়; অন্যবার সোমের জয়, অগ্নির পরাজয়।

"অগ্নীষোমৌ মিথঃ কার্য্যকারণে চ ব্যবস্থিতে।
পর্য্যায়েণ সমং চৈতৌ প্রজীয়েতে পরস্পরম্॥"

বিশ্বের সৃষ্টি এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে অবিচ্ছেদে প্রবর্ত্তিত বলিয়া ভাগবত বলিয়াছেন :—

"সর্গঃ প্রবর্ত্ততে তাবৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ নিত্যশঃ।"

বৈশেষিক-দর্শনও বলিয়াছেন যে, শৈত্যে বস্তুর অণুসমূহ পরস্পর দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। আণবিক আকুঞ্চন (Contraction) শৈত্যের কার্য্য।

"অপাং সংঘাতঃ বিলয়নঞ্চ তেজঃসংযোগাৎ।"—বৈশেষিক-দর্শন—৫।২।৮।

জলের সংঘাত (ঘনীকরণ—Solidification) এবং বিলয়ন (দ্রবীকরণ—Fusion) এই দ্বিবিধ পরিণামই তেজ-সংযোগ দ্বারা

সংঘটিত হইয়া থাকে। ঘনীভূত ও দ্রবীভূত করা জলের কার্য্য, তাহা আবার তেজের কার্য্য হইল কিরূপে? এ কথা কি বিজ্ঞান-সম্মত? ভগবান্ কণাদ বলিলেন, যে শৈত্যের কার্য্য ঘনীকরণ ও দ্রবীকরণ, তাহারও কারণ তেজ। * আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, এক তেজের দ্বিবিধ অবস্থা হইতে উষ্ণতা এবং শৈত্যের উৎপত্তি। সুতরাং সেই অগ্নি হইতে যে শৈত্যের কার্য্য ঘটিবে, এ কথা বিচিত্র নহে। এই কথা বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া বেদান্ত বলিয়াছেন—অগ্নি হইতে জলের উদ্ভব। ইউরোপীয় বিজ্ঞানে এই কথার সিদ্ধান্ত দেখুন।

"In treating of the general effects of heat, we have seen that its action is not only to expand bodies, but to cause them to pass from the solid to the liquid state, or from the latter state to the former, according as the temperature rises or falls; then from the liquid to the aeriform state or conversely."—Ganot's Natural Philosophy—Page 244.

বৈজ্ঞানিক মিলার বলিয়াছেন :—

"Heat and Cold are, in fact, merely relative terms; cold implying not a negative quality antagonistic to heat, but simply the absence of heat in a greater or less degree."

যোগবাশিষ্ঠের কথার সহিত মিলারের কথা মিলাইয়া দেখুন। দেখিলেই প্রতীত হইবে—"অগ্নেরাপঃ।"

---

* শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"যদি কোন বস্তুর উপাদান-কারণের অন্য উপাদান কারণ থাকে, তাহা হইলে সেই প্রথম উপাদান-কারণই প্রকৃত পক্ষে সত্য।"—১১।২৪।

জল হইতে পৃথিবী।

তৎপরে পঞ্চম সূক্ষ্মভূতের কথা। সৃষ্টি-কার্য্যের পঞ্চম কারণ—পৃথিবী। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।"—জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি।—তৈত্তিরীয়।

পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, অগ্নির শৈত্যই রস-নামে অভিহিত এবং এই শৈত্য হইতে আণবিক আকুঞ্চন বা আকর্ষণ ঘটে বলিয়া জাত্যন্তর পরিণাম হয়। এই জাত্যন্তর পরিণাম হইতে বহুর সৃষ্টি হয়। অগ্নি রূপের কারণ; রস রূপকে একাধারে আনে, পৃথিবী শক্তি দ্বারা বহুর সৃষ্টি হয়। এই কারণশক্তি দ্বারা কিপ্রকারে বহুরূপের সৃষ্টি হয়, তাহা পর্য্যালোচনা করিতে গেলে এই জাত্যন্তর পরিণাম-কথাটী একটু পরিষ্কার করা চাই।

উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পৃথিবীর সৃষ্টি-প্রকরণ মহা কর্ম্মবিপাক। সৃষ্টি-ব্যাপারে নিয়তই ক্রিয়া চলিয়াছে। এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আকাশসম্ভের অবিরাম-গতি। এই গতির মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম নাই। বায়ু অবিরাম গতিতে যে তেজের উৎপত্তি করেন, সেই তেজ-হেতু পরমাণু-পুঞ্জের বিরাগ ও রাগের উৎপত্তি হয়। এই রাগ-বিরাগের ফল এই যে, যে পরমাণু যাহার আত্মীয় বা হিতকর, সেই পরমাণু তাহাকে আকর্ষণ করে এবং যে যাহার অনাত্মীয়, সে তাহাকে দ্বেষ করিয়া পরিত্যাগ করে। তাহা হইতেই স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদের সম্ভব হইয়াছে। এই স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ-বশতঃ পরমাণুপুঞ্জ নিয়তই ত্যাগ ও গ্রহণ করিতেছে। প্রকৃতি কখন ক্ষণকালের জন্য একভাবে থাকিতে পারে না। সেই প্রকৃতির এই

রূপ নিত্য-পরিণামশালিনী শক্তি বশতঃ তাহার জাত্যন্তর পরিণাম ঘটে। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন :—

"জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"

"প্রকৃতির আপূরণ বশতঃ জাত্যন্তর-পরিণাম হইয়া থাকে।"

পরিণামশালিনী প্রকৃতির পূরণ কি? পরিবর্ত্তনই তাহার পূরণ এক পরিবর্ত্তন হইতে অন্য পরিবর্ত্তন ঘটিল, আবার সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় নানা পরমাণুর বিদ্বেষ ঘটিল। সুতরাং, যাহা একবার সদৃশ ছিল, আবার তাহাতে বিসদৃশতার সঞ্চার হইল। যেমন বিসদৃশতার সঞ্চার, অমনি বিজাতীয়-ভেদ। সুতরাং, যাহা স্বজাতীয়, তাহা কেবল মুহূর্ত্তের জন্য স্বজাতীয়। স্বজাতীয় না হইতে হইতে আবার বিজাতীয় হইল। তাই হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন :—

"The homogeneous is instable and must differentiate itself."—First Principles.

অনবরতই এই জাত্যন্তর-পরিণাম ঘটে বলিয়া এক হইতে ক্রমশই বহুর উৎপত্তি হইতেছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, সৃষ্টিকালে সেই জলেরা (জল অর্থে জল-দেবতা সোম বা বরুণ, বেদান্তমতে সকল পদার্থই চিৎশক্তির বিকাশ) ভাবিল বা আলোচনা করিল, আমরা বহু হইব ও জন্মিব। অনন্তর তাহারা অন্নের (পৃথিবীর) সৃষ্টি করিল :—

"তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত।"

এই বেদান্ত-বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে যে, জল হইতে উৎপন্ন পৃথিবী-শক্তি আকৃষ্ট সদৃশ-পরিণামকে আবার নিয়ত বিসদৃশ পরিণামে আনিয়া বহুর সৃষ্টি করে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার সাংখ্যের এই জাত্যন্তর-পরিণাম-তত্ত্ব অতি বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন যে, তাহাই জগতের বহুত্বের কারণ। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই :—

"A further step in the inquiry disclosed a secondary cause of increasing multiformity. Every differentiated part is not simply a seat of further differentiations, but also a parent of further differentiations; since in growing unlike other parts and by so adding to the diversity of forces at work, it adds to the diversity of effects produced. This multiplication of effects proved to be similarly traceable thoughout all nature."—First Principles—page - 548.

বিজাতীয় পরমাণুপুঞ্জ বিসদৃশ বহুর সৃষ্টি করে কিরূপে? বিসদৃশ-পরিণাম হইতে আবার স্বজাতীয় পরিণাম হয়। স্বজাতীয় পরিণাম হইতেই এক একটী Aggregate প্রস্তুত হয়। যে নিয়মে এই স্বজাতীয় পরিণাম ঘটে, তাহাকে স্পেন্সার Segregation বলিয়াছেন।

"Completely to interpret the structural changes constituting evolution, there remained to assign a reason for that increasingly distinct demarcation of parts, which accompanies the production of differences among parts. The reason we discovered to be the segregation of mixed units under the action of forces capable of moving them."

জাত্যন্তর-পরিণাম-প্রকরণে যখন সদৃশের যোগ হইয়া Segregation ঘটিতেছে, তখনই এই ঘোর পরিণাম-পরিপাকের মধ্যে স্থিরতা বা সাম্যের সম্ভাবনা ঘটিতেছে। অনবরতই পরিবর্ত্তন হইতেছে বটে, তথাপি স্থিরতা একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু এই স্থিরতা বা সাম্য এক অদ্ভুত প্রকার সাম্য। সকল সদৃশ পরিণাম বিসদৃশে যাইতেছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যেই স্থিতি ঘটিতেছে। সুতরাং এই স্থিতিকে চঞ্চল বলিতে হইবে। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই

সচল সাম্যকে *equilibrium mobili* বা Moving Equlibrium বলিয়াছেন। রাগ-বিরাগের পরিণাম-চক্রে কখন যে সামঞ্জস্য ঘটিতেছে, তাহা কল্পনাতেও আসে না। কল্পনাতীত হইলেও প্রাকৃতিক ক্রিয়াতে তাহা সম্ভাবিত হইয়াছে। এই দেখুন, আমাদের শরীর ত নিত্য ক্রিয়াশীল, তাহাতে অনবরতই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এমন মুহূর্ত্ত নাই যখন শরীরে সৃষ্টি ও লয় হইতেছে না; অথচ তন্মধ্যে দেহের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সাংখ্যকার প্রকৃতির এই ক্রিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত সূত্র করিলেন :—

সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্।—৬।৪২।

"প্রকৃতির সাম্য-বৈষম্য দ্বারা একই প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি ও প্রলয় এই উভয় কার্য্য ঘটিতেছে। যখন সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য হয়, তখনই সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং উহাদের সাম্যাবস্থাতেই প্রলয় হয়। স্থিতিও সৃষ্টির মধ্যে নিবিষ্ট, অতএব তাহার পৃথক্ কারণ বিচারের প্রয়োজন নাই। অতএব জানা যাইতেছে যে, প্রকৃতিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ।"

সাংখ্যসূত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ বলিতেছেন :—

সাম্যাৎ প্রকৃতেঃ সদৃশপরিণামাৎ প্রলয়ঃ। বৈষম্যাৎ প্রকৃতের্ম্মহদাদিভাবেন বিসদৃশপরিণামাৎ সৃষ্টিঃ।"

প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্য বা সদৃশ পরিণাম হইতে প্রলয় এবং তাহার মহদাদিভাবে বিসদৃশ পরিণাম হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে।

হার্বার্ট স্পেন্সার বলিতেছেন :—

"Evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion; during which the matter passes from an indefinite, incoherent homogeneity to a definite, coherent heterogeneity,"—First Principles—page 396.

প্রকৃতিতে যদি এই সাম্যের উদয় না হইত, তবে বস্তুর স্থিতি এবং এই জগতের পরিদৃশ্যমান রূপ ঘটিত না; তবে সামান্য জ্ঞানে

জগৎসত্তার প্রতীতি হইত না। সুতরাং এই সাম্য বা স্থিতিই জগতের উৎপাদন করিতেছে। তাহা একদা জগতের প্রলয় ঘটাইয়া নানারূপের সৃষ্টি করিতেছে এবং জগৎ-সত্তার প্রতীতি জন্মাইতেছে। এই অদ্ভুত স্থিতি-হেতু যে জগৎ-সত্তার প্রতীতি, তাহাকে বেদান্ত কাজেই মায়া বলিয়াছেন। এই বহুর সৃষ্টিকারিণী অদ্ভুত সাম্য-শক্তিই "পৃথিবী"-নামে বেদান্তে অভিহিত হইয়াছেন।

সুতরাং এই "পৃথিবী"-শক্তির প্রধান সামর্থ্য এই যে, তাহা রসঘটিত আকুঞ্চন বা আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা পরমাণু-পুঞ্জকে ঘনীভূত করিয়া তাহাতে কাঠিন্য (Aeggregate) জন্মাইতে পারে। শ্রুতি বলিতেছেন :—

"তদ্যদপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত সা পৃথিবী ভবৎ।"

সৃষ্টিকালে জলের যে শর (মণ্ডবৎ পদার্থ) হইয়াছিল, সেই শর সংহত বা কঠিন হইলে তাহা পৃথিবী হইল *।

রাগ-বিরাগের এই সামঞ্জস্য ও সংহত করিবার শক্তি "পৃথিবীর"। সদৃশ এবং বিসদৃশ পরিণাম চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য (Equilibration) আছে। রাগ-বিরাগের যে নিয়ত গতি চলিতেছে, এই সামঞ্জস্য শক্তি বা ঈশান † (The adjuster নিয়ন্তা), সেই গতিকে নিয়মিত করিয়া দিতেছেন। এরূপে নিয়মিত করিতেছেন—যদ্দ্বারা সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম নূতন নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও ঠিক কার্য্য করিতেছে। হার্বার্ট স্পেন্সার বলিতেছেন :—

"And further inquiry made it apparent that for the same reason, these moving equilibria have certain self-conserving powers, shown in the neutralization of perturbations, and the adjustment to new conditions. This general principle of

* পুরাণেতেও এই কথা। মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বের ১৮৩ অধ্যায় দেখ।

† এই ঈশান কারণ-দেবতা, তিনি শক্তির নিয়ন্তা।

Equilibration was traced throughout all forms of Evolution."
—First Principles—Page 549.

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বেদান্তমতে রক্ত, শুক্ল এবং কৃষ্ণভেদে অগ্নির ত্রিবিধ রূপ, তন্মধ্যে মৃৎ-তত্ত্ব কৃষ্ণরূপী। এই কারণ-শক্তি 'পৃথিবী' অগ্নিরই শেষ পরিণাম। অগ্নির বা অর্কের প্রথম কার্য্য বিরাগ (Repulsion), দ্বিতীয় কার্য্য রাগ (Attraction) এবং রাগ-বিরাগের শেষ ফল, রাগের অত্যন্ত ঘনীকরণ-শক্তি। রাগ-হেতু একবার বস্তুর স্থিতি না ঘটিলে আবার তাহার জাত্যন্তর পরিণাম-কার্য্য আরম্ভ হয় না। সামঞ্জস্য-সাধক এই ঘনীকরণ-শক্তি কৃষ্ণরূপিণী; এজন্য, পৃথিবীর অধিকাংশই কৃষ্ণবর্ণ। পৃথিবীকে শিলাদিরূপে কুত্রাপি শ্বেতবর্ণ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে; তাহা নিয়মের নিপাতন মাত্র। যত কৃষ্ণ, শ্বেত লোহিত তত নহে; সুতরাং কৃষ্ণই পৃথিবীর স্বাভাবিক রূপ; অন্যরূপ ঔপাধিক। পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরাও পৃথিবীর রূপকে কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিশব্দে উপদেশ করিয়াছেন। *

অগ্নির এই ত্রিবিৎ শক্তিকে শ্রুতি এক অজা শব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, "শ্রুতি চরাচর বিশ্বের উৎপত্তির নিদান-স্বরূপ তেজ, অপ্ ও অন্নের (পৃথিবীর) সমবায়কে ছাগী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। যেমন লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা ছাগী বহু সন্তান প্রসবিনী, সেইরূপ, তেজ-অপ্-অন্নলক্ষণা ত্রিবর্ণা ভূত-প্রকৃতিরূপা অজাও নিজানুরূপ বহু সন্তান (Multiplicity of effects) প্রসবিনী।" † শ্রুতিবাক্য এই:—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।—শ্বেতাশ্বতরে।

* শারীরক ভাষ্য—২।৩।১৩ বেদান্ত-সূত্র। † শারীরক ভাষ্য—১।৪।১০ বেদান্ত-সূত্র।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যরূপী দেবগণ।

জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কি প্রকার অনন্তকারণরূপী হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটাইতেছেন, ঘটাইয়া অনন্ত দেশে ও অনন্ত কালে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। অনন্ত মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ও পঞ্চমহাভূত এ সমস্তই তাঁহার কারণ-শরীর—তিনি সেই উপাধিগত হইয়া কারণ-তত্ত্ব সমুদায়ের সহিত একাত্ম সগুণ ঈশ্বর। ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র, অগ্নি, যম, বরুণ, ঈশান প্রভৃতি দেবগণ সেই ঈশ্বরেরই অঙ্গস্বরূপ *। ঈশ্বরের এই কারণ-তত্ত্ব সমুদায়, বিশ্বের সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও কার্য্য করিতেছে—অনন্তরূপী হইয়া কার্য্য করিতেছে। যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই এই কারণ-সমূহকে দেদীপ্যমান দেখিতে পাইবে—দেখিতে পাইবে, ভগবান্ অষ্ট প্রকৃতির অষ্ট ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। অনন্ত নভোমণ্ডল দেখ, অনন্ত আকাশ চতুর্দ্দশ ভুবনে পরিব্যাপ্ত। প্রতি ভুবন অগণ্য নক্ষত্র-রাজি-বিরাজিত। প্রতি ভুবনে অগ্নি কারণরূপী হইয়া এক এক সূর্য্যমণ্ডলের সৃজন করিয়াছেন—যে সূর্য্যমণ্ডলের কেন্দ্রস্থানে এক এক অগ্নিময় সূর্য্যের ন্যায় দেবতা রহিয়াছেন, সেই সূর্য্য প্রতি ভুবনের কেন্দ্রস্থানীয় হইয়া ভ্রাম্যমাণ রহিয়াছেন। প্রতি ভুবন পরীক্ষা করিলে যে প্রকরণ ও কারণ-তত্ত্বের বিকাশ, এই পৃথিবীতেও সেই কারণতত্ত্বের বিকাশ। এই পৃথিবীকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহা কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে? তাহার অভ্যন্তরদেশ অগ্নিময়, সেই অগ্নিশিখা সহস্র ফণায় মণ্ডলা-

* তাই ভাগবত বলিয়াছেন, "বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতস্, অশ্বিন্, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র এবং চন্দ্র এই একাদশ দেবতা জন্মিলেন।"—২২ পৃঃ দেখ।

ক্ষিতি হইয়া উপরের রস ও জলের স্তর ধারণ করিয়া আছেন; সেই রসের স্তর হইতে রসার কঠিন মৃত্তিকাময় স্তর সমুদ্ভূত হইয়াছে। অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে যে পৃথিবীর উৎপত্তি, এ'কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, এই পৃথিবীর অভ্যন্তর দেশ। তাই পুরাণ বলিয়াছেন, পৃথিবী অনন্ত ফণাযুক্ত বাসুকির মাথায় স্থাপিত। বলদেব অগ্নিদেবতা; বলদেবের প্রতীক এই অনন্ত নাগ। মৃত্যুকালীন বলদেব এই অনন্ত নাগরূপী হইয়াছিলেন। নারায়ণ কখনই এই অগ্নিরূপী বলদেব-ছাড়া নহেন। অনন্ত-শয্যায়ও নারায়ণ এই অনন্ত ফণাযুক্ত নাগবেষ্টিত হইয়া আছেন। আবার দেখ, আমাদের দেহাভ্যন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখ, সেখানেও সেই কারণ-তত্ত্ব সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাভারত বলিতেছেন:—

"ভৃগু কহিলেন, তপোধন, অপরিমেয় পদার্থই মহৎ-শব্দ বাচ্য হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত অপরিমেয় বলিয়াই মহাভূত নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জগতে যে কোন পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, তৎসমুদায়ই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। মনুষ্যগণের দেহ পঞ্চভূতাত্মক। চেষ্টা উহার বায়ু, ছিদ্র উহার আকাশ, অগ্নি উহার তেজ, রুধিরাদি দ্রব পদার্থ উহার জল এবং মাংসাদি উহার পৃথিবী। কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদায় পদার্থই এইরূপে পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।"
—মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়—ভৃগু ও ভরদ্বাজ সংবাদ।

ভগবান্ এই "পৃথিবী"-রূপ কারণশক্তি ধারণ করিয়া জগতের বহুরূপের কারণ হইয়াছেন। অগ্নির তৃতীয় রূপ কৃষ্ণবর্ণ। এই কৃষ্ণশক্তিই অব্যক্তের অষ্টম পরিণাম। তাই পুরাণে ভগবানের এই কৃষ্ণশক্তি অষ্টম কারণ-অবতার। এই শ্রীকৃষ্ণ পুরাণে উপেন্দ্র নামেও পরিচিত। যে অদিতিনন্দন দেবেন্দ্র আকাশের কারণ ও অধীশ্বর, উপেন্দ্রও সেই অদিতিনন্দন হইয়া দেবেন্দ্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ কারণ-শক্তি। এই কৃষ্ণ-শক্তিই বিষ্ণুর অবতার; বিষ্ণু বাগরূপী রসময়। সেই

রস হইতে গন্ধের উৎপত্তি। যে হেতু, পৃথিবী সকল গন্ধের আধার। বিষ্ণু-সংহিতা রূপক-আকারে কি বলিয়াছেন দেখ :—

"ইত্যেবমুক্তা বসুমতী জানুভ্যাং শিরসা চ নমস্কারং কৃত্বোবাচ। ভগবংস্ত্বৎসমীপে সততমেবং চত্বারি মহাভূতানি কৃতালয়ান্যাকাশঃ শঙ্খরূপী বায়ুশ্চক্ররূপী তেজশ্চ গদারূপ্যম্ভোঽম্ভোরুহরূপি অহমপ্যনেনৈব রূপেণ ভগবৎপাদমধ্যপরিবর্ত্তিনী ভবিতুমিচ্ছামি। ইত্যেবমুক্তো ভগবাংস্তথেত্যুবাচ বসুধাপি লব্ধকামা তথা চক্রে।"—৯৮ অধ্যায়।

"ভগবান্ বিষ্ণু বসুমতীকে এই সমস্ত কথা বলিলে বসুমতী ভগবান্‌কে জানুদ্বয় এবং মস্তক ও করদ্বয় দ্বারা নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—ভগবন্, আকাশ (শব্দময়) শঙ্খরূপে, বায়ু (গতি) চক্ররূপে, তেজ (বলরূপ) গদারূপে এবং জল অম্ভোরুহ পদ্মরূপে—এই রূপ মহাভূতচতুষ্টয় তোমার নিকটে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছে ; আমি এই রূপে ভগবানের পাদদ্বয়মধ্যবর্ত্তিনী (সর্ব্বনিয়ন্তৃশক্তি) হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। এরূপ কথিত হইলে ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিলেন। পৃথিবী পূর্ণমনোরথা হইয়া তাহাই করিলেন।"

অতএব, সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু কারণ-ব্রহ্ম-রূপে সৃষ্টি-ব্যাপারে সমাসক্ত থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় নিজ কারণ-শরীরে বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্বের কারণ-শরীর আর কিছুই নহে, তাহা ব্রহ্মেরই শক্তিময় সূক্ষ্ম (faint) রূপ। শক্তি দ্বিবিধ—জ্ঞান ও ইচ্ছাজনিত ক্রিয়া। আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্তই ভগবানের ক্রিয়া-শক্তির পরিচায়ক, যেমন অব্যক্ত হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব পর্য্যন্ত জ্ঞানশক্তির পরিচায়ক। এই ক্রিয়া জ্ঞান-শক্তিরই আনন্দময়

সমষ্টি-ক্রিয়া। এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চিন্ময় ভগবান্ নামরূপের কারণ হইয়া বহুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ভগবানের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি একাত্ম, যেহেতু জ্ঞান ক্রিয়া ব্যতীত থাকিতে পারে না, ক্রিয়া জ্ঞান ব্যতীত সম্ভাবিত নহে। জ্ঞান ও ক্রিয়া এজন্য ব্রহ্মের পরিচায়ক। ব্রহ্মকে দেখিতে চাও, তাঁহার জ্ঞান ও লীলার আলোচনা কর। ভগবানের কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব বিভূতি-স্বরূপ দেবগণ—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, অর্ক, যম, পর্জ্জন্য, ঈশান, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি—সকলেই তাই ক্ষত্রিয়। সেইরূপে ভগবান্ বিদ্যমান বলিয়া তাঁহারা ক্ষত্রিয়-বর্ণ। বর্ণের অর্থই রূপ—যেরূপে ব্রহ্ম বিদ্যমান।

এই জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন ব্রহ্মের রূপ বর্ণন করিয়া আমরা কারণ-ব্রহ্মের পরিচয় দিয়াছি। কারণ-ব্রহ্মই সৃষ্টিতত্ত্বের কারণবাদ। এই কারণবাদ কি সাংখ্য, কি বেদান্ত, উভয়েই একরূপ। প্রভেদ এই, বেদান্তে প্রতি কারণ-তত্ত্বে ব্রহ্ম পরিচিত, সকল কারণ-রূপই—Modes of the Unknowable, এজন্য সকল কারণ-তত্ত্বই ব্রহ্মের "বিবর্ত্ত"। সাংখ্যে সে প্রকার কারণতত্ত্ব সমুদায়ের পরিচয় নাই। সাংখ্য, কারণতত্ত্ব সমুদায় অব্যক্ত প্রধানের পরিণাম-রূপে আলোচনা করিয়া সর্ব্বশেষে সেই প্রধানের পর পুরুষতত্ত্বে আরোহণ করিয়াছেন। এই অব্যক্তই মায়া; কারণ, বেদান্ত সকল বিষয়ই এক ব্রহ্মেরই পরমার্থ পক্ষ হইতে দর্শন করিয়াছেন। সেই বেদান্ত আবার বলিয়াছেন লৌকিক জ্ঞানে চেতনাচেতনের বিভেদ অপরিহার্য্য। সুতরাং যে জড়জ্ঞান অপরিহার্য্য, সাংখ্য সেই লৌকিক পক্ষ হইতে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করাতে অব্যক্ত প্রকৃতিকে জড়রূপে ধরিয়া লইয়া তাহারই সপ্তবিধ কারণ-পরিণাম বিবৃত করিয়াছেন। এইরূপ বিবরণ দিবার কালীন সাংখ্য পুরুষকে এক পার্শ্বেই স্থাপিত

করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, পুরুষতত্ত্ব শেষের কথা। বেদান্ত অব্যক্তকে ব্রহ্মের মায়িক রূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন, সাংখ্য অন্য ভাষায় সেই উপাধিরই অর্থ ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, প্রকৃতি পুরুষে আপনারই গুণ আরোপ করিয়া জবাস্ফটিকবৎ একসঙ্গে অন্ধপঙ্গুবৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি।

সৃষ্টিতত্ত্বে দেবগণ।

বিগত প্রস্তাবে আমরা হিন্দু সৃষ্টিবাদের কতিপয় কারণ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, সেই কারণাবলি সম্পূর্ণ বাহ্য-বিজ্ঞান-সম্মত। সেই বিজ্ঞানে স্থূল জড় জগতের তত্ত্বাবলিই পর্য্যালোচিত হইয়াছে। প্রকৃতির যে নিয়ম স্থূল জগতে হয়, সূক্ষ্ম শক্তি-জগতেরও সেই নিয়ম; কারণ, স্থূল কার্য্যময় জগৎ সূক্ষ্ম কারণময় জগতেরই বাহ্য বিকাশ মাত্র। যে প্রমাণে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ সেই কারণাবলির রহস্য-নির্ণয় করিতেছেন, আর্য্য ঋষিগণও সেই প্রণালীতে গিয়া তাহা অবধারণ করিয়াছিলেন। সাংখ্য-বিদ্যা এ কথার প্রমাণ। বেদান্ত-দর্শনেও ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" এবং "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—এই দুই সূত্রে নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্ যাস্ক দেখাইয়াছেন, এই বাহ্য জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, বিপরিণাম, হ্রাস, বৃদ্ধি এবং ক্ষয় প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক নিয়মাদির পর্য্যালোচনায় ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। এই বাহ্য জগৎ ব্যতীত সেই বাহ্য জগতের অভ্যন্তরে যে আর এক অধ্যাত্ম-জগৎ আছে, সেই অধ্যাত্ম-জগতের নিয়মাবলি বেদাদি শাস্ত্রে সমুদায় আলোচিত হইয়াছে। সেই অধ্যাত্ম শাস্ত্রালোচনায়ও ব্রহ্ম নিরূপিত হন। সুতরাং ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ কি বাহ্য কি আভ্যন্তর জগৎ—এই উভয় জগতেরই নিয়মাবলি-দর্শনে নির্ণীত হইয়াছে। এই উভয় জগতেই প্রকৃতির

রাজ্য। সেই প্রকৃতি-তত্ত্বের আলোচনা-ক্রমে ব্রহ্মের সৃষ্টিতত্ত্বও নিরূপিত হইয়াছে। কারণ, সৃষ্টিতত্ত্ব-পর্য্যালোচনায়ও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। বেদান্তবাদী বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

"সদদ্বৈতং শ্রুতং যৎ তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে॥"—পঞ্চদশী।

"বেদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু সেই ব্রহ্ম-পরিজ্ঞানের অন্য কোন উপায় নাই, কেবল আকাশাদি পঞ্চভূতের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাদি বিচারদ্বারা তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। অতএব, সেই পঞ্চভূতের স্বরূপতত্ত্ব নির্ণীত হইতেছে।"

সুতরাং কি আর্য্য ঋষিগণ, কি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, এ জগতের আদিকারণ-নির্ণয়ের জন্য সর্ব্ব দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের নিকট একই পন্থা। একই পন্থার একই সিদ্ধান্ত। তাই ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এক্ষণে ক্রমে ক্রমে আর্য্য ঋষিগণ-নিরূপিত তত্ত্ব-সমূহের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। তবে ইউরোপীয় জড়বাদী বৈজ্ঞানিক গণ প্রায়ই প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচনায় পুরুষকে দেখিতে পান না; আর্য্য ঋষিগণ পুরুষেরই প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহারা জড়া প্রকৃতির মধ্যে দেবগণের আবির্ভাব দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকৃতির শক্তি দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই শক্তির প্রাণ-স্বরূপ তন্মধ্যে চিন্ময় দেবগণকে অধিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহাদের সৃষ্টিতত্ত্ব-সমস্ত দেবতায় পরিপূর্ণ। সেইরূপ দেবতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অবশেষে তাঁহারা একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম-পদে উপনীত হইয়াছিলেন। সেই জন্য ব্রহ্মবাদী বলিয়াছেন, সৃষ্টিবাদ-সমূহ কেবল ব্রহ্মেরই উপাসনার্থ বিবক্ষিত হইয়াছে।

সেই একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্ম চিন্ময় কারণরূপে বিদ্যমান।

কিরূপে তিনি কারণরূপে ব্যক্ত হইলেন, পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সে প্রস্তাবে সৃষ্টিকারণের একাংশ মাত্র বলা হইয়াছে। একই কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি—বেদান্তের এ সমস্ত কথায় আপাততঃ বোধ হয় যেন, সেই কারণ-শক্তি বা দেবতা-সমুদায় স্বতন্ত্র; যেন এক-একটি বিভিন্ন শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি বলেন তাহা নহে, তাঁহারা কেহই স্বতন্ত্র নহেন :—

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ॥"

ঋগ্বেদসংহিতা—।৪ ৭।৩৩। বৃহদারণ্যক ৫ম ব্রাহ্মণ।

"সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্যময় ইন্দ্র বা পরমাত্মাই অন্তঃকরণাদি উপাধিদ্বারা প্রতিশরীরে অবচ্ছিন্ন হইয়া জীবাত্মা নামে ব্যপদিষ্ট; তিনিই স্বীয় অনাদি মায়া-শক্তি-দ্বারা আকাশাদি রূপে বিবর্ত্তিত হন—এক পরমাত্মাই ভোক্তৃ-ভোগ্যরূপে অবস্থান করেন।"

আকাশাদি তবে এক পরমাত্মারই বিবর্ত্ত। সুতরাং ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি দেবগণ একাত্ম—একথার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

সৃষ্টির উপাদান।

বেদ বলেন, পরমাত্মা মায়াদ্বারা আকাশাদি রূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। ভগবান্ যাস্ক বলেন, পদার্থ সকল যদ্দ্বারা মিত হয়, পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকেই মায়া বলে। পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেব বলেন,—মায়া, প্রকৃতি ও অণু এই তিন কথাই একার্থে ব্যবহৃত হয়।

"নামরূপবিনির্ম্মুক্তং যস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে জগৎ।
তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকে পরে ত্বণুম্॥"

"নামরূপ-বিনির্মুক্ত জগৎ যাহাতে অবস্থান করে—প্রলয়কালে যে অবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে,—তাহাকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মায়া, কেহ বা অণু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।"

সুতরাং বশিষ্ঠদেবের মায়া এবং বেদোক্ত যাস্কের মায়া একার্থক নহে। কোন্ পদার্থ মায়া দ্বারা মিত ও পরিচ্ছন্ন হয়? সে পদার্থও মায়া বটে, কিন্তু তাহা মলিন-সত্ত্ব মায়া বা অবিদ্যা। তাহাও প্রকৃতি বটে, কিন্তু তাহা অহঙ্কৃত অজ্ঞান প্রকৃতি। এই অবিদ্যার অণু সকল সৃষ্টিকালে মিত ও পরিচ্ছিন্ন হয় এবং সেই অবিদ্যাই সৃষ্টির উপাদান হয়। মহত্তত্ত্ব-রূপ * শুদ্ধসত্ত্ব মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চ মায়াশক্তিযোগে ঈশ্বর এই উপাদান হইতেই সৃষ্টি করেন। তিনি সেই পঞ্চশক্তি-সম্পন্ন হইয়া একই কর্ত্তৃত্বশক্তি। এ প্রস্তাবে আমরা দেখাইব, তিনি যে আকাশাদি-ব্যাপ্ত একই কর্ত্তৃত্বশক্তি, তাহাও বিজ্ঞান-সম্মত।

সৃষ্টির উপাদানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

ঋগ্বেদসংহিতার ২।৩।২৩ ঋকের ব্যাখ্যা স্থলে ভগবান্ যাস্ক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সত্ত্বরূপী পরমাত্মার দুই পার্শ্বে রজঃ ও তমঃ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই রজঃ ও তমই সৃষ্টি ও লয়শক্তি, রাগ ও বিরাগ, কাম ও দ্বেষ—(Attraction এবং Repulsion)। সৃষ্টিকালে সেই রাগ ও বিরাগের প্রাকৃতিক সংসর্গ ও বিচ্ছেদবৃত্তি-

* সাংখ্যের মহত্তত্ত্বই যে বেদান্তীর ঈশ্বর, সে কথা আমরা "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ"নামক গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছি। সেই মহত্তত্ত্ব হইতে অবিদ্যার উৎপত্তি বিবরণও ঐ গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এ জন্য সে সকল কথা এ গ্রন্থে আর গৃহীত হয় নাই।

প্রভাবে যে অবিদ্যার উৎপত্তি, সেই অবিদ্যার মায়াসত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল-সত্ত্ব অপরিবর্ত্তন-হেতু; রজঃ ও তমঃ দ্বারা তিনি ক্রিয়াশীল হইয়া সৃষ্টির বিকাশ করিয়াছেন। বাহ্য বিজ্ঞানেও এই কথা সমর্থিত হয়। হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন :—

Nevertheless, the forms of our experience oblige us to distinguish between two modes of force: the one not a worker of change and the other a worker of change,—actual or potential. The first of these—the space-occupying kind of force has no specific name."

"For the second kind of force, distinguishable as that by which change is either being caused or will be caused if counterbalancing forces are overcome, the specific name now accepted is—Energy.—First Principles—page 191.

তবেই দেখা যাইতেছে, কেবল সত্ত্ব পরিণাম-হেতু নহে। হার্বার্ট স্পেন্সার তাহাকে নির্নামক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হিন্দু-সৃষ্টিতত্ত্বে অপরিবর্ত্তন-হেতু, অবিলোপী ও আকাশব্যাপী সত্ত্ব। সেই সত্ত্বের বিক্ষেপ-শক্তিদ্বারা সৃষ্টি সম্ভূত। বেদান্তসারে আছে :—

অস্যাজ্ঞানস্যাবরণবিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়মস্তি।

অজ্ঞান বা অবিদ্যা-রূপিণী মায়ার দ্বিবিধ শক্তি—এক আবরণ-শক্তি, আর এক বিক্ষেপ-শক্তি। * যে শক্তি আত্মার যথার্থ স্বরূপ ঢাকিয়া রাখে, সেই শক্তির নাম আবরণ-শক্তি। আমরা অজ্ঞান-বশতই আত্মার কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি নানা সংসার-ধর্ম্ম আরোপ করিয়া থাকি। কিন্তু আত্মা নিজে নিষ্ক্রিয়।

* "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ"-নামক গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তি-দ্বয় মায়াভূত তমঃ এবং রজোগুণের বিকাশ মাত্র।

যাহা আবৃত হয়, তাহাতেই নানা কল্পনার সমুদ্ভব হয়। সেই কল্পনা বশতই আমরা আত্মাতে বিক্ষেপশক্তি আরোপিত করি। এই বিক্ষেপ-শক্তি আর সৃষ্টি করিবার শক্তি-সামর্থ্য একই কথা। তাই বেদান্তসার বলিতেছেন :—

এবমজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি স্বশক্ত্যা আকাশাদিপ্রপঞ্চমুদ্ভাবয়তি তাদৃশং সামর্থ্যং। তদুক্তং বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদিব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেদিতি।"

"বিক্ষেপশক্তি কিরূপ? রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞান যেমন সর্পাদির সৃষ্টি করে, সেইরূপ আত্মবিষয়ক অজ্ঞান স্বাবৃত আত্মাতে ভ্রমময় আকাশাদির সৃষ্টি করিয়াছে। অজ্ঞানের যে শক্তিদ্বারা তাদৃশ সৃষ্টি হয়, তাহাকেই বিক্ষেপ-শক্তি বলে। এই বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ এই যে, অজ্ঞানের বিক্ষেপ-শক্তি নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকে।"

সৃষ্টি-প্রবৃত্তি।

এই বিক্ষেপ-শক্তিই সমস্ত পরিবর্ত্তনের কারণ। হার্বার্ট স্পেন্সার যাহাকে Energy বলিয়াছেন এবং বেদান্তসারে যাহা বিক্ষেপ-শক্তি, ভগবান্ পতঞ্জলি তাহাকে প্রবৃত্তি-শব্দে মহাভাষ্যে উক্ত করিয়াছেন :—

প্রবৃত্তিঃ খল্বপি নিত্যা। নহীহ কশ্চিদপি স্বস্মিন্নাত্মনি মুহূর্ত্তমপ্যবতিষ্ঠতে।"

প্রবৃত্তি নিশ্চয় নিত্য। জগৎ ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রবৃত্তি-শূন্য নহে। প্রবৃত্তি কি? পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিতেছেন :—

"প্রবৃত্তিরিতি সামান্যং লক্ষণং তস্য কথ্যতে।
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ স্থিতিশ্চেত্যথ ভিদ্যতে॥"

"আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণামের সামান্য নাম—সাধারণ সংজ্ঞা—প্রবৃত্তি।" মুহূর্ত্ত মধ্যে সৃষ্টি হইতেছে, লয় হইতেছে আবার তন্মধ্যেই স্থিতি ঘটিতেছে।

বলিয়াছি ত, এই স্থিতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানে তাই Moving Equilibrium বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রেও এই "স্থিতি" কিরূপ দেখুন :—

"আবির্ভাবতিরোভাবান্তরালাবস্থা স্থিতিরুচ্যতে।"—কৈয়ট।

"আবির্ভাব-তিরোভাবের অন্তরালাবস্থাকেই স্থিতি কহে।" ভগবান্ পাণিনি এই আবির্ভাব, তিরোভাব এবং স্থিতিকে, পুংশক্তি, স্ত্রীশক্তি এবং নপুংসক শক্তিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন *।

আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি, এই স্থিতিই পৃথিবী-শক্তিরূপে বেদান্তের পঞ্চম কারণ-তত্ত্ব ও মহাভূত। এই স্থিতি-শক্তিই সমস্ত-কারণের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া "ঈশান"-রূপে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাই তাহার নাম ধরিত্রী বা পৃথিবী। প্রকৃতির বিসদৃশ-পরিণাম বা বিক্ষেপ-শক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিয়া পৃথ্বীশক্তি কিরূপে বহুত্বের কারণ, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। আমরা এক্ষণে দেখিলাম, এই স্থিতিশক্তি (বিষ্ণু) পুং ও স্ত্রীশক্তি বা আবির্ভাব ও তিরোভাবের অন্তরালবর্ত্তী। তবে জিজ্ঞাস্য এই, আবির্ভাব ও তিরোভাব বা সৃষ্টি ও লয় কি পর পর সমুদিত, তাই তাহাদের অন্তরালে স্থিতি রহিয়াছে? পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি সৃষ্টি, লয় ও স্থিতি সমুদায়ই এক অগ্নি-শক্তিরই বিভিন্ন অবস্থা। পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেবের প্রসাদে জানিতে পারিয়াছি, এক তেজেরই বিভিন্ন অবস্থা অগ্নি ও সোম। তবে কি সেই কারণ-দ্বয়—অগ্নি ও সোম—পর পর অবস্থিত? তাহারা ব্রহ্মাণ্ডে একের পর অন্য নহে। তাহারা একাধারে যুগপৎ বর্ত্তমান।

* এ বিষয় "আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপে" বিস্তৃতরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। এ বিষয় সেই গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অগ্নি ও সোম এক মিথুন।

ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, রজঃ ও তমঃ দুই পার্শ্বে, মধ্যে সত্ত্ব—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির এই রূপ। এই রজঃ ও তমই রাগ ও বিরাগ, ভাব ও অভাব, সৃষ্টি ও লয়।* এই রজঃ ও তমই সমস্ত আবির্ভাব-তিরোভাব বা পরিবর্ত্তনের কারণ। এই রজঃ ও তমঃ দ্বারা জগতে নিয়তই সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম ঘটিতেছে। তাহাই আকাশ-ব্যাপ্ত অবিভাগ-প্রকৃতিতে সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ ঘটাইয়া তাহাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছে। তাহা সোম ও অগ্নি নামে একই তেজঃ-শক্তি। এই অগ্নি ও সোম এক মুহূর্ত্তও বিভিন্ন নহে। যে স্থানে শৈত্য, সেই স্থানেই তাপ। অগ্নি, শৈত্য ব্যতীত থাকিতে পারে না, শৈত্যও অগ্নি ব্যতীত থাকিতে পারে না। তাহারা এক মিথুন কোন কোন স্থানে তাহারা সবিতা ও সাবিত্রী নামেও অভিহিত হইয়াছে :—

উষ্ণমেব সবিতা, শীতং সাবিত্রী, যত্র হ্যেবোষ্ণং তচ্ছীতং, যত্র বৈ শীতং তদুষ্ণ নিত্যেতে দ্বে যোনী একং মিথুনম্।"—গোপথব্রাহ্মণ।

তবেই আর্য্য দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, অগ্নি ও শৈত্য এক মিথুন। তাহাদের কুত্রাপি বিচ্ছেদ নাই। তাহারা universally co-existent. হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন :—

"To say that the primary re-distribution is accompanied by secondary re-distribution, is to say that along with the change from a diffused to a concentrated state, there goes on a change from a homogeneous state to a heterogeneous state. The components of the mass while they become integrated also become differentiated."—First Principles—page 390

* সৃষ্টিতত্ত্বে তমঃ শব্দ দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তাহার এক অর্থ—বিনাশ বা লীনাবস্থা; অন্য অর্থ ঘনাবস্থা বা জাড্য।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেবও বলিয়াছেন, সত্ত্ব কেন্দ্র বা সন্ধিস্থানীয় হইয়া রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয়ের ধারক-স্বরূপ হইয়াছে। সত্ত্ব অবিলোপী,—সেই অবিলোপী সত্ত্বের আশ্রয়ে আবির্ভাব ও তিরোভাবময় রজঃ ও তমঃ নিয়তই ক্রীড়া করিতেছে :—

"সন্ধিরপ্যবিলোপঃ স্যাদেতয়োরেব তত্ত্বপুঃ।
ভাবাভাবৈর্যথৈকাস্থা নিষ্ঠা চেতো তথৈবহি॥"—যোগবাশিষ্ঠ।

বায়ু, অগ্নি ও সোমের সংযোগ-ক্রিয়া।

অগ্নি ও সোম যে এক মিথুন (Universally co-existent) তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে বায়ুর কথা। বায়ু কি অগ্নি ও সোম ছাড়া এক দণ্ড থাকে? তাপ ও শৈত্যের সহিত বায়ু নিত্য-সংযুক্ত। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং দ্বিতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং।"—বৃহদরাণ্যক উপনিষৎ।

"এক অগ্নি, অগ্নি বায়ু ও আদিত্যভেদে ত্রিধা বিভিন্ন হইয়া যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকে অবস্থিত আছেন।"

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, সৃষ্টিতত্ত্বে যাহা বায়ু-নামে মহাভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই বেদান্ত-দর্শনের "কম্পন"। বায়ু কেন "কম্পন" বলিয়া অভিহিত হইল, গতি বলিলেই ত যথেষ্ট হইত? তাহার কারণ এই, সৃষ্টিতত্ত্বে যে গতির উৎপত্তি, তাহা সরল গতি নহে, তাহা কম্পনাত্মক গতি।* প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যই কালে কালে ও তালে তালে হয়। ভগবান্ ভর্ত্তৃহরি এই কথাই বলিয়াছেন :—

"ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত।"—বাক্যপদীয়।

---

* শ্রুতি দেখুনঃ—
'সতপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা শরীরমধূনুত।" তৈঃ আঃ ১।২৩।
তিনি সৃষ্টি করিব বলিয়া স্থির করিয়া শরীর কম্পিত করিলেন।

"এই বিশ্ব প্রথমে ছন্দঃ হইতেই বিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

যে গতি তালে তালে নৃত্য করে তাহাই ছন্দঃ; সেই ছন্দই বিশ্ব-বিবর্ত্তনের কারণ। ভাগবতে এই শক্তিকে কালশক্তি বলা হইয়াছে। * ভগবান্ স্বয়ং কালরূপী :—"এতদ্ভগবতো রূপং।"

এই প্রাকৃতিক তালে-তালে-কম্পনই হার্বার্ট স্পেন্সারের Rhythm of motion। শ্রুতি বলিয়াছেন, এই বায়ু অগ্নির সহিত নিয়তই সংযুক্ত :—

"বায়োর্ব্বা অগ্নেস্তেজঃ তস্মাদ্বায়ুরগ্নিমন্বেতি।"

"বায়ু অগ্নিরই তেজঃ, এই নিমিত্ত নিয়তই অগ্নির সহিত তাহা সংযুক্ত।"

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নি ও সোম, ইহারা এক মিথুন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, বায়ু সেই অগ্নি ও সোম ব্যতীত তিষ্ঠিতে পারে না। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, একই অগ্নি, অগ্নি ও বায়ুরূপে বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানেও স্থির হইয়াছে :—

"To produce continuous motion, there must be an alternate action of heat and cold."

অন্যত্র :—

"It has been observed with reference to heat thus viewed, that it would be as correct to say that heat is absorbed or cold produced by motion, as that heat is produced by it. This difficulty ceases when the mind has been accustomed to regard heat and cold as themselves, motion, i e as correlative

---

* শ্রীমদ্ভাগবত ২।৫।২২ এবং ৩।২৯।৩৭। ইংরাজীতে ইহাকে Periodicity বলে। এই কালশক্তি প্রভাবেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ঘটে। তাই ভূতভাবন ভবানীপতি মহাকাল নামে উক্ত হইয়াছেন।

expansions and contractions, each being evidenced by relation and being inconceivable as an abstraction."

Grove's Correlation of Physical forces.

আর একজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন :—

"It seems possiple to account for all the phenomena of heat if it be supposed that in solids the particles are in a constant state of vibratory motion." Davy—Chemical Philosophy.

অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বায়ু ও তেজ এই দুই কারণশক্তি সর্ব্বদাই একত্র সংযুক্ত। এই বায়ু ও অগ্নি আকাশেই প্রতিষ্ঠিত। ছান্দোগ্যে আছে :—

"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যা-কাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।"

পঞ্চভূতের সংযোগ-ক্রিয়া।

বায়ু, তেজ, রস ও পৃথিবী এই চতুর্ব্বিধ কারণশক্তি আকাশেই প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আকাশব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আকাশ বা স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রই বায়ুপতি। বায়ুই বল, বীর্য্য ও প্রাণ। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে ইন্দ্রই প্রাণ-রূপে উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং সমস্ত ভূতপঞ্চক পরস্পর সংযুক্ত ও সকলই সর্ব্বমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। যখন যাহার প্রাদুর্ভাব তখন তাহার উদয়। কিন্তু প্রত্যেকের উদয়ে অন্য ভূতেরও সঞ্চার আছে। এইজন্য যিনি এই ভূতগণকে যে যেরূপে ভাবিয়াছেন, তাঁহার নিকট সেই সেইরূপেই তাহা চিন্তনীয় হইয়াছে। কোন ঋষি এই পঞ্চভূতকে পঞ্চাগ্নি বলিয়াছেন, কেহ বা অপ্‌পঞ্চক বলিয়া ধ্যান করিয়াছেন, কেহ বা পঞ্চবায়ু (প্রাণ) রূপেই চিন্তা করিয়াছেন। যিনি যেরূপেই দেখুন না কেন, এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূত

সমস্তই একাধারে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। যাহাতে তাহারা সংশ্লিষ্ট হইয়া কার্য্য করিয়াছিল, তাহাই ব্রহ্মাণ্ড। তাই ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে আছে :—

"তস্মাদ্বিরাড়জায়ত।"—ঋ—১০।৯০।৫।

নারায়ণের অনন্ত শয্যা বা একার্ণব ব্রহ্মাণ্ড।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় অর্থ করেন—"আদি পুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড হইল।" এই ব্রহ্মাণ্ডই পুরাণের মহা কারণার্ণব। এই কারণার্ণবই নারায়ণের অনন্ত শয্যা। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

"ময়া সংচোদিতা ভাবাঃ সর্ব্বে সংহত্যাকারিণঃ।
অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্ম্মায়তনমুত্তমম্॥
তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ।
মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চাত্মভূঃ॥"—১১ স্ক, ২৪অ, ৯।১০

আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই পদার্থ-সকল (সূক্ষ্মভূত পঞ্চ) একত্র মিলি[illegible] ও সংহতভাবে কার্য্য করিয়া আমার উত্তম শয্যা বা বিশ্রাম-স্থান-রূপ ব্রহ্মা[illegible] সৃজন করিল। বারি-মধ্যে অবস্থিত সেই অণ্ডে আমি উৎপন্ন হইলাম। আমা[illegible] মধ্যদেশস্থিত নাভি হইতে বিশ্ব নামক পদ্ম এবং তাহাতে আত্মযোনি উদ্ভূ[illegible] হইলেন।"

তবেই, পুরাণও বলিতেছেন, সৃষ্টিকালে সেই পঞ্চ সূক্ষ্মভূত যে অবিদ্যাময় অনন্ত আকাশে সংমিলিত ও সংহত-ভাবে কার্য্য করিয়াছিল, তাহার নামই ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড কেন? যে পুরুষ এই একার্ণবের কারণবারিতে সুপ্ত থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই কূটস্থ আত্মাই আবার যখন সেই ব্রহ্মাণ্ড-সমুদ্ভূত বিশ্বের সৃষ্টি-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, তখন তাঁহাকেই ব্রহ্মা বলে। সুতরাং তিনি সেই বিশ্বের প্রাণ-স্বরূপ হইয়া তৎসঙ্গেই ব্রহ্মাণ্ড হইতে সমুত্থিত

হইয়াছিলেন। তিনি সেই একার্ণব হইতে এক সূক্ষ্ম বিশ্ব সৃজন পূর্ব্বক তাহাতে অগ্নিরূপে কার্য্য করিয়া উজ্জ্বলভাবে বিরাজিত ছিলেন। পুরাণ এই ব্রহ্মাণ্ডক্ষেত্রকে একার্ণব বলেন এই জন্য যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সূক্ষ্মভূত-সমূহ এক হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। আর ইহাকে বারিপূর্ণ অর্ণব বলেন এই জন্য যে, অনন্ত আকাশদেশে আকর্ষণ-শক্তিই (জল) প্রবলা হইয়া এক সূক্ষ্ম বিশ্বের সৃজন করিয়াছিল। আকর্ষণ-শক্তি প্রবলা না হইলে পৃথ্বী-শক্তির কাঠিন্য ঘটিবে কি রূপে? এই বারি-ভূত কি, তাহা আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবেই বিবৃত করিয়াছি। সেই প্রবল বারি-ভূতস্থ পুরুষকেই নারায়ণ বলে এবং তাঁহারই অনন্ত শয্যা এই কারণ-বারিপূর্ণ একার্ণব অনন্ত আকাশ। বিষ্ণুপুরাণেও আছে :—

"এই ভূতপঞ্চ নানাবীর্য্য ও পৃথগ্‌ভূত বলিয়া সংহতি বিনা সম্পূর্ণ মিলন না হওয়ায় প্রজা-সৃষ্টি করিতে অক্ষম। অন্যোন্য-সংযোগ এবং পরস্পর সমাশ্রয় জন্য সম্পূর্ণ ঐক্য প্রাপ্ত এবং এক সংঘাতের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পুরুষের অধিষ্ঠান এবং প্রধানের অনুগ্রহ-বশতঃ মহতত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত মিলিত হইয়া অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপাদন করে। বিষ্ণুর উত্তম সংস্থানভূত জল-বুদ্‌বুদবৎ বর্ত্তুলাকার উদকেশয় ঐ বৃহৎ প্রাকৃত অণ্ড ভূতগণের সাহায্য ক্রমে বিবৃদ্ধ হইল। অব্যক্ত-রূপ বিষ্ণু ঐ অণ্ডে ব্যবস্থিত হইলেন।"—১ অংশ ২ অধ্যায় ৪৮।৫২।

পুরাণে এই ব্রহ্মা কিরূপ বর্ণিত হইয়াছেন দেখুন :—

"একদা ভরদ্বাজ কৈলাসশিখরে প্রভাজালজড়িত মহর্ষি ভৃগুরে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! সাগর, গগন, শৈল, মেঘ, অগ্নি ভূমি ও বায়ুসমাবৃত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব কোন্ মহাত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন্ মহাত্মাতেই বা উহা প্রলয়কালে লয় প্রাপ্ত হইবে? * * * *

ব্রহ্মসঙ্কাশ ভগবান্ ভৃগু কহিলেন, "তপোধন! মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে, মানসনামে (চিন্ময় ব্রহ্ম) এক সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা,

নিত্য, অনাদি, অনন্ত, অভেদ্য, অজর, অমর, অব্যক্ত, অব্যয় পরম দেবতা আছেন। সেই দেবতা সর্ব্বাগ্রে মহৎকে সৃষ্টি করিলেন। মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি ও বায়ু এবং অগ্নি ও বায়ু হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। * অনন্তর সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভু একটি তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃষ্টি করিলেন। সেই পদ্ম হইতে বেদের নিধান ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। * * তৎকালে আকাশ প্রভৃতি এই পঞ্চভূত-দ্বারাই ব্রহ্মার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। * * * *। আকাশ তাঁহার উদর, সমীরণ নিশ্বাস, তেজ অগ্নি, এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয়রূপে পরিণত হইল। তাঁহার মস্তক আকাশমণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে এবং হস্ত সমুদায় দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল।"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ভৃগু ও ভরদ্বাজ সংবাদ। ১৮২ অধ্যায়।

উক্ত পদ্ম কি ?

"ভৃগু কহিলেন, মহাত্মা মানসের যে মূর্ত্তি ব্রহ্মার দেহরূপে আবিভূ্ত হইয়াছে, উহার আসন-বিধানার্থ (ব্রহ্মাণ্ড-বারিজাত) বিশ্বই পদ্মরূপে পরিকল্পিত হয়।"

ব্রহ্মার উৎপত্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথা বলিয়াছেন। এই ব্রহ্মাকেই লক্ষ্য করিয়া পুরুষ-সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

"বিরাজো অধি পুরুষঃ।"

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে আদি

* এস্থলে কারণতত্ত্বের ক্রমপরম্পরার বিভিন্নতার কারণ এই যে, বায়ু, তেজ ও সলিল এই ত্রিবিধ একই কারণ। এ কথা আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি।

পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইল। এক্ষণে সেই মন্ত্রই অপরার্দ্ধভাগে বলিতেছেন :—

"সেই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকেই অধিকরণ করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড শরীরাভিমানী কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। সেই পুরুষ কি প্রকার, তাহা শ্রুতি বলিতেছেন :—

"দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিঞ্চ সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা॥"

ব্রহ্মজ্ঞগণ স্বর্গকে যাঁহার মস্তক, আকাশকে নাভি, চন্দ্রসূর্য্যকে চক্ষু, দিক্‌কে শ্রোত্র এবং পৃথিবীকে চরণ বলেন, তিনি অচিন্ত্য ও সর্ব্বভূতের স্রষ্টা। এই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত পুরুষের সূক্ষ্মদেহ কিরূপ এবং সেই সূক্ষ্মদেহ কিরূপ কোষাত্মক হইয়া সূক্ষ্ম-শরীরী বিশ্বের উৎপত্তি করিয়াছে, তাহা পর-প্রস্তাবে গৃহীত হইবে।

ব্রহ্মার শরীর-সৃষ্টি।

মহত্তত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মভূত পর্য্যন্ত অমূর্ত্ত শক্তি-পুঞ্জের কথাই আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে আলোচনা করিয়াছি, সেই অমূর্ত্ত শক্তি-পুঞ্জ ব্রহ্মাণ্ডে একত্র কার্য্য করিয়া কিসের সৃষ্টি করিয়াছিল? শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রপাঠে জানিয়াছি, সেই শক্তি-সংঘাতে ব্রহ্মাণ্ডের কারণবারি-সুপ্ত নারায়ণের নাভি বা মধ্যদেশ হইতে এক বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছিল। মহাভারত বলিয়াছেন, সেই বিশ্ব তেজোময় দিব্য পদ্ম-স্বরূপ। সুতরাং তাহা এক অলৌকিক হিরণ্ময় দিব্য আর্ভীসম্পন্ন পদ্ম। এজন্য সেই পদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ বলে। এই হিরণ্যগর্ভই পুরাণের ব্রহ্মা। যাহা ব্রহ্মের হিরণ্ময় রূপ, তাহাই ব্রহ্মা। আর তাঁহার শরীরকে বিশ্ব বলে। যাহাতে তিনি অনুপ্রবিষ্ট, তাহাই বিশ্ব; বিশ্ব-শব্দের অর্থই তাই। যে সূক্ষ্ম-শক্তি পুঞ্জ এই বিশ্বশরীরের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই অহঙ্কৃত অবিদ্যা বীজ-নিহিত অমূর্ত্ত শক্তিপুঞ্জের প্রথম সূক্ষ্ম অবয়ব। এই সূক্ষ্ম অবয়ব একেবারে স্থূল মূর্ত্তিময় অবয়বে আসে নাই। কারণ, আমরা এই স্থূল বিশ্ব-দেহমূর্ত্তিতে দেখিতে পাই, তাহা সূক্ষ্ম শক্তি-সমূহেরই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য অবয়ব। সেই সকল সূক্ষ্মশক্তি কি একেবারেই স্থূল অবয়বে আসিয়াছিল? তাহা কি রূপে সম্ভব? প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যই অতি ধীরে ধীরে ও ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হয়। সুতরাং সেই সকল সূক্ষ্ম শক্তি স্থূল দেহাকারে আসিবার পূর্ব্বে তাহারা প্রথমে সূক্ষ্ম দেহকেই সংগঠিত করিয়াছিল। সেই সূক্ষ্ম শক্তিময় শরীরই বিশ্বরূপে বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে সম্ভূত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় কথা এই, আমরা এই স্থূল জগতে সকল দেহই বিচ্ছিন্ন জীবরূপে দেখিতে পাই। মৃত্তিকা, পর্ব্বত, সমুদ্র, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত শরীরই বিচ্ছিন্ন। শুদ্ধ এই পৃথিবীতে নহে, অন্তরীক্ষ-লোকে সমস্ত জ্যোতিষ্কগণের দেহ,—চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সকলই পরিচ্ছিন্ন দেহ-বিশিষ্ট। কিন্তু শাস্ত্র ত সে কথা বলেন নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডের কারণ-বারিতে একমাত্র পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সেই পদ্মই বিশ্ব। এই বিশ্ব সুতরাং সমষ্টি-অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়। তাহা যখন বিশ্বরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল, তখন তাহা অবশ্য দেহযুক্ত। সুতরাং সেই একমাত্র বিশ্ব নিশ্চয় সূক্ষ্ম-শরীরময়ই হইয়াছিল। সেই সূক্ষ্ম-শরীরময় বিশ্বই এই স্থূল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি-শরীর।

তৃতীয়তঃ। সেই ব্রহ্মাণ্ডে সেই ভূতপঞ্চ সংহতভাবে কার্য্য করিয়া কি করিয়াছিল? উহারা যদি বিশ্বপদ্মেরই সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই বিশ্বপদ্ম অবশ্যই এক যন্ত্ররূপী দেহ হইবে। কারণ, মায়াভিব্যক্ত ভূতপঞ্চক কারণ-রূপে ব্যক্ত হইতে গেলে যন্ত্রস্থ হইয়া কার্য্য করিবে। সেই যন্ত্র কি? না শরীর। শরীর কি? না, শক্তিপুঞ্জকে নিয়ন্ত্রিত করিবার যন্ত্র। সুতরাং তন্মাত্র-পঞ্চ কারণরূপে কার্য্য-তৎপর হইলেই স্বভাবতঃ শরীররূপ যন্ত্র গড়িবে। সেই শরীর তাহাদের কার্য্য-রূপে দেখা দিবে—অমূর্ত্ত কারণ হইতে অমূর্ত্ত কার্য্যোৎপন্ন হইবে। এই অমূর্ত্ত কার্য্যই সেই সূক্ষ্ম-শরীরী একমাত্র বিশ্বযন্ত্র—যে বিশ্বযন্ত্রের স্থূল অবয়ব, এই পরিদৃশ্যমান অসংখ্য সূর্য্য-মণ্ডল। আমরা আকাশে যে অসংখ্য সূর্য্যমণ্ডলের কথা মহা-ভারতীয় ভৃগুভরদ্বাজ-সংবাদে দেখিতে পাই, সেই অসংখ্য সূর্য্য-মণ্ডলের প্রত্যেকেই এক একটি যন্ত্র। কিরূপ যন্ত্র? সেইরূপ

যন্ত্র, যেমন এই পরিদৃশ্যমান সূর্য্যমণ্ডল একটি যন্ত্র—যাহার অন্তর্গত আমাদের পৃথিবী। এই অসংখ্য সূর্য্যমণ্ডল যখন সেই বিশ্ব-কোষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তখন তাহা নিজেই এক মহান্ সূক্ষ্ম-শরীরী যন্ত্র-বিশেষ। তাই আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, সেই বিশ্বস্থিত যে পরমাত্মা ব্রহ্মা নামে খ্যাত, তাঁহার দেহখণ্ড-সকল বর্ণনকালে শাস্ত্র সেই দেহ-খণ্ডগুলিকে চতুর্দ্দিক্-ব্যাপ্ত বলিয়াছেন। কিরূপ চতুর্দ্দিক্-ব্যাপ্ত, তাহা আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে বলিয়াছি। সুতরাং সেরূপ চতুর্দ্দিকস্থ বিশ্বশরীর কিরূপে স্থূল-অবয়বী হইবে? তাহা সূক্ষ্ম, অদৃশ্য রূপেই চতুর্দ্দিকেই ব্যাপ্ত হইয়া এক এক দেশে পরিচ্ছিন্ন আকারে এই স্থূল পরিদৃশ্যমান অগণ্য লোকের সৃষ্টি করিয়াছিল। যে ব্রহ্মার শরীর আকাশময় ব্যাপ্ত, তাহা অবশ্য সূক্ষ্ম-শরীরী-বিশ্বরূপেই ব্রহ্মাণ্ড হইতে সম্ভূত হইয়াছিল। বেদ এই অনুমানই সমর্থন করিতেছেন :—

"ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি।"—শতপথ ব্রাহ্মণ।

এই বিশ্ব সকলই ছন্দঃ। এই ছন্দই ভূলোক, অন্তরীক্ষ-লোক এবং স্বর্গলোক।

মাচ্ছন্দঃ। প্রমা চ্ছন্দঃ। প্রতিমা চ্ছন্দঃ। —শুক্ল যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

পরিদৃশ্যমান ভূলোক মিত চ্ছন্দঃ, অন্তরীক্ষলোক প্রমিত চ্ছন্দঃ এবং দ্যুলোক প্রতিমিত চ্ছন্দঃ। যাহা পরিদৃশ্যমান ভূলোক, তদ্দ্বারাই সূক্ষ্ম জগতের অনুমান সিদ্ধ হয়। এ জন্য যে ভূলোক মিত, তদ্দ্বারাই প্রমিত অন্তরীক্ষ-লোকের অনুমান। স্থূল ও পরিমিত শরীর হইতেই সূক্ষ্ম শরীরের অনুমান। সেই সূক্ষ্ম শরীর আবার তদূর্দ্ধতন স্বর্গলোকের প্রমাণ। এজন্য সেই স্বর্গলোক প্রতিমিত। সেই স্বর্গলোকেই ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। সেই ঈশ্বর

অমূর্ত্ত শক্তি-সম্পন্ন বা ঐশ্বর্য্যময়। সুতরাং এই স্থূল পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক সূক্ষ্ম-শরীরী বিশ্বের প্রমাণ করিতেছে এবং সেই সূক্ষ্ম-শরীরী বিশ্ব, পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সাক্ষী-স্বরূপ উপাধিগত ঈশ্বরেরই প্রমাণ। ছন্দঃ-শব্দের অর্থ—তালে তালে গতি।

তবেই শাস্ত্রে আমরা যে ব্রহ্মাণ্ড-জাত বিশ্বকমলের কথা দেখিতে পাই, তাহাকে এক সমষ্টি-সূক্ষ্ম-শরীরী বিশ্ব-রূপেই অনুমান করিতে হয়। এ অনুমান বেদবাক্য-দ্বারাও 'সমর্থিত হয়। বেদ যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানময়, সেই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের বিচারে বলিতে গেলে, আমাদের অনুমান অধ্যাত্ম বিজ্ঞান-সম্মত। বেদান্তবাদী শ্রীমদ্ভারতী-তীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর কি বলিতেছেন দেখুন ঃ—

"যেমন বস্ত্র মধ্যে সূত্র সকল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন। তিনিই সূক্ষ্মদেহ হিরণ্যগর্ভ-রূপে পরিব্যাপ্ত আছেন বটে, তথাপি কোন রূপেও লক্ষিত হন না। তিনি লিঙ্গ শরীরোপাধিক জীবসমূহের সমষ্টিরূপ। সেই হিরণ্যগর্ভই সর্ব্বপ্রকার লিঙ্গ-শরীরের অভিমানী এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াদি শক্তিমান্।

যেমন প্রভাত-কালে কিংবা সায়ংকালে অল্প অল্প অন্ধকারে জগৎ আবৃত থাকে এবং সেই সময়ে সর্ব্ব পদার্থ অস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়, কোন বস্তুই সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না, সকলই সেই অন্ধকারে এক সমান একভূমি দেখায়, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভাবস্থায় এই অনন্ত জগৎ অস্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হয়।

যেমন চিত্রিত পট-খণ্ডকে প্রলিপ্ত করিলে সেই বস্ত্রগত মসীপাতাদি চিত্রবর্ণ সকল অব্যক্তরূপে প্রকাশ পায়, তেমনি সেই ঈশ্বরাবয়ব দ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সূক্ষ্মরূপ এই জগৎ পঞ্চভূতের

কার্য্যস্বরূপ লিঙ্গশরীর দ্বারা লাঞ্ছিত হইলে অস্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হয়। শস্য বা শাকজাতি-সকল প্রথমাবস্থায় যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন ঐ শস্য বা শাকজাতি-সকল যেমন অত্যন্ত কোমল থাকে, সেইরূপ এই জগৎও প্রথমাবস্থায় অতি কোমলরূপে প্রকাশ পায়।

যখন সূর্য্যের প্রখর কিরণে জগৎ আলোকিত হয়, তখন যেমন জগতের যাবতীয় পদার্থ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, যেমন বিবিধ বর্ণদ্বারা রঞ্জিত পটখণ্ডের চিত্র-পুত্তলিকা সকল সুব্যক্ত প্রকাশ পায় এবং যেমন শস্য ও শাক-জাতি ফলবান হইলে ঐ শস্য ও শাক-জাতি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বিরাট্ অবস্থাতে এই জগৎ অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।

পুরুষ-সূক্তের বিশ্বরূপ বর্ণনাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাদি-স্তম্ব পর্য্যন্ত এই বিশ্ব সেই বিরাট্ পুরুষের অবয়ব-স্বরূপ। এই জগতে আকীট ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যত পদার্থ আছে, সকলই তাঁহার অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং সর্ব্বস্থানেই তিনি ওতপ্রোত হইয়া বিদ্যমান আছেন।" *

তবেই পঞ্চদশীকার বলিলেন, যেমন এই স্থূল বিশ্ব ব্রহ্মের অনন্ত স্থূল শরীর, তেমনি সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরই হিরণ্যগর্ভের বা ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীর। বাহ্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার কিরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন দেখুন :—

"Setting out from the conclusion lately reached, that all things known to us are manifestations of the Unknowable * * * * we find that the manifestations, considered simply as such are divisible into two great classes called by some Impressions and Ideas * * * We may do this

* পঞ্চদশী—চিত্রদীপ—১৯৯ হইতে ২০৫ শ্লোক।

most effectually by classing the manifestations as Vivid and Faint respectively."—First Principles.

এই Vivid এবং Faint manifestationsএর সহিত পঞ্চদশী-কারের উদ্ধৃত বাক্যাবলি তুলনা করিলেই প্রতীত হইবে, তিনি অস্পষ্ট দৃশ্য এবং সুস্পষ্ট দৃশ্য কাহাকে বলিয়াছেন। অতএব, ব্রহ্মের এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা :—

(১) ব্রহ্মের উপাধিরহিত কেবল অবস্থা—The unmanifested Self। এই অবস্থায় তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া কার্য্য-কারণের অতীত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। এই অবস্থার নাম তুরীয় অবস্থা। এই অবস্থায় তিনি দৃক্।

(২) দ্বিতীয় অবস্থায় ব্রহ্ম মায়ারূপ উপাধি-ধারণ করিয়া উপহিত হয়েন—The manifested Self—দৃশ্য। এই দৃশ্যাবস্থা সত্ত্বগুণ-প্রধান। এই সত্ত্বগুণ-প্রধান উপহিত অবস্থায় তিনি সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব এবং বেদান্তীর ঈশ্বর, এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের —The Universal Intelligence pervading Space.

৩। তৃতীয় অবস্থায় ব্রহ্ম, রজোগুণ-প্রধান মায়াশ্রিত শক্তিময় সূক্ষ্মশরীরী। এই অবস্থায় তাঁহার সূক্ষ্ম কারণাবস্থা কার্য্যকরণে প্রবৃত্ত। এই অবস্থায় ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। এই হিরণ্যগর্ভই দ্বিতীয় পুরুষ।

৪। সূক্ষ্ম কার্য্যকারণ বা কার্য্য-করণ (কার্য্যের কারণই কার্য্যের করণে পরিণত) যখন স্থূল কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কেবল কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মের কার্য্যাত্মক অবস্থা হয়। এই অবস্থায় তিনি তমোগুণ-প্রধান মায়াশ্রিত তৃতীয় পুরুষ—বিরাট্, বিশ্ব-বৈশ্বানর বা প্রজাপতি। যিনি প্রাণরূপে হিরণ্যগর্ভ, তিনিই জগৎ

প্রাণরূপে বিরাট্ বা কার্য্যব্রহ্ম বা কর্ম্মপুরুষ। ব্রহ্মাই যে প্রথম শরীরী পুরুষ, শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন :—

"আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।"
"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।"

"প্রথমে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, এই ব্রহ্মাই আদি-শরীরী পুরুষ ও ভূতসমূহের পতি।"

এই ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের আদি-শরীরই কারণ-শরীর। সৃষ্টি-কার্য্যে সেই কারণ-শরীরের বিকাশেই এই স্থূল পরিদৃশ্যমান বিশ্বের বিকাশ হয় এবং সেই বিশ্ব অসংখ্য জীবশরীর-পূর্ণ হয়। যেহেতু, কার্য্যমাত্রই কারণের বিকাশ মাত্র।

অতএব, আমরা এই সৃষ্টিতত্ত্ব-পর্য্যালোচনায় দ্বিবিধ আদি-কারণ পাইতেছি। একবিধ আদি-কারণ মহত্তত্ত্বের উপাধিগত ব্রহ্ম; তিনিই ঈশ্বর-নামে প্রসিদ্ধ। অন্যবিধ কারণ, এই বিশ্বশরীরের আদি কারণ-শরীর। ঈশ্বরের শরীর নাই, কিন্তু ব্রহ্মার শরীর আছে। ঈশ্বরের উপাধি অমূর্ত্ত মহামায়া; সেই মহামায়া কেবল ত্রিগুণময় সূক্ষ্ম শক্তিপুঞ্জ। এই শক্তিপুঞ্জ কেবল ঈশ্বরের কার্য্য করিবার সাধন-মাত্র। সেই জন্য এই মহামায়াকে কেহ কেহ ঈশ্বরের শাক্ত-শরীরও বলিয়া থাকেন। যেহেতু, তাহা ঈশ্বরের কার্য্য করিবার যন্ত্র। কিন্তু যে অর্থে ব্রহ্মার শরীর, শরীর; সে অর্থে ঈশ্বরের শাক্ত-শরীর শরীর নহে। ব্রহ্মার দেহ সৃষ্টিকালে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরের শক্তিপুঞ্জ কার্য্য করিতেছে। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বশরীরের সাক্ষাৎ-কারণ বা উৎপত্তি-স্থান—ব্রহ্মার কারণ-শরীর। ঈশ্বরের শাক্ত-শরীর যে মায়া-সংগঠিত, ব্রহ্মার কারণ-শরীর সে

মায়াদ্বারা গঠিত নহে। তাঁহার উপাধি মলিনসত্ত্বময় অহঙ্কৃত মায়া বা অবিদ্যা। অবিদ্যা বিশ্ব-প্রলয়কালে সমগ্র জীবের সূক্ষ্ম-শরীরের সমষ্টি হইতে সম্ভূত হইয়াছিল। সুতরাং সেই অহঙ্কৃত অবিদ্যাময় ব্রহ্মার শরীররূপ কারণ-বিশ্ব সূক্ষ্ম-শরীরী হইয়াছে। এ কথা বুঝিতে হইলে বিশ্বের প্রলয়-ব্যাপার বুঝা চাই। যেহেতু, প্রলয়ই সেই অবিদ্যার কারণ। সেই জন্য আমাদিগকে অগ্রে সৃষ্টি ও প্রলয়-তত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইতেছে।

সৃষ্টি ও প্রলয়।

প্রলয়ের প্রকৃতি।

ঋগ্বেদের ষষ্ঠমণ্ডলে ৪৮ সূক্তের ২২ মন্ত্র এই :—

"সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ ভূমিরজায়ত।
পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎ পয়স্তদন্যো নানুজায়তে॥"

"একবার মাত্র দ্যুলোক উৎপন্ন হইয়াছে;—একবার মাত্র ভূলোক উৎপন্ন হইয়াছে; মরুৎগণের মাতা হইতে একবার মাত্র দুগ্ধ হইয়াছে। এই সকল পদার্থ অন্য হইয়া আর বার বার সৃষ্ট হয় না। পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিতে এই সকল-পদার্থ পুনঃ পুনঃ হয়।"

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় এইরূপ অর্থ করেন। তিনি ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝাইতে গিয়া বলেন, সেই মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে ব্রহ্ম-কৃত সৃষ্টি এবং উত্তরার্দ্ধে ব্রহ্মা-কৃত সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। যাহা তিনি ব্রহ্ম-কৃত সৃষ্টি বলিয়াছেন, তাহাই আমরা ব্রাহ্মী সৃষ্টি বলিয়া বিবৃত করিয়াছি। ব্রহ্মার সৃষ্টি-কথা বলিবার পূর্ব্বে সেই সৃষ্টির ধর্ম্ম বেদবাক্যদ্বারাই প্রকাশ করিলাম। উদ্ধৃত বেদমন্ত্র যে ব্রহ্মার সৃষ্টি-সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে, তাহার হেতু এই যে, তাহাতে যে দ্যুলোক এবং ভূলোকের কথার উল্লেখ আছে, তাহা ব্রহ্মারই সৃষ্টি। ব্রহ্মব্রত-সামাধ্যায়ী মহাশয়ও সেই কথাই বলেন :—

"খণ্ড-প্রলয়ে এ সকল পদার্থের বীজ একার্ণব-জলে অবস্থিত থাকে, একেবারে নষ্ট হয় না। ব্রহ্মা যখন সেই একার্ণব-সলিলকে ঘনীভূত করিয়া পৃথিবী (বিশ্ব) সৃষ্টি করেন, তখন সেই বীজ-সকল সেই পৃথিবী হইতে প্রকটিত হওয়াতে দ্যুলোকাদি

লোক-সকল প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে। 'দ্যুলোক' বলিতে দ্যুলোকের দেবগণ বুঝিবে; এবং 'মরুৎগণের মাতা' বলিতে অদিতি-দেবী বুঝিতে হইবে। 'দুগ্ধ' বলিতে ওষধি অর্থাৎ ব্রীহি-যব প্রভৃতি শস্য-সকল বুঝিবে।"

সৃষ্টি ও প্রলয়ের আদিকাল-নির্দ্দেশ।

তবেই বেদ বলিয়াছেন, সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে পুনঃ পুনঃ হইতেছে। তবে যে সৃষ্টি বার বার হইতেছে, তাহার কি আদি সম্ভবে না? প্রতিবারেই তাহার আদিকাল অবশ্যই আছে। যে কালে মায়াময়ী প্রকৃতি পুরুষ-সংসর্গে ক্ষোভিত হইতে আরম্ভ হইয়া এই বিশাল বিশ্বের বিরাট্ রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হ'ন, সেই প্রারম্ভ-কালকে সৃষ্টির আদি বলা যাইতে পারে। ঠিক কোন্ সময়ে এই সংক্ষোভের প্রারম্ভ ঘটে, পূজ্যপাদ নাগেশ-ভট্ট তাহা এইরূপ বলিয়াছেন :—

"অপরিপক্বপ্রাণিকর্ম্মভিঃ কালবশাৎ প্রাপ্তপরিপাকৈঃ স্বফলপ্রদানায় ভগবতোঽবুদ্ধিপূর্ব্বিকা সৃষ্টির্মায়াপুরুষৌ প্রাদুর্ভবতঃ। ততঃ পরমেশ্বরস্য সিসৃক্ষাত্মিকা মায়াবৃত্তির্জায়তে।"—মঞ্জুষা।

প্রলয়াবস্থাতে বহুকাল অবস্থান করিবার পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-ন্যায়ে (Law of Action and Reaction) প্রাণীদিগের সকাম-ভাবে কৃতকর্ম্মসকল যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক (without premeditation) সৃষ্ট মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়। পরমেশ্বরের সিসৃক্ষাত্মিকা মায়াবৃত্তির বিকাশ হয়।"—আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ।

অতএব, প্রতি প্রলয়ের পর সৃষ্টির যেমন নির্দ্দিষ্ট কাল-পরিমাণ আছে, সৃষ্টির পর প্রলয় ঘটিবারও তেমনি নির্দ্দিষ্ট কাল-পরিমাণ আছে। পূজ্যপাদ নাগেশ-ভট্ট সেকালও এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"প্রলয়ে নিয়তকালপরিপাকাণাং সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মণামুপভোগেন প্রলয়াধীন-

সর্ব্বজগৎ কামায়া চেতন ঈশ্বরে লীয়তে। লয়শ্চায়ং পুনঃ প্রাদুর্ভাবফলকো নাত্যন্তিকো নাশঃ।"—মঞ্জুষা।

"নিয়তকালপরিপক্ক সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্ম উপভোগ-দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হইলে এই জগৎ স্থূল রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বকারণ ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। লয়-শব্দের অর্থ আত্যন্তিক নাশ নহে, তাহার অর্থ এরূপ লীনাবস্থা যাহা পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইতে পারে।"

যাহা পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভাব হইতে পারে, তাহারই আদিকালকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্র বলিয়াছেন, একবার মাত্র দ্যুলোকাদি উৎপন্ন হইয়াছে।

সৃষ্টি ও প্রলয় এক মিথুন।

সাংখ্যকার বলিয়াছেন, স্বকারণে লীন হওয়ার নামই নাশ।

"নাশঃ কারণলয়ঃ।"—সাং দং।১।১২১।

সুতরাং প্রলয় বলিতে এমত বুঝাইতেছে না যে, জগতের এককালীন একেবারে ধ্বংস হইতেছে। তাহা স্ব স্ব কারণে আসিয়া লীন হইতেছে বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। কালক্রমে তাহার আবার প্রাদুর্ভাবের নিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতএব সৃষ্টি ও প্রলয় এক মিথুন। পৌনঃপুনিক সৃষ্টির অন্য হেতু এই। প্রলয় না ঘটিলে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? কোন কার্য্যের পুনঃ সূত্রপাত হইতে গেলেই তাহার পূর্ব্ব-বিনাশ সাব্যস্ত কথা। এ জন্য পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি-কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রলয়ের চিন্তা অত্যাবশ্যক হইতেছে।

জীবশরীরে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যাহা নিয়ত গতিশীল, তাহাই জগৎ।

"গচ্ছতি উৎপত্তিস্থিতিলয়ান্ প্রাপ্নোতীতি জগৎ।"—সারস্বত ব্যাকরণ।

জগৎ কিরূপ গতিশীল? যাহা নিরন্তর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই যদি জগৎ হয়, তবে তাহার সেই নিরন্তর পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন নিরন্তর গতি অবশ্যম্ভাবী। এই উৎপত্তি ও লয় কখন সমান ব্যাপার নহে। উৎপত্তি রাগের, লয় বিরাগের কার্য্য। লয় ভেদ করিয়া দেয়, উৎপত্তি সংসর্গিত বা সংযুক্ত করে। লয় ত্যাগ করে, উৎপত্তি গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রহণ ত্যাগ-সাপেক্ষ। এক পক্ষে ত্যাগ না হইলে অন্যপক্ষে গ্রহণ হয় না। ত্যাগ যে ক্রিয়া করে, গ্রহণ-দ্বারা তাহার প্রতিক্রিয়া হয়। সুতরাং রাগ ও বিরাগ পরস্পর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।

মানব-দেহতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় প্রতীত হয়, এমত মুহূর্ত্ত নাই, যে মুহূর্ত্তে শরীরের পরিবর্ত্তন হইতেছে না। প্রতি মুহূর্ত্তে শরীর-মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। লয়-ক্রিয়া দ্বারা যে গতির উৎপত্তি হয়, সৃষ্টির প্রতিক্রিয়া ঠিক তাহার সমান ও বিপরীত বলিয়া শরীরের স্থিতি ও সামঞ্জস্য ঘটে। এজন্য বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন :—

"To every action, there is always an equal and contrary re-action."—Newton's Third Law of Motion.

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া যুগপৎ বলিয়া গতির সামঞ্জস্য সাধন হয়। সামঞ্জস্য-সাধন হেতু শরীরের স্থিতি ঘটে। কিন্তু শরীরের আর এক প্রকার গতি আছে। সেই গতি-অনুসারে জন্ম, শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা, জরা এবং মৃত্যু সংঘটন হয়। শরীরের এই ষড়্‌বিকার দ্বারা অগ্রে তাহার পরিপুষ্টি এবং পরিণতি হয়, পরে তাহার হ্রাস হয়। শরীর যখন বৃদ্ধি এবং পরিণতিমুখী থাকে, তখন তাহার গতি অতি মৃদু ও ধীর; কিন্তু তাহার হ্রাস-কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হয়। সুতরাং শরীরের আবির্ভাবগতির যে নিয়ম, তিরোভাব-গতির সে নিয়ম নহে। সৃষ্টি শৈত্যের কার্য্য, লয় অগ্নির কার্য্য।

অগ্নি হইতে অগ্নির বৃদ্ধি হয় বলিয়া গতিরও বৃদ্ধি হয়। এজন্য শরীরের অপক্ষয় দ্রুততর গতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই জীব-শরীরের যতদিন বৃদ্ধি-সম্পন্ন হয়, ততদিন শারীরিক সৃষ্টি ও লয় কার্য্যে শারীরপদার্থের ত্যাগ ও গ্রহণ, শরীর-মধ্যে এমতভাবে নিবদ্ধ থাকে, যদ্দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। ততদিন শরীর ক্রমশঃ বহির্মুখ হওয়াতে তাহার উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তিসাধন হয়। শরীরের এই বহির্মুখী গতিকে সৃষ্টি-ক্রিয়া বলা যায়। এই সৃষ্টি-ক্রিয়া-দ্বারা শরীর ক্রমশই গড়িয়া আসিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু শরীরের যখন জরা উপস্থিত হয়, তখন আর সৃষ্টিক্রিয়া প্রবলা থাকে না; তখন প্রলয়ের প্রাবল্য হয়। প্রলয়ের এই প্রাবল্য হইলে শরীরের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। শরীরে তখন ত্যাগ-ক্রিয়াই প্রবলা; শরীরের ত্যাগ-ক্রিয়া এরূপে চলিতে থাকে, যদ্দ্বারা সেই শরীরের অপক্ষয় হইতে থাকে। তখন কে সেই ত্যক্ত পদার্থকে গ্রহণ করিতে থাকে? তখন প্রকৃতি তাহা গ্রহণ করিয়া লয়। তখন পাঞ্চভৌতিক দেহ ক্রমশঃ নিজ কারণে লীন হইতে থাকে।

মানব-শরীরের যে নিয়ম, সর্ব্ব জীবেরই সেই নিয়ম। চেতন, অচেতন, স্থাবর, জঙ্গম,—সর্ব্ববিধ জীব-শরীরের একই নিয়ম। আবির্ভাব হইলেই তিরোভাব অবশ্যম্ভাবী; ক্রিয়া হইলেই প্রতিক্রিয়া অবশ্যই ঘটিবে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া এবং আবির্ভাব ও তিরোভাব পরস্পর-সংযুক্ত। যে খানে ক্রিয়া আছে, সেই খানে সেই ক্রিয়া হেতু ক্ষয় আছে। কর্ম্মের সহিত ক্ষয় একত্র-সংযুক্ত :—

"All work, as we have seen, implies waste."

—Physiology by Huxley.

যে যন্ত্র কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মদ্বারাই তাহার ক্ষয় হয়। শারীর-যন্ত্রেরও সেই নিয়ম। কর্ম্ম হেতু একদা সৃষ্টির প্রাবল্য হয়; সেই সৃষ্টির পরিণতি হইলেই প্রলয়ের প্রাবল্য হইতে থাকে। জীব-ব্রহ্মাণ্ডের যে নিয়ম, বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডেরও সেই নিয়ম।

সৃষ্টি ও লয়ের গতি।

বিশ্ব-শরীরের এই সৃষ্টি ও লয় কিরূপ ক্রিয়া? সৃষ্টি হইতে এই বাহ্য জগতের বিকাশ হয়; লয় বাহ্য রূপের বিনাশ সাধন করে। লয়ের অর্থ যদি আত্যন্তিক ধ্বংস না হয়, লয়ের অর্থ যদি কারণে লীন হওয়া হয়, তবে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ব্রহ্মসত্ব উপাদান-কারণকে ক্রমশই ব্যাকৃত করিয়া বহির্জগতে মূর্ত্তিমান্ করিয়া দেয়; লয়-ক্রিয়া আবার তাহাকে সেই উপাদান-কারণে পরিণত করিয়া আনে। প্রকৃতির এই উভয়মুখী ক্রিয়ার নাম সৃষ্টি ও লয়। তাই সাংখ্য-মতে প্রকৃতির বিসদৃশ-পরিণামে সৃষ্টি এবং সদৃশ-পরিণামে লয় হয়। সৃষ্টির গতি বহির্ম্মুখী এবং লয়ের গতি অন্তর্ম্মুখী। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বেদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ঃ—

"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষন্তঃ॥"—ঋগ্বেদ সংহিতা।২।৩।২৩।

"আমি সেই সর্ব্বকারণ বিশ্বরক্ষক গোপাল এবং অনিপদ্যমানকে (অবিষন্ন, অক্ষয় অব্যয়কে) দেখিয়াছি। তিনি অবিকারী এবং বিকারী—অপরিণামী এবং পরিণামী। তাঁহার পরিণামিভাব অপরিণামিভাবের বক্ষে ধৃত হইয়া অবস্থান করে—একথাও আমি শুনিয়াছি। পরিণামিভাবের গতি উভয় দিকেই যায়—একবার বহির্ম্মুখে যায়, আবার অন্তর্ম্মুখে ফিরিয়া আইসে। সেই জগদাকারে বিবর্ত্তিত সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার আচরণ ও পরাচরণ বা আগমন ও প্রত্যাগমন আমি সন্দর্শন করিয়াছি।"—আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ।

ভগবান্ যাস্ক এই ঋকেরই ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ সত্ত্বের হৃদয়ে (২১ পৃষ্ঠা দেখ) দণ্ডায়মান হইয়া রজঃ ও তমঃ ক্রীড়া করে। পুরাণও এই বৈদিক সূক্ষ্মতত্ত্বের স্থূল প্রতিমা আঁকিতে গিয়া দেখাইয়াছেন, মহাকালের বক্ষঃস্থলে কাল-শক্তি-রূপিণী নৃত্যকালী দণ্ডায়মানা। কালীই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কারিণী শক্তি। পরে এই প্রতিমা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

বিশ্ব-শরীরের সৃষ্টি ও লয়।

তবেই বেদ বলিলেন, মায়ার দ্বিবিধ গতি—বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী—(আচরণ ও পরাচরণ,—পরাচীন বা কেন্দ্রাতিগ centrifugal ও প্রতীচীন বা কেন্দ্রাভিগ centripetal)। যত দিন মায়ার বহির্মুখী গতি থাকে, তত দিন সৃষ্টি-প্রপঞ্চ থাকে, যখন তাহার গতি অন্তর্মুখী হয়, তখন লয় আরব্ধ হইয়া এই প্রপঞ্চের উপসংহৃতি হয়। ক্রিয়াশীল মায়ার বহির্মুখী গতিতে মায়া বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া এই বৃহৎ বিশ্বে ব্যাকৃত হয়, আবার অন্তর্মুখী গতিতে সেই ব্যাকৃত বিশ্ব উপসংহৃত হইলে বীজরূপে পরিণত হয়। যেমন বৃহৎ অশ্বত্থ, বীজে পরিণত হয়, তদ্রূপ। আবার যেমন সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষে বিসারিত হয়, তদ্রূপ সৃষ্টি-কালীন মায়া বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া বিশাল বিশ্বে পরিণত হয়। বাস্তবিক মায়াশব্দের অর্থই তাই। শৈবদর্শনে সেই রূপ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। *

অতএব, আমাদের জীবশরীরের যে নিয়ম, বৃহৎ বিশ্ব-শরীরেও সেই একই নিয়ম। যে প্রকৃতির নিয়মে আমাদের দেহের জন্মাদি

* "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ"-নামক গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।

ষড়্বিধ পরিণাম ঘটে;—সেই সাধারণ নিয়মে বিশ্বশরীরেরও সৃষ্টি প্রপঞ্চ, তৎপরে তাহার লয়-পরিণাম উপস্থিত হয়।

পুরাণে প্রলয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শরীরের হ্রাস-পরিণাম আরম্ভ হইলেই লয়ের কার্য্য অনিবার্য্য বেগে চলিতে থাকে। ক্রমে সমস্তই বিনাশ-মুখী হইয়া বিলীন হয়। বিলীন হয় কিসে? যে যাহার কারণ, তাহাতে তাহা বিলীন হয়। সুতরাং যখন লয়-কার্য্য চলিতে থাকে, তখন চারিদিকেই অগ্নিশক্তি প্রবলা হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। পুরাণ এই অমূর্ত্ত প্রলয়াগ্নি-শক্তিকেই দৃশ্যমান শিখাযুক্ত অগ্নি-রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। কারণ, সূক্ষ্মকে স্থূলরূপে ব্যক্ত করাই পুরাণের কার্য্য। এই দেখুন, পুরাণে বিশ্বের এই প্রলয়াবস্থা কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—

"প্রলয়-সময়ে সূর্য্য এবং অনলের সপ্তশিখা সমুদিত হয় এবং উহাদের সমুজ্জ্বল তেজঃপ্রভাবে সমুদয় জগৎ প্রজ্বলিত হইতে থাকে। ঐ সময় পৃথিবীস্থিত সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ উহাতে লীন হইলে ভূমণ্ডল বৃক্ষ ও তৃণপরিশূন্য হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় নিরীক্ষিত হয়। তৎপরে সলিল ভূমির গুণ গ্রহণ করে। জল পৃথিবীর গুণ গ্রহণ করিলেই উহার প্রলয়দশা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময় সলিল-রাশি চতুর্দ্দিক আপ্লাবিত করিয়া তরঙ্গজাল বিস্তার পূর্ব্বক গভীর শব্দ-সহকারে প্রবলবেগে বিচরণ করিতে থাকে। তৎপরে জ্যোতিঃ সলিলের গুণ গ্রহণ করিলে সলিলও অগ্নিতে পরিণত হয়। ঐ সময় হুতাশনের শিখাজাল মধ্যস্থ সূর্য্যমণ্ডলকে তিরোহিত করে এবং নভোমণ্ডল জ্বালাপটলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তৎপরে বায়ু, জ্যোতির গুণ রূপকে গ্রহণ করে। সমীরণ জ্যোতির্গুণ গ্রহণ করিলে জ্যোতিঃ প্রশান্তভাব অবলম্বন করে এবং সমীরণ আপনার উৎপত্তিস্থান আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবলবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। তৎপরে আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করিলে বায়ু প্রশান্তভাব ধারণ করিয়া

থাকে এবং আকাশ রূপ, স্পর্শ, গন্ধবর্জ্জিত ও আকার-পরিশূন্য হইয়া অব্যক্ত-শব্দের ন্যায় অবস্থান করে। আকাশ অব্যক্ত শব্দের ন্যায় অবস্থিত হইলে প্রকাশাত্মক সূক্ষ্মস্বরূপ মন আত্মপ্রকাশিত আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করিয়া থাকে। ইহারই নাম স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়।

"তৎপরে চন্দ্রমা মনকে গ্রাস করে। মন গ্রস্ত হইলে জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি উহার গুণগ্রাম তৎকালে চন্দ্রেই অবস্থান করিয়া থাকে। সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মন বহুকালের পর বৈষয়িক সংকল্পকে আরম্ভ করে। তৎপরে ব্রহ্মে অভেদ জ্ঞানরূপ সংকল্প (সাংখ্যের অহঙ্কার—ঈশ্বরের ঈক্ষণ বা সৃষ্টিচিন্তা) সেই চন্দ্রসংজ্ঞক মনকে (অন্তঃকরণ বা সূক্ষ্মশরীরকে), শ্রেষ্ঠজ্ঞান (বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব) সেই সংকল্পকে, কাল সেই শ্রেষ্ঠজ্ঞান ও বলরূপ আপনার শক্তিকে (কালশক্তি) এবং বিদ্যা সেই কালকে গ্রাস করিয়া থাকে। তৎপরে সেই বিদ্যা অব্যক্ত-শব্দে (অক্ষর প্রকৃতিতে) এবং সেই অব্যক্তশব্দ আত্মায় (ব্রহ্মসত্ত্বে) প্রবিষ্ট হয়। আত্মাই নিত্য, অব্যক্ত, পরমব্রহ্ম। এই রূপে ভূত-সমুদায় পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বৎস! তুমি পরম সুপণ্ডিত, এই নিমিত্ত আমি তোমার নিকট যোগিগণের জ্ঞেয় ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এবং ব্রহ্মার যুগ-সহস্রদ্বয়াত্মক অহোরাত্রির বিষয় নিঃসংশয়ে আনু-পূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম।" *

অন্যস্থলে :—

"অনাদিনিধন ভগবান্ প্রজাপতি বারংবার জীবগণের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন। সৃষ্টির সময় অতীত হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি জগতের সংহারার্থ মহারুদ্রকে প্রেরণ করেন। সেই রুদ্রদেব সূর্য্যরূপী হইয়া আপনারে দ্বাদশ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় স্বীয় তেজঃ প্রভাবে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চারিপ্রকার প্রাণীকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার তেজের উন্মেষ হইবামাত্র প্রথমত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায়-পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময় পৃথিবী কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের সদৃশ হইয়া উঠে। তখন অমিত-পরাক্রম রুদ্রদেব অনতিবিলম্বে সলিল-সঞ্চার দ্বারা পৃথিবীকে দ্রবীভূত করিয়া

* মহাভারত। শান্তিপর্ব্ব। ২৩৩ অধ্যায়।

ফেলেন। তৎপরে কালাগ্নি-প্রভাবে ঐ সলিলরাশি শুষ্ক হইয়া যায়। সলিল শুষ্ক হইলে ঐ কালাগ্নি ভয়ানক রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন অষ্টমূর্ত্তিধারী বলবান্ বায়ু জীবের উষ্মাস্বরূপ সেই প্রজ্বলিত পাবককে গ্রাস করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। পরে আকাশ ভীষণ বায়ুকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তদনন্তর মন আকাশকে, অহঙ্কার মনকে, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারকে এবং জগদীশ্বর ঐ অনুপম মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করেন। * * * জগদীশ্বরই সর্ব্বান্তর্য্যামী অন্তরাত্মা। মহত্তত্ত্বের নাশের পর সমুদায় পদার্থ তাঁহাতেই বিলীন হয়। তাঁহার হ্রাস, বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। তিনি ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমানের স্রষ্টা।"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

স্থলান্তরে :—

"প্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূত উৎপন্ন হয়। সাংখ্যবাদীরা এই আটটীরেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশাদি পঞ্চভূত ও মন এই ষোড়শটী ঐ আট প্রকৃতির বিকার। যে পদার্থ হইতে যে পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা সেই পদার্থেই লীন হইয়া থাকে। তরঙ্গমালা যেমন সাগরে উৎপন্ন ও সাগরেই বিলীন হয়, তদ্রূপ গুণ সমুদায় ক্রমে ক্রমে গুণ হইতে উৎপন্ন ও গুণেতেই বিলীন হইয়া যায়। এই আমি (বশিষ্ঠ) তোমার (জনক) নিকট সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, জগদীশ্বরই প্রলয়-কালে একমাত্র থাকেন ; সৃষ্টি সময়ে তাঁহার বিবিধ রূপ ধারণ করিতে হয়। অব্যক্ত প্রকৃতি যেমন দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিকালে নানারূপ ও প্রলয়কালে একরূপ প্রাপ্ত করায়, তদ্রূপ জীবাত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহুরূপ ও প্রলয়কালে একরূপ উৎপাদন করিয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মার অধিষ্ঠিত দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।" *

আমরা বশিষ্ঠ ঋষিমুখে শুনিলাম, প্রলয়ে সমস্ত জগৎ-সংসার

* মহাভারত। শান্তিপর্ব্ব। সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

নিজ নিজ কারণে লীন হইতে থাকে। সৃষ্টিকালে যে অনুলোম-ক্রমে প্রকৃতি ব্যাকৃত হইয়া স্থূল জগতে পরিদৃশ্যমান হয়েন, লয়-কালে ঠিক তাহার বিপরীত বিলোম-ক্রমে জগৎ আবার সংহৃত হয়। কারণ, আমরা দেখিলাম যে, লয়-পরিণাম ঘটিলে এই ব্যক্ত ও স্থূল বিশ্ব তাহার কারণরূপ হিরণ্যগর্ভে লীন হইল, হিরণ্যগর্ভ আবার নিজ কারণরূপ পঞ্চ সূক্ষ্মাত্মক কারণ-ব্রহ্মাণ্ডে লীন হইল। প্রলয়ে এই আদিশরীরী ব্রহ্মা পঞ্চসূক্ষ্মভূতে বিলীন হইলে সর্ব্ব-শরীরের লয় ঘটে। তখন থাকে কেবল পঞ্চসূক্ষ্মভূত ও সাহঙ্কার মহৎ। এই সগুণা প্রকৃতি-সপ্তও প্রধানে আসিয়া লীন হয়। তাঁহাদের গুণভাব তিরোহিত হইলে সেই সপ্ত প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় হয়। প্রলয়কালে এই প্রকৃতির গুণসাম্য (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের নিষ্ক্রিয় অবস্থা) ঘটে এবং পুরুষ প্রকৃতি অন্ধ-পঙ্গুবৎ অথবা বৃক্ষলতাবৎ আশ্রিত আশ্রয়-ভাবে অবস্থিত হন। প্রলয়াবস্থায় পুরুষ-প্রকৃতি কিরূপ অবস্থিত থাকেন, সাংখ্যকার তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন :—

"প্রলয়কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক, বা অন্য কোন বস্তু ছিল না; তখন কেবল প্রধান, ব্রহ্ম, ও পুরুষ-মাত্র ছিলেন।"—১অং ২অ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদান্ত মতে প্রধান "অসৎ" রূপে ব্রহ্মেই লীন ছিলেন। সুতরাং তখন কেবল ব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিলনা। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহাতে অন্তর্লীন। পরব্রহ্মের এই অবস্থা গীতায় অর্জ্জুনের মহাস্তোত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ই সগুণ দেবতা রূপে নরনারায়ণ এবং পরস্পরের সখা। কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধ সময়ে যখন এই সংসার-রূপ

কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং রাগ ও দ্বেষের দ্বন্দ্ব উপস্থিত, তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন, আমি পূর্ব্ব হইতেই যাহাদিগকে মারিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগকে তোমার মারিবার হানি কি ?. অর্জ্জুন বলিলেন—কি ? তুমি কি তবে ব্রহ্ম ? তুমি যদি নির্গুণ ব্রহ্ম হও, তবে তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব ? এই কথার পর শ্রীকৃষ্ণ নিজ ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন আশয়ে অর্জ্জুনকে জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করিলেন। সেই জ্ঞানচক্ষে অর্জ্জুন কি দেখিলেন ? দেখিলেন—সেই বীজরূপী ব্রহ্মে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক যেমন বিজ্ঞানচক্ষে বৃহৎ অশ্বত্থকে তাহার বীজকোষ মধ্যে নিহিত দেখেন, অর্জ্জুন সেইরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানচক্ষে ভগবানের নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ বীজে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইলেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উপসংহৃত রূপে নিষ্ক্রিয়ভাবে সেই নির্গুণ পরব্রহ্মে লীন হইয়া রহিয়াছে। বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব পুরাণে এই প্রকারে উপদিষ্ট হয়।

প্রলয়-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

প্রলয়কালে সমস্ত বিশ্বের কর্ম্ম উপসংহৃত হইলে, সগুণা প্রকৃতির সাম্যভাব উপস্থিত হয়। প্রলয়ের গতি এই সাম্যদিকে ; সেই সাম্য সাধিত হইলেই প্রলয়ের গতি নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতির নিস্ত্রৈগুণ্য সাধন করাই প্রলয়ের কার্য্য। হার্বার্ট স্পেন্সারও এই নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

"And now towards what do these changes tend ? Will they go on for ever ? or will there be an end to them ? Can things increase in heterogeneity through all future time ? Or must there be a degree which the differentiation and

integration of Matter and Motion cannot pass ? Is it possible for this universal metamorphosis to proceed in the same general course indefinitely ? Or does it work towards some ultimate state, admitting no further modification of like kind. The last of these alternative conclusions is that to which we are inevitably driven."—First Principles. p. 483.

এই Ultimate state বা সর্ব্বশেষ পরিণাম কি ? তাহার সিদ্ধান্ত তিনি এইরূপ করিয়াছেন :—

"Hence this primordial truth is our immediate warrant for the conclusion, that the changes which evolution presents cannot end until Equilibrium is reached ; and that Equilibrium must at last be reached,"—First Principles P. 516.

প্রলয়ে একাকার।

এই প্রলয়াবস্থা কিরূপ, বেদে তাহা এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে :—

"তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।"

—ঋগ্বেদ সংহিতা। ৮।১০।১২৯।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালীন সায়ণাচার্য্য বলেন, এস্থলে সলিল-শব্দের অর্থ জগৎ ; যেহেতু সলিল ও জগতের ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ একই, উভয়ই গতিশীল। অতএব, তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় :—

"এই গতিশীল দৃশ্যমান জগৎ নিজ কারণে সঙ্গত হইয়া অবিভাগাবস্থায় গাঢ়তম তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল।"

বর্ত্তমান সৃষ্টি-প্রপঞ্চের পূর্ব্বে জগৎ মায়াশরীরে সঙ্গত হইয়া কিরূপ অবিভাগাবস্থায় ছিল, উক্ত মন্ত্রে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সেই অবিভাগাবস্থায় সাত্ত্বিক মায়ার সহিত বিশ্বশরীর-বিশীর্ণ

মলিনসত্ত্ব মায়া বা অবিদ্যা অবিভক্তভাবে এক অঙ্গেই মিশিয়াছিল। এই অবিভক্ত মায়া কিরূপ, পঞ্চদশীতে তাহা উক্ত হইয়াছে। পঞ্চদশীকার বলেন, প্রকৃতি দ্বিবিধ—মায়া ও অবিদ্যা। একই মায়া অবস্থাভেদে মায়া ও অবিদ্যারূপে উক্ত হইয়াছে। তাহার সাত্ত্বিক নির্ম্মল অবস্থাই মায়া এবং মলিন অবস্থার নাম অবিদ্যা।

বিশ্বের লয়-পরিণাম আরম্ভ হইলে সমস্ত জীব হিরণ্যগর্ভের সহিত মায়াশরীরে অন্তর্লীন হইতে থাকে। তখন সেই মলিনসত্ত্ব লীন অবিদ্যা শুদ্ধসত্ত্ব মায়ার সহিত একাকার ধারণ করে। মায়া তখন একাকার অনন্ত, অব্যক্ত, তমসাচ্ছন্ন থাকেন। কিরূপ তমসাচ্ছন্ন, তাহা উক্ত মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তখন দিবা, রাত্রি, আলোক, অন্ধকার, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি কিছুমাত্র নাই, সকলই বীজরূপে পরব্রহ্মে লীন হইয়া গিয়াছে।

পৌরাণিক প্রলয়-প্রভেদ।

পুরাণে এই প্রলয় চারিপ্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। জীবগণের প্রাত্যহিক নিদ্রাবস্থায় যে জগতের অস্তিত্ব লোপ হয়, তাহাই নিত্য প্রলয়। জীব-সমষ্টি ব্রহ্মায় প্রলীন হইলে ব্রহ্মা যখন প্রকৃতিতে বিলীন হন, তখন ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা। সেই নিদ্রাবস্থায় যে জগতের অস্তিত্ব লোপ, তাহাকে ব্রহ্মার দিবা-বসান ঘটে, এই জন্য তাহাকে দৈনন্দিন প্রলয় কহে। প্রতি জীবের যেমন নিত্য প্রলয়ে তাহার দিবসান্ত ঘটে, ব্রহ্মারও দিব্যদিনান্তে তাহার নিদ্রাবস্থায় দৈনন্দিন প্রলয় হয়। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, এই ব্রাহ্ম-প্রলয় ব্রহ্মানিদ্রানিমিত্ত বলিয়া তাহার অন্য নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। এই নৈমিত্তিক প্রলয়ে ভূর্ভুবাদি সপ্ত

ত্রৈলোক্য দগ্ধ হইয়া থাকে। তদনন্তর ত্রৈলোক্য একার্ণব হইলে নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা শেষশয্যাগত হইয়া তাহাতে শয়ন করেন। এই একার্ণব-শেষশয্যাগত নারায়ণ রাত্রিযাপন করিলে পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হয়। * এই দৈনিন্দিন প্রলয়ের অপর নাম খণ্ড-প্রলয়। কারণ, এই দৈনন্দিন প্রলয় অনন্তকালের খণ্ড-কালে বা নির্দ্দিষ্টকালে সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মার বিলয়াবস্থান্তর সমগ্র বিশ্ব যে রূপে প্রকৃতিতে লীন থাকে, তাহাকেই প্রাকৃত প্রলয় কহে। প্রকৃতি যখন অসৎরূপে একই সত্ত্বে লীন হয়েন, তখন প্রাকৃত প্রলয় হয়। এই প্রাকৃত প্রলয়ের অপর নাম মহাপ্রলয়। এই মহাপ্রলয় দ্বিবিধ—জৈব এবং ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম মহাপ্রলয়ান্তে আবার প্রকৃতির ক্ষোভ ঘটিলে তাহার সাম্য বিনষ্ট হয়; তখন আবার ব্রহ্মার পুনরাবির্ভাব হয়। কিন্তু জৈব মহাপ্রলয়ে জীবের একেবারে আত্যন্তিক লয় হয়। জীবের আত্যন্তিক ধ্বংস আছে, কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস নাই। সে কিরূপ? আত্যন্তিক লয়ে জীবের যে প্রকৃতি-লয় হয় এবং নিস্ত্রৈগুণ্য ঘটে, তাহাতে জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্য হয় এবং জীবের জীবত্ব (Individuality) ধ্বংস হয়। জীবত্বের ধ্বংস কি? যে শরীর জীবের কর্ম্মজনিত ও স্বোপার্জ্জিত, সেই শরীরের ধ্বংস হইলে জীবের জীবত্ব ধ্বংস হয় এবং জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হন। ইহাকেই জীবের আত্যন্তিক প্রলয় কহে। অতএব, জীবের দ্বিবিধ প্রলয়—নিত্য ও আত্যন্তিক এবং ব্রহ্মারও দ্বিবিধ প্রলয়—নৈমিত্তিক এবং প্রাকৃত।

সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রমাণ।

আমরা যে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা পর্য্যালোচনা

* বিষ্ণুপুরাণ। ১ম অংশ। ৩য় অধ্যায় ২০—২৩ শ্লোক।

করিলাম, সেই কথা কেমন বাহ্য বিজ্ঞান-সম্মত, তাহা হার্বার্ট স্পেন্‌সার বলিয়াছেন :—

"তবেই স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, যে বিশ্বব্যাপী রাগ-বিরাগের শক্তি-মিথুন জাগতিক সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন-সমুদায়কে কালে কালে ও তালে তালে ঘটাইতেছে এবং পরিবর্ত্তন-সমষ্টিতেও একই ভাবে তালোৎপাদন করিতেছে—সেই শক্তি-মিথুনই এক এক সময়ে যুগান্তর উপস্থিত করে—যে যুগের অপরিমেয় কালে একতর শক্তি অন্যতরকে এরূপ অভিভূত করিয়া বিজয়িনী হয় যে, সমস্ত পদার্থই তৎপ্রভাবে এক কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে থাকে—তৎপরে অন্য যুগের অভ্যুদয় হইলে সেই যুগের অপরিমেয় কালে পদার্থ সমূহ সদৃশ-পরিণামে আসিয়া কেবল বিলয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। আবির্ভাব ও তিরোভাব পর্য্যায়ক্রমে যুগান্তর ঘটায়; একবার ক্রম-বিকাশের জয়, ক্রমলয়ের পরাজয়; আবার ক্রমলয়ের জয়, ক্রমবিকাশের পরাজয়। বিকাশ ও বিলয়ের এইরূপ কল্পান্তর আসে। সুতরাং বলিতে হয় যে, এমত কল্পান্তর হইয়া গিয়াছে, যে কল্পের কোটি কোটি বৎসরে একাদিক্রমে এক্ষণকার মত কেবল ক্রমবিকাশেরই অভ্যুদয় হইয়াছিল, আবার কালে কালে সেইরূপ কল্প পর্য্যায়ক্রমে উপনীত হইবে। সকল কল্পের সাধারণ নিয়ম একই, কিন্তু একই অবিশেষ হইতে বিশেষ বিশেষ ফলের বিভিন্নতা হইতে পারে। *

ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের কথা মনে করুন। তিনি ঠিক এই কথা কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছিলেন—অগ্নি ও সোম নিয়তই পরস্পরকে অভিভূত করিতেছে, একবার সোমের জয়, অগ্নির পরাজয়; আবার অগ্নির জয়, সোমের পরাজয়।

তবেই অনাদিকাল হইতে জগতের এই সৃষ্টি ও লয়-ব্যবহার পুনঃ পুনঃ চলিয়া আসিতেছে; কখনই তাহার ব্যতিক্রম ঘটে

* "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ"-নামক গ্রন্থের ২১৮ পৃষ্ঠায় ইংরাজী মূল দেখ।

নাই। কোন কল্পে অগ্নি জলের কার্য্য করে নাই, জল অগ্নির কার্য্য করে নাই। যেমন চন্দ্র-সূর্য্য এক কল্পে, তেমনি চন্দ্র-সূর্য্য অন্য কল্পে। বেদ বলিয়াছেন :—

'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।৮।৪৮।

"সূর্য্য-চন্দ্র এবং সুখময় স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ, এই ত্রিভুবন, বিধাতা পূর্ব্বকল্পে যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন, আগামিকল্পেও তেমনি করিবেন।"

বেদান্ত-দর্শনও তাই বলিয়াছেন :—

"সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ।"—১।৩।৩০।

এ কল্পের সৃষ্টি পূর্ব্বকল্পের সমান; সুতরাং কল্পকালে এ সকলের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না। সকলই সংস্কার ও বীজভাবে থাকে। আবার কালক্রমে সেই শক্তিসমূহের বিকাশ হয়। শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি, অনুভব—সর্ব্বপ্রকারেই আত্যন্তিক বিনাশাভাব সিদ্ধ হয়।"

ভগবান্ কর্ম্মভোগের কেবল দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেন মাত্র। কখন দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেন? যখন প্রলয়াবস্থায় মায়ানিহিত জীবের কর্ম্ম-সংস্কার সকল আবার পরিপক্ক হইয়া ফলোন্মুখ হয়। তখন সেই দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে জীবের সংসারগতি আবার আরব্ধ হয়। আবার সেই পূর্ব্ব চন্দ্র-সূর্য্য সমুদিত হন, আবার চতুর্দ্দশ ভুবনের বিকাশ হয়। হার্ম্বার্ট স্পেন্সার প্রাকৃতিক নিয়মের পর্য্যালোচনায় ঠিক এই বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। অতএব, বাহ্য বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানেও প্রমাণীকৃত হয়। কিরূপে হয়, তাহা বলিতেছি।

এখন কথা এই, প্রলয় ত বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তিম দশায় ঘটে। সেই প্রলয়াবস্থার সাক্ষী কে? সে প্রলয়াবস্থার সাক্ষী বেদ; যেহেতু বেদ ত্রিকালজ্ঞ ঋষি-বাক্য। বেদের পুনরাবির্ভাবকালে

এই ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ব্রহ্মার সহিত পুনরাবির্ভূত হইয়া এই প্রলয়-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। সমস্ত জগৎ-সংসারের এই খণ্ড-প্রলয়ের অন্তবিধ প্রমাণ জীবের মহাপ্রলয়। সেই মহাপ্রলয়ের সাক্ষী প্রতি মুমুক্ষু জীব। * জীবের মুক্তিপথে যাহা যাহা ঘটিবে, জীব তাহার সাক্ষীভূত হইতে পারে। সুতরাং জীবের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় যেরূপে ঘটে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়েও ঠিক সেইরূপ ঘটিবে। জীবের প্রকৃতি-লয় তবে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি-লয়ের প্রমাণ। জীবের এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি-লয় যদি এক ধারাক্রমে সম্পন্ন হয়, তবে প্রতি মুমুক্ষু জীব ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কে সপ্রমাণ করিতেছেন; এবং প্রলয় যখন সৃষ্টি-তত্ত্বকে সপ্রমাণ করিতেছে, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, জীবের প্রলয় সৃষ্টির প্রমাণ।

যে জৈবপ্রলয় বিশ্ব-প্রলয়ের প্রমাণ, তাহা শ্রুতিবাক্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। বেদান্ত বলিতেছেন :—

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥"—কঠ। ৩ব। ৮।

"যে বিবেকী, সমাহিত-চিত্ত ও সর্ব্বদা শুচি, সেই কেবল সেই পদ প্রাপ্ত হয়, যাহাতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।"

জীব মুক্তিপথে যখন অগ্রসর হন, তখন তাঁহার কি প্রকার অন্তর্মুখী গতি ঘটে, তাহা এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

---

* বেদান্তদর্শনের মীমাংসা এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা—যাঁহারা লোক-স্থিতিকারণ বেদপ্রবর্ত্তনাদি কার্য্যে (অদৃষ্ট-সহায় ঈশ্বরের আজ্ঞায়) নিযুক্ত, তাঁহারা—যাবৎ তাঁহাদের সেই সেই কার্য্য বা অধিকার সমাপ্ত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে সেই সেই অধিকার-সম্পাদনে অবস্থান করেন। অধিকার সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন।"—৩।৩।৩২। শারীরক ভাষ্য। "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ" নামক গ্রন্থের ৮০।৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

কঠশ্রুতি ৩ বল্লী। ১০।১১।

পুরুষই পরাগতি। সেই পরাগতি লাভ করিবার জন্য যে যে গতি শ্রেষ্ঠ ও পর পর লভ্য, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

"ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-বিষয় (ইন্দ্রিয়ের অর্থ—জ্ঞান) পর, বিষয় হইতে মন (অন্তঃকরণ) পর, মন হইতে বুদ্ধি পর এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ পর, মহৎ হইতে অব্যক্ত (প্রকৃতি) পর; অব্যক্ত হইতে পুরুষ পর, পুরুষের পর আর কিছুই নাই। তাহাই পরা গতি।"

বিবেকী এই পরাগতি লাভ করিবার জন্য কি করিবেন, তাহা উপদিষ্ট হইতেছে :—

"যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ ঐ।—১৩।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন, মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে (বুদ্ধিতে) সংযত করিবেন, জ্ঞানকে মহান্ আত্মাতে (জীবাত্মা) সংযত করিবেন এবং ইহাকে নির্ব্বিকার শান্ত পরমাত্মাতে সংযত করিবেন।"

যাহাতে যাহা সংযত ও লয় করিতে হয়, তাহা এস্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকৃতি-লয় কিরূপে সংসাধন করিতে হয়, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে, তন্ত্রে এবং গীতায় তাহার সম্পূর্ণ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পুরাণের সেই একই কথা। পুরাণ বলিতেছেন :—

"বিদ্যার (জ্ঞানের) আবির্ভাব হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মারে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন এবং সৃষ্টি-লয়কারিণী প্রকৃতিরে বিশেষরূপে অবগত হইয়া পরিত্যাগ করেন। ঐ সময় তিনি ব্রহ্মসন্দর্শন-নিবন্ধন উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হন।" মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব। ৩০৯ অধ্যায়।

কিরূপে দেহরূপ উপাধিমুক্ত হইয়া এবং প্রকৃতির লয়-সাধন করিয়া পরমাত্মায় মিলিত হন ?

"যোগ-পরায়ণ মহাত্মারা শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে শব্দাদি পাঁচ বিষয় হইতে নিরাকৃত করিয়া মনোমধ্যে, মনকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিমধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক কেবল পরব্রহ্মকে চিন্তা করিয়া থাকেন।" * * * *

"সেই নিত্যসমাধিযুক্ত যোগী সতত প্রসন্নচিত্ত হইয়া পরিতৃপ্ত সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায়, নির্ব্বাতপ্রদেশস্থিত তৈলপূর্ণ প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করেন।" * * * "যোগে উত্তমরূপ নৈপুণ্য জন্মিলে গাঢ়তম অন্ধকার মধ্যে অবস্থিত হুতাশনতুল্য অব্যয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।" *

সমাধিযুক্ত যোগীর প্রকৃতি-লয় এইরূপ :—

"মনুষ্য বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া সমাধিবলে স্থূলশরীর-বিমুক্ত হইলে সূক্ষ্মশরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভোগে নিস্পৃহ হইলে প্রকৃতিতে লীন হয়। আর যে ব্যক্তি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহ মুক্ত হইতে পারে, তাহার সদ্যোমুক্তি লাভ হয়। * * *। শাস্ত্র-চক্ষু দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের সূক্ষ্ম বিশেষণ সমুদায় অবগত হইবে। তিনি প্রকৃতি-লয়ের অধিষ্ঠান। স্থূল দেহাভিমান-শূন্য, পরিগ্রহ-বিহীন যোগী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। লোকে বিদ্যা প্রভাবে প্রথমতঃ মূর্ত্ত দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তৎপরে ক্রমে ক্রমে রজোগুণ-বিহীন ও ব্রহ্মভূত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।" †

এস্থলে প্রতীত হইতেছে, যোগীর প্রকৃতি-লয়ের ক্রম ঠিক সৃষ্টির বিপরীত ক্রমানুযায়ী ঘটিতে থাকে। অগ্রে স্থূল শরীর, তৎপরে সূক্ষ্ম এবং সর্ব্বশেষে কারণ-শরীরের লয় সাধন হইলে প্রকৃতি-লয় ঘটে। প্রকৃতির উপাধি হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে জীবের মোক্ষ লাভ হয় না। সুতরাং যে অনুলোম-ক্রমে প্রকৃতির অভ্যুদয় হয়, তাহার

* মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব, ৩১৭ অধ্যায়। † ঐ। ২১৭ অধ্যায়।

বিপরীত বিলোম-ক্রমে প্রকৃতির লয়-সাধন হয়। গীতায়ও উক্ত হইয়াছে, জীবের নিস্ত্রৈগুণ্য সাধিত না হইলে তাহার মুক্তি নাই।

অতএব, জীব আত্মজ্ঞানেই লয়ের ক্রম প্রতিপন্ন করেন। যাহা আত্মজ্ঞানে প্রতিপন্ন, তাহা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়-তত্ত্বকে প্রতিপন্ন করে। সুতরাং জীবের এই আত্যন্তিক প্রলয় বিশ্ব-প্রলয়কে এবং বিশ্বপ্রলয় সৃষ্টিকে সপ্রমাণ করিতেছে।

কালশক্তি কালীর প্রলয়-প্রতিমা।

এই সমস্ত বিষয় প্রলয়কারিণী তমোরূপিণী ভগবতীর মূর্ত্তি শক্তিময়ী কালীর প্রতিমায় কল্পিত দেখি। ভগবৎ-শক্তি এই মূর্ত্তিতে রক্তবীজ অসুরের ধ্বংস-সাধন করেন।

কামনাজাত সংসার-রাগই আসুরিক রক্তবীজ। এই অসুর জীবের দেহ-মধ্যেই অবস্থিত। যতদিন এই অসুরের কণামাত্র রক্ত থাকে (রক্ত ও রাগ একই কথা) ততদিন লোক-লোকান্তরে নূতন নূতন শরীর ও রক্তবীজ জন্মে। ইহজন্মেও সেই কথা। ইহজন্মেও যতদিন সংসাররাগ থাকে, ততদিন নূতন নূতন কর্ম্মসূত্র ও শরীর-বীজ থাকে। জীব কেবল দেবত্ব লাভ করিলে এই রক্তবীজের ধ্বংস-সাধন হয়।

এ লীলা ভগবানের নিত্য লীলা। প্রতি যোগীর হৃদয়ে ভগবানের এই লীলা চিরকালই ব্যক্ত হইতেছে। যে সমস্ত যোগী এই রক্তবীজ-ধ্বংস-সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া কর্ম্মবীজ বিনষ্ট করিতে পারেন, তাঁহারাই শরীররূপ উপাধিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরে লীন হয়েন। সেই শরীর-বিনাশকারী রণবীরগণের মুণ্ডমালা তাই কালীর গলদেশে। যে কর্ম্মবীজ সকল নষ্ট হইয়াছে, সেই কর্ম্ম-সাধক

হস্তাবলির নিদর্শন তাঁহার কটীদেশে। সেই তমোরূপিণী অসুর-নাশিনীর এক হস্তে অসুর-নাশন যোগবলের অসি, অপর হস্তে দেহত্যাগী যোগীর মুণ্ড। এক হস্তে অভয়দান, অপর হস্তে প্রসাদ-রূপ সাধনাবলের কারণ—বরদান। সিদ্ধযোগী সেই বরদানে অমৃতলাভ করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন। রক্তবীজের রক্তরাগে দেবীর লোলজিহ্বা অনুরঞ্জিত। দিব্য জ্ঞান তাঁহার তৃতীয় নেত্রে। তিনি রক্তবীজরণে বিজয়িনী হইয়া নৃত্য করিতে করিতে নির্গুণ মহেশ্বরের বক্ষে আসিয়া মিলিত। প্রলয়কারিণী দেবশক্তি ও গীতোক্ত দৈবী সম্পৎ এইরূপে নিত্য ও সত্য। এই নিত্য ও সত্য প্রলয়কারিণী দেবমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া যোগী রক্তবীজরণে সিদ্ধ হয়েন। এই আদর্শ তাঁহার সম্মুখে রাত্রিদিন রহিয়াছে। এই জন্য যোগী কালী-পূজায় এত অনুরক্ত। নির্গুণ মহেশ্বর এবং শক্তিরূপিণী মহেশ্বরী যোগতন্ত্রের উপাস্য দেবতা। তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য এই।

ব্রহ্মার রাত্রিদিন।

প্রলয় এ বিশ্বের শেষ নহে।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখা গিয়াছে যে, প্রলয়কালে যে যাহার কারণ, তাহাতে তাহা লীন হয়। যে যাহার অভিব্যক্তি বা সম্প্রকাশ, তাহাতে গিয়া তাহা শান্তভাবে অবস্থান করে। এই অসংখ্য জীবপূর্ণ কর্ম্মময় পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, সূক্ষ্ম শক্তিময় করণাত্মক ব্রহ্মায় লীন হয়, করণাত্মক ব্রহ্মার শরীর নিজ উৎপত্তি-স্থান কারণময় ব্রহ্মাণ্ডে লীন হয়। ঈশ্বরের কারণময় শক্তি-পুঞ্জই সমগ্র বিশ্বের আদি-কারণ। প্রলয়কালে এই কারণ-মায়াও গুণসাম্য প্রকৃতিতে অন্তর্লীন হয়। প্রকৃতিও পরে নির্গুণ ব্রহ্মে অন্তর্লীন বা অসৎ-রূপে থাকেন। তবে ত সব ফুরায়ে গেল—যে ব্রহ্মের বিবর্ত্তে এই বিশ্বের বিকাশ হইয়াছিল, তাহাতেই আসিয়া আবার সব মিশাইয়া গেল—সকলই একাকার—এক মহাকাশে ও মহাকালে সব শেষ হইল। তখন সকলই তমসাচ্ছন্ন, এক ব্রহ্ম মাত্র বিদ্যমান। আবার কি সৃষ্টি হইবে, আবার কি ব্রহ্ম পূর্ব্বকার মত এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে ব্যাকৃত হইবেন? বেদ বলিয়াছেন, আবার এই ব্রহ্ম বিশ্ব-প্রপঞ্চে বিবর্ত্তিত হইবেন, সেই একার্ণব কারণময় মায়াতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই বিশ্বের পরমাত্মা-রূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হইবেন। কিরূপে ইহা সম্ভব? পূর্ব্বোক্ত বেদমন্ত্রেই একথার উত্তর আছে। যেরূপে একবার সম্ভব

হইয়াছে, সেই রূপে বার বার তাহা সম্ভব। কালশক্তির নৃত্য হেতু এই সম্ভাবনা। কালশক্তির নৃত্য কিরূপ ?

কালশক্তির নৃত্য।

আমরা এই স্থূল জগতে দেখিতে পাই, প্রাকৃতিক কার্য্য-সমুদায় কালে কালে ও তালে তালে ঘটিতেছে।

"ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি।"- শতপথ ব্রাহ্মণ।

বিশ্বরূপ সকলই ছন্দোময়—তাহাদের গতি ছন্দের মত তালে তালে হয়। মনুষ্যের নাড়ী তালে তালে বহিতেছে, নদীর স্রোত তালে তালে কুল কুল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সমীরণ ধীরে ধীরে তালে তালে নৃত্য করিতেছে। ঠিক সময় হইলেই আবার তাহা প্রবল ঝটিকায় প্রভঞ্জন-বেগে বহিবে; ঝটিকাও প্রবল বেগে তালে তালে বহিবে। রাত্রির পর দিবা, দিবার পর রাত্রি কালে কালে ও তালে তালে ঘটিতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডল তালে তালে ভ্রমণ করিতেছে। ষড়্‌ঋতু কালে কালে ও তালে তালে আসিতেছে। এমন যে ভূমিকম্প, মহামারী, অনাবৃষ্টি, প্রভৃতি দৈব দুর্বিপাক, তাহাও কালে কালে ঘটিতেছে। অতএব, এ বিশ্ব ছন্দোময়, বিশ্বের সমস্ত কর্ম্ম কালে কালে ও তালে তালে সম্পন্ন হইতেছে। যাহা স্থূলজগতে সত্য, তাহা সূক্ষ্মজগতেও সত্য।

স্থূল ও মূল প্রকৃতির সাম্য।

স্থূল প্রকৃতির সহিত মূল প্রকৃতি প্রধানের প্রভেদ এই যে, প্রধান নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, স্থূল প্রকৃতি সগুণ ও সক্রিয়। স্থূলে শক্তি সমূহের সামঞ্জস্য, প্রধানে গুণের সাম্যভাব। এই দুই সামঞ্জস্যের প্রভেদ এই যে, বাহ্য জগতের শক্তি সমূহের সামঞ্জস্য হেতু জগতের

স্থিতিরূপ পরিদৃশ্যমান হয়; কিন্তু সে সামঞ্জস্য—গতির সাম্য। গতি, ক্রিয়া হেতু। ক্রিয়া বাহ্য জগতে অনবরত চলিতেছে, অথচ সেই ক্রিয়াহেতু গতির সামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়া এই জগতের স্থিতি সম্পাদিত হইয়াছে—জগৎ, জগৎ-রূপে পরিদৃশ্যমান হইয়াছে। প্রধানের সাম্য এরূপ নহে। সে সাম্যে গুণত্রয়ের নিষ্ক্রিয়তা ঘটিয়াছে। একের সাম্য, কর্ম্মহেতু গতির সামঞ্জস্য; অন্যের সাম্য, কর্ম্মের অভাব হেতু। এখন কথা এই, যে কালশক্তি তালে তালে নৃত্য করিয়া স্থূল জগতের নিয়ত পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে, তাহা কি প্রধানেরও সাম্য-ভঙ্গ-হেতু? যাহা সগুণ বাহ্য জগৎকে নিয়মিত করিতেছে, তাহা কি কর্ম্মহীন প্রধানেরও নির্গুণত্বের পরিবর্ত্তন সাধন করে?

অখণ্ড ও খণ্ডকাল।

অলৌকিক জ্ঞানদাতা বেদে এবং শাস্ত্রে কাল দ্বিবিধ—অখণ্ড ও খণ্ডকাল। যাহা অখণ্ড রূপে দণ্ডায়মান, তাহা অনন্ত ও অমূর্ত্ত,—তাহাই মহাকাল। এই মহাকালে অনন্ত ব্রহ্ম ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। অনন্তদেশ ও অনন্তকালই পরব্রহ্ম। এই অনন্তদেশের নাম মহাকাশ; ব্রহ্ম মহাকাশে যেমন ব্যাপ্ত, মহাকালেও তেমনি ব্যাপ্ত। তাই ব্রহ্মই নির্গুণ মহাকাল। যে কাল সগুণ ও জ্ঞানগম্য,—যাহা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়জনক, তাহাই খণ্ডকাল। সুতরাং খণ্ডকাল জগতের কর্ম্ম-হেতু। অখণ্ড ও নির্গুণ মহাকাল হইতে কর্ম্মরূপী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী কাল-শক্তির সম্ভব। কিরূপ সম্ভব? যেমন মহাকাশ হইতে বিস্তারশক্তি-রূপী শব্দময় আকাশের (তারা) সম্ভব। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব স্থূল প্রতিমায় প্রদর্শিত হইয়া দাঁড়াইল—নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়

পুরুষ মহাকাল-রূপে নিমীলিত নেত্রে অনন্তশয্যায় শায়িত, তাঁহার মধ্যদেশ হইতে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী ভগবৎশক্তি ভগবতী,— কালীরূপিণী সমুদ্ভূতা।

গুণব্যঞ্জন-মহত্তত্ত্ব।

কিন্তু আগেকার কথা ত মিটিল না। কথা ছিল, প্রধানের সাম্যভঙ্গ কে করে? শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও কালশক্তি-প্রভাবে হয় (১০৮ পৃঃ দেখ)। কোন্ কালশক্তি? যাহা কর্ম্মরূপী খণ্ডকাল, না অমৃতস্বরূপ অনন্ত মহাকাল? খণ্ডকাল যদি অখণ্ডকাল হইতে সমুদ্ভূত হয়, কালী যদি মহাকাল হইতে সম্ভূতা হন, তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, নির্গুণ, নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মস্বরূপ মহাকাল হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী প্রকৃতির সগুণত্ব সম্ভূত হয়। সৃষ্টিকালে প্রকৃতির গুণসাম্য হইতে গুণমাত্র-ব্যঞ্জক মহতত্ত্ব উৎপন্ন হন।

> "গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে।
> গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজোত্তম॥"—বিষ্ণুপুরাণ।১ম অ, ২।৩৩।

সাংখ্যে এই পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে; কিন্তু কে সেই গুণ-সাম্য ভঙ্গ করে, তাহা উক্ত হয় নাই। বেদান্তে সে কথার মীমাংসা হইয়াছে। সাংখ্য প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে জগৎ-পরিণাম দেখাইয়াছেন; বেদান্ত, ব্রহ্মের বিবর্ত্ত দেখাইয়াছেন। সেই ব্রহ্মই অনন্ত মহাকাল। যে সৎপ্রকৃতি মায়া অসৎরূপে প্রলয়কালে অন্ত-র্লীন হইয়াছিল, তাহা সেই অনন্ত মহাকালরূপ পুরুষের অধিষ্ঠান-হেতু কালক্রমে সদ্রূপে আবির্ভূত হয়। একই মহাকালকে আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিতেছি বলিয়া তাহা খণ্ডকাল; নহিলে একই মহাকালরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই। সেই ব্রহ্মের

বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় মাত্র। বেদান্তের এই উপদেশ। বিষ্ণুপুরাণও ঠিক সেই কথা বলিয়াছেন—"পুরুষের অধিষ্ঠান-হেতু সেই গুণসাম্য হইতে গুণ-ব্যঞ্জন উৎপন্ন হইল।" বেদান্ত আরও বলিয়াছেন, মনুষ্যের সামান্য ও পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে—যে জ্ঞান খণ্ডকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ—সেই ঐন্দ্রিয়িক সীমাবদ্ধ জ্ঞানে অনন্তকালের কথা উপলব্ধি হইবে না। তবে অনুমান এই যে, জগৎ-ব্যাপারে যে কালশক্তি-প্রভাবে সমুদায়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে, সেই কালশক্তি-প্রভাবে প্রধানেরও সাম্যভঙ্গ হইয়াছে। গুণ-সাম্য হইতে গুণ-ব্যঞ্জন-মাত্র কিরূপে উৎপন্ন হইল, এই কথা বুঝাইবার জন্য, বেদান্ত বৃক্ষ-বীজের কথা আনিয়াছেন। উপযুক্ত ঋতুকাল ভিন্ন কোন বীজই অঙ্কুরিত হয় না। বৃক্ষবীজ সগুণ বস্তুর গতি-সামঞ্জস্য; ঋতুক্রমে সেই সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইলে আবার সেই বীজ সক্রিয় অবস্থায় আসিয়া গতিশীল হয়। এস্থলে ঋতু-প্রভাবই বীজের অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ। ধান্যবীজ এইরূপে ঋতুক্রমেই অঙ্কুরিত হয়। মায়া-শরীর বিশীর্ণ হইয়া যখন প্রলয়ে একার্ণব প্রধানে পরিণত হয়, তখন সেই নিষ্ক্রিয় প্রধানেরও সাম্য কালক্রমে ভঙ্গ হয়। সেই কাল, খণ্ডকাল-প্রভাব নহে; সেকাল মহা-কালের প্রভাব। ব্রহ্মই মহাকালরূপে আবার সাম্যভাবাপন্ন নির্গুণ প্রকৃতির সাম্যভঙ্গ করিয়া তাহার নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে সক্রিয় করিয়া আনেন। কোন্ নির্দ্দিষ্ট কালে এই সাম্যভঙ্গ হয়, পূজ্যপাদ নাগেশভট্টের উক্তিতে তাহা আমরা দেখাইয়াছি। বেদ সেই কথাই বলিয়াছেন :—

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"

ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।১০।১।

আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপকার এইরূপ অর্থ করেন :—

"জীব যে সকল কর্ম্ম করে, শুভই হউক, আর অশুভই হউক, তাহার সংস্কার তাহার অন্তঃকরণে লগ্ন থাকে। এই সংস্কারই ভাবিপ্রপঞ্চের বীজভূত। বেদ ইহাকে রেতঃ বা অন্তঃকরণস্থ পুনরুৎপত্তি-বীজ বলিয়াছেন। প্রলয়কালে ইহা প্রকৃতি বা মায়াতে বিলীন প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে সমবেত হইয়া অবস্থান করে। এই সকল বীজ যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন নিশাবসানে পৃথিবীর পুনঃ প্রকাশের ন্যায় জগৎ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়া থাকে।"

ব্রহ্মার নিদ্রা ও জাগরণ।

প্রলয়াবস্থায় আকাশে প্রকৃতির অনন্তশয্যায় বা পৌরাণিক অনন্ত নাগ-পর্য্যঙ্কে যখন পুরুষ শায়িত থাকেন, তখন ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা। নিত্য নিত্য মনুষ্যের দিনান্তে সুষুপ্তিকালে যেমন নিত্য-প্রলয় হয়, ব্রহ্মার দিনান্তে দৈনন্দিন-প্রলয়ে তাঁহারও সুষুপ্তিকালে নিত্যপ্রলয় হয়। তাই বেদান্তবাদী বলেন :—

"তত্র নিত্যপ্রলয়ঃ সুষুপ্তিঃ তস্যাঃ সকলকার্য্যপ্রলয়রূপত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মপূর্ব্ব-সংস্কারাণাঞ্চ তদাকারণাত্মনাবস্থানং তেন সুপ্তোত্থিতস্য ন সুখদুঃখাদ্যনুপপত্তিঃ ন বা স্মরণানুপপত্তিঃ।"—বেদান্ত-পরিভাষা।

"সুষুপ্তি—নিত্য প্রলয়। সুষুপ্তিকালে ঐন্দ্রিয়িক কার্য্যসকলের উপরম ও লয় হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মপূর্ব্বসংস্কার-সমূহ তৎকালে কারণাত্মাতে সূক্ষ্মভাবে অন্তঃকরণে লীন হইয়া থাকে।"

ব্রহ্মার এই নিদ্রিতাবস্থা "আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ"-কার অতি পরিষ্কার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন :—

"প্রলয় ও সৃষ্টির স্বরূপ কি জানিতে হইলে নিদ্রা ও জাগরণের স্বরূপ চিন্তা করিলেই যথেষ্ট হয়। চক্ষুরাদি দশবিধ বাহ্যকরণের একেবারে উপরতির নাম নিদ্রা। যে কালে ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া-ব্যাপারে উপরত হইয়া বিশ্রাম করে, অর্থাৎ, যে কালে তমোগুণ দ্বারা রজঃ ও সত্ত্বগুণ অভিভূত হইয়া পড়ে, সেই

কাল নিদ্রাকাল। জাগ্রদবস্থা হইতে নিদ্রিতাবস্থার কেবল এই অংশে পার্থক্য। উভয়াবস্থাতেই সংস্কার বা বাসনা ঠিক থাকে। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠিয়া, পূর্ব্বসংস্কারানুসারে পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নিদ্রিত ব্যক্তি নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে যে ভাবে থাকে, জাগরিত হইবার পরও সেই ভাবই ধারণ করে, তাহার কোনরূপ অন্যথা হয় না। ঘুমাইবার পূর্ব্বে যাহা ছিলনা, জাগিয়া উঠিয়া তাহা হয় না। সৃষ্টি এবং লয়ও ঠিক এই ব্যাপার ভিন্ন আর কিছু নহে; কাল ও দেশগত পরত্বাপরত্ব ব্যতীত সৃষ্টি ও লয়ের সহিত জাগরণ ও নিদ্রার অন্য কোনরূপ বিভিন্নতা নাই। সুষুপ্তিকে শাস্ত্রে দৈনন্দিন বা নিত্য প্রলয় নামেই অভিহিত করা হইয়াছে।"

সৃষ্টিকারিণী কালীর প্রতিমা।

সৃষ্টি ও লয়ের সহিত জাগরণ ও নিদ্রাবস্থার বিভিন্নতা কেবল কাল ও দেশগত বিভিন্নতা। কালের বিভিন্নতা বড় কম নহে। কত কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মা নিদ্রাবস্থায় যাপন করেন! কত কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত হয়, তবে প্রাকৃত প্রলয়ের অবসান হয়; তবে নির্গুণ প্রকৃতির সাম্য ভঙ্গ হইয়া ত্রিগুণত্ব ঘটে। কত কোটি কোটি বৎসর যায়, তবে দৈনন্দিন প্রলয়ের শেষ হয়; তবে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া উঠেন। অনন্তকালে এই পরিবর্ত্তন ঘটে। অনন্ত কালের তুলনায় এই কোটি কোটি বৎসর অতি সামান্য কাল;—কিছুই নয় বলিলেই হয়। কি প্রলয়, কি সৃষ্টি, উভয়ই কালশক্তির অধীন। অনন্ত কাল অনন্ত দেশ-ব্যাপ্ত; সেই অনন্তকাল অনন্ত দেশকে ক্রমে পরিচ্ছিন্নাবস্থায় পরিণত করে। তখন অনন্ত-কালও আমাদের জ্ঞানগম্য হইয়া আসে। অনন্ত কাল জ্ঞানগম্য হইলেই পরিমিত কাল বা খণ্ডকালে পরিণত হয়। নহিলে কালের ইয়ত্তা নাই, দেশেরও

ইয়ত্তা নাই—সে ইয়ত্তা কেবল সসীম জ্ঞানে অনুমিত। বলিয়াছি ত এই মহাকাল হইতে ত্রিগুণময়ী মহাশক্তিরূপিণী মহাকালী সমুদ্ভূতা হয়েন। কিরূপে সমুদ্ভূতা হয়েন? প্রলয়াবস্থায় যে তমোগুণ সত্ত্ব ও রজঃকে অভিভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, মহাকালী সেই তমোরূপিণী। যে কোটি কোটি জীব প্রলয়াবস্থায় অবসন্ন হইয়া অনন্তশয্যায় শায়িত ছিল, সেই জীব-সমূহের জাগরিত মুণ্ডমালা তাঁহার গলদেশে। যে কর্ম্মবীজ-সমস্ত প্রকৃতির বীজাবস্থায় সুষুপ্ত হইয়াছিল, সেই অঙ্কুরিত কর্ম্মবীজের নিদর্শন-স্বরূপ হস্তাবলি তাঁহার কটিদেশে। তিনি নির্গুণ অনন্ত পুরুষ মহাকালের বক্ষঃস্থলে সমুত্থিত। যে প্রলয়-অসি দ্বারা সত্ত্ব-রজঃ অভিভূতকারিণী তমোময়ী শক্তি, ব্রহ্মাণ্ড-শরীরের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া সকল পদার্থকে সদৃশ পরিণামে আনিয়াছিলেন,—সৃষ্টি-কালে বিসদৃশ-পরিণাম সাধন-জন্য সেই প্রলয়-অসি তাঁহার এক করে, অন্য করে সর্ব্বজীবের ধর্ম্মাধর্ম্মজাত জীবত্ব রূপ মুণ্ড। এই জীবত্ব কেবল নিদ্রাবস্থায় অবসন্ন হইয়াছিল মাত্র। সৃষ্টি-কালীন সেই জীবত্ব কেমন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, অন্য হস্তে তাহার নিদর্শন-স্বরূপ জীবের মুণ্ড লম্বিত রহিয়াছে। ত্রিগুণময়ী দেব-শক্তি জাগরিত হইয়া দক্ষিণ করে অমৃত বারি-রূপ বর-দানে জীব-সমূহকে জাগরিত করিবার জন্য তাহা প্রসারিত করিয়াছেন। অন্য দক্ষিণ হস্তে প্রলীন জীব-সমূহকে অভয় দান করিতেছেন—এইবার প্রলয়-নিশার অবসান হইল, আর ভয় নাই। আর ভয় নাই কেন? রক্তরাগে লোলজিহ্বা লম্বিত হইয়া দেখাইতেছে, ব্রহ্মাণ্ড এখন রক্তময় (রাগময়), সেই জিহ্বা হইতে রক্তবীজের রক্তরাগ আবার নিঃসৃত হইতেছে। সেই রক্তবীজের

বিচ্ছিন্নতা ও বিনাশ আর নাই। এখন রক্তরাগে উৎপন্ন জীবমুণ্ড হইতে কামনারূপ অনুরাগের রক্ত ঝরিতেছে। নির্গুণ ব্রহ্ম সত্ত্বময় বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণে শায়িত হইয়া পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছেন। সেই সত্ত্বময় পুরুষের শ্বেতবক্ষে রজঃ ও তমোগুণের লীলাই সৃষ্টিরূপিণী মহাকালী। তমঃ তাঁহার রূপে, রজঃ তাঁহার রক্তরাগে। রজঃ ও তমই রাগ ও বিরাগ; রাগ-বিরাগেই সৃষ্টি হয়। মহাকালী সৃষ্টি-কারিণীর প্রকৃতি-মূর্ত্তি।

কাল-শক্তির সৃষ্টিকারিণী মূর্ত্তিও কালী। বেদের সূক্ষ্ম দেবতত্ত্ব এইরূপে প্রকটিত—সূক্ষ্ম প্রকৃতি-শক্তি পুরুষ-সমন্বিত স্থূল অবয়বে প্রকাশিত। প্রলয়-কালের অবসান হইলেই ব্রহ্মার নিশাবসান, সেই নিশাবসানে প্রকৃতি সৃষ্টিমুখী হয়েন, তখনই তিনি এই কালীরূপে দেখা দেন। তাই সেই নিশাভোগে তাঁহার পূজা। প্রলয়কারিণী কালীপূজা অমাবস্যার ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিশাকালে। স্থিতি-কারিণী ও পালন-কর্ত্রী কালী-মূর্ত্তির পূজা নিত্য নিত্য দিবাভাগে সম্পন্ন হয়। 'দেব-সুন্দরী"তে এই পালন-কর্ত্রীর ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইবে।

জন্মান্তর-রহস্য ও ব্রহ্মা।

কর্ম্ম হইতে শরীর-সৃষ্টি।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতির ক্রিয়া-সমস্ত কালে-কালে ও তালে-তালে হয়। কালে-কালে ও তালে-তালে ক্রিয়ার নাম অভ্যাস। প্রকৃতি নিজেই অভ্যাসযুক্ত। প্রকৃতি যাহা এক-বার করিবে, তাহা বার বার করিবে। যাহা বার বার করিবে, তাহা যথা-সময়ে করিবে। জীবের প্রাকৃতিক কর্ম্ম-সমূহ এজন্য অভ্যাসযুক্ত। এই অভ্যাস-হেতু কর্ম্ম-প্রবৃত্তি এক প্রবাহেই বহিতে থাকে—তালে-তালে ও যথা-কালে প্রবাহিত হয়। প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তিমুখী করিতে হইলেও সেই অভ্যাস চাই। তাহাই গীতোক্ত অভ্যাস-যোগ।

প্রবৃত্তির এই ধারাবাহিক গতি বা অভ্যাস-বশতঃ কর্ম্মের এক দিকে গতি জন্মে। সেই একমুখী গতি হেতু কর্ম্ম-সংস্কারের উৎপত্তি হয়। এই কর্ম্ম-সংস্কার পাপপুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্মভেদে দ্বিবিধ। ধর্ম্মাধর্ম্মের রূপই কর্ম্ম-সংস্কার। অন্তঃকরণে পাপকর্ম্মের যেমন সংস্কার পড়ে, পুণ্যেরও তেমনি পড়ে। সেই সংস্কার বশতঃ লোকের প্রবৃত্তি সেই পাপ-পুণ্যের দিকে যথাকালে উদ্‌বুদ্ধ হয়। কারণ, প্রকৃতি অভ্যাস অনুসারেই কার্য্য করে। সেই অভ্যাসই কর্ম্ম-সংস্কার উৎপাদন করে। এই কর্ম্ম-সংস্কার জীবের শাক্ত শরীরকে যেরূপে রঞ্জিত করে, তাহা রজোগুণ-প্রসূত রাগ। রাগ

কি? যাহা রঞ্জিত করে, তাহাই রাগ। কি দিয়া রঞ্জিত করে? কর্ম্ম-সংস্কার দিয়া। প্রতি জীবের শাক্ত শরীর এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের রাগে রঞ্জিত হইয়া অভ্যাস-বশতঃ বিশেষরূপে সংগঠিত হইতে থাকে।

রজোগুণ, যে শরীরের উৎপত্তি করিয়াছে, সেই শরীর যন্ত্রমাত্র। সেই যন্ত্র কিসের জন্য? যন্ত্র মাত্রই কোন কর্ম্মোৎপাদন করিয়া থাকে। কোন কার্য্যোৎপাদন করিবার জন্য যে যন্ত্রের সৃষ্টি হয়, একথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত ঃ—

"When we speak of a structure, or a machine or a system, we simply mean a number of individual particles—associated together in producing some definite result."

The Conservation of Energy. p. 151.

জীবের শরীর কোন্ Definite result উৎপাদন করিবার জন্য সৃষ্ট? সেই Definite result কর্ম্ম-ফল। এই কর্ম্মফল-ভোগের জন্য শরীর হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্মফল ভোগ করিতে আসিয়া জীবসঙ্ঘ যখন ইহলোকে উদয় হয়, তখন তাহারা বিভিন্ন অবস্থাপন্ন হয় কেন? সকল জীব ত সমান অবস্থাপন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। একজন গরিব, একজন সম্পন্ন; একজন স্বভাবতই বুদ্ধিমান্, আর একজন বুদ্ধিহীন। একজন আফ্রিকায়, একজন আমেরিকায়; একজন ব্যাঘ্ররূপে, একজন সর্পরূপে; একজন স্বভাবতঃ পাপিষ্ঠ, অন্যজন স্বভাবতঃ পুণ্যবান্। গোড়াতেই এ বৈষম্য কেন? এ রহস্যের উদ্ভেদ করিতে হইলে দেখা যায়, প্রতি জীব বিভিন্ন প্রকার নিয়তি লইয়া জীবন আরম্ভ করে। এই নিয়তিকেই প্রারব্ধ বলে। যে শরীরের যে বিশেষ প্রকার ধর্ম্ম জন্ম হইতেই সূত্রপাত হয়, সেই

ধর্ম্মই তাহার প্রারব্ধ। এই প্রারব্ধ কি স্থূল শরীরে সংলগ্ন থাকে? প্রারব্ধ যদি স্থূল শরীরে সংলগ্ন থাকিত, তাহা হইলে সেই স্থূল শরীরের ধ্বংসের সহিত সেই প্রারব্ধ নষ্ট হইবারই কথা। প্রতি জীবের স্থূল শরীর ত মৃত্যু কালীন ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। সেই স্থূল শরীরের ধ্বংসের সহিত যখন সকল কর্ম্ম-সংস্কার নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সে কর্ম্ম-সংস্কার-জনিত প্রারব্ধ পুনরাবির্ভূত কিরূপে হইবে? সুতরাং অনুমান এই, স্থূল শরীরে কর্ম্মফল সংলগ্ন হয় না। এই স্থূল শরীরের অন্তরে যে সূক্ষ্ম-শরীর আছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহাতেই সংলগ্ন থাকে। সেই সূক্ষ্ম শরীর স্থূল-শরীর পুনর্গ্রহণ কালে স্বীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া আবির্ভূত হয়। সুতরাং এই ধর্ম্মাধর্ম্ম সূক্ষ্ম শরীরে নিয়ত বর্ত্তমান থাকে। এ জন্য তাহাকে নিয়তি কহে। কতকাল এ নিয়তি বর্ত্তমান? যতকাল না জীবের সূক্ষ্ম শরীরের ধ্বংস হয়। সূক্ষ্ম শরীরের ধ্বংস কিসে হয়? ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত কর্ম্ম-সংস্কার একেবারে নষ্ট হইলেই সূক্ষ্ম শরীরের ধ্বংস হয়। কারণ, কর্ম্মই শরীর গড়িয়াছে। সুতরাং সেই কর্ম্মের ধ্বংসেই সূক্ষ্ম শরীরের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

সূক্ষ্মশরীর মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী।

কর্ম্মফল-ভোগ ও নিয়তি কেহ খণ্ডাইতে পারে না। এই সংসার-গতি হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীবের মুক্তি। সুতরাং সূক্ষ্ম শরীর জীবের মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী। তাই শ্রীমৎ সদানন্দ যোগী বলেন :—

"তদেতস্মিলিঙ্গং লিঙ্গমমূর্ত্তাখ্যম্ ইহলোকপরলোকযাত্রানির্ব্বাহকং স্বোপাধি-ভূতস্য জীবচৈতন্যস্য ব্রহ্মজ্ঞানপর্য্যন্তং চ স্থায়ি স্বীক্রিয়তে।—অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি।

"এই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ ও কোষ-মিলিত শরীরকেই অমূর্ত্ত লিঙ্গশরীর কহে।

সৃষ্টিতত্ত্বে ব্রহ্মবাদ।

আমরা এক্ষণে সৃষ্টিতত্ত্ব শেষ করিলাম। এই সৃষ্টিতত্ত্বে আমরা দেখিলাম, একই ব্রহ্ম, ঈশ্বর রূপে কারণশরীর ধারণ করিয়া বহুরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যরূপে ব্যক্ত আছেন। তাই ঋগ্বেদ বলিয়াছেন :—

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

ব্রহ্মদর্শী বিপ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সেই একমাত্র সদ্বস্তুকে বহুরূপে বলিয়াছেন। বাস্তবিক ব্রহ্ম একই সত্ত্ব, সেই একই সত্ত্বের এত অগণ্য রূপ কেবল মায়া-কল্পিত। কার্য্যব্রহ্ম, কারণব্রহ্মেরই ব্যক্তাবস্থা মাত্র। তাই বেদান্তসারে শ্রীমৎ সদানন্দ যোগী বলিয়াছেন :—

"কথিত প্রকারের স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ সমুদায়ের প্রপঞ্চের সমষ্টিতে এক মহা-প্রপঞ্চ হয়। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনের সমষ্টিতে এক মহাবন এবং পৃথক্ পৃথক্ সাগর সমষ্টিতে এক মহাসমুদ্র হয়, সেইরূপ।

এই মহা প্রপঞ্চে উপহিত বৈশ্বানর, বিশ্ব-হিরণ্যগর্ভ, তৈজস বা ব্যষ্টিজীবাত্মা, সমষ্টি-অজ্ঞান বা মায়াত্মক ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি-অজ্ঞান বা অবিদ্যাত্মক প্রাজ্ঞ—এ সমস্তই এক অভিন্ন চৈতন্য। আমরা যে ভেদজ্ঞান করি, তাহা আমাদেরই মায়াবিজৃম্ভিত অজ্ঞান-হেতু।"

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে ॥"

পঞ্চদশী। মহাবাক্যবিবেক। ৫।

"এই প্রত্যক্ষীভূত নামরূপধারী দেদীপ্যমান জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল মাত্র নামরূপ-বিবর্জিত অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন এবং এক্ষণেও সেই সর্ব্ব শক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্ম সেই রূপেই অবস্থান করিতেছেন।"

এই বিশ্বপ্রপঞ্চে আর কিছুই সত্য নহে, সত্যমাত্র—"একমেবাদ্বিতীয়ং।"

তাই, বিশ্বপ্রপঞ্চে যাহা যাহা দেখিতেছি, তাহা তাহাই ব্রহ্মের রূপ।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

which enable them to form more elaborate combinations. Not that man is evolved from animal as such—that is the Western blunder—but the materials which go to build the *monomoyakosh* in man have been evolved in the animal kingdom and these materials carry on the results of their evolution, and are therefore available for the building of man. Notice the difference; it is not that man is directly evolved from the brute, as Darwin teaches, it is that the materials which have been elaborated in the animal kingdom are then used for the building of man. Quite a different thing from the purely physical succession and introducing a different idea; this may show you what underlies and forms the strength of the Darwinian theory."

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে মহাত্মা ডারউইন নিজ দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু এই সৃষ্টিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য উদ্ভাবন করা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-গণের সাধ্য হয় নাই। তাঁহারা জগৎ-সৃষ্টির পর্য্যায়-মাত্র নির্ণয় করিয়াছিলেন; কি পাঞ্চভৌতিক নিগূঢ় কারণে সেই পর্য্যায় ঘটিয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আধুনিক (Theosophist) থিয়োসফিষ্ট-সম্প্রদায় আর্য্যশাস্ত্র আলোচনা করিয়া তবে ডারউইন-উদ্ভাবিত সৃষ্টিবাদের ভ্রম ও নিগূঢ় মূলতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। জড়বাদী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা জড়মধ্যে কেবল জড়ের বিকাশই দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যতদিন না চৈতন্যের কার্য্য পরিলক্ষিত হইল, ততদিন জ্ঞানরাজ্যের অন্ধকার তিরোহিত হয় নাই। ব্রহ্ম-চৈতন্য কেমন সূক্ষ্ম কারণ-রূপে অগ্রে পাঞ্চভৌতিক সূক্ষ্ম-শরীরে আবির্ভূত হইয়া স্থূলজগতে একে একে সর্ব্বভূতে সেই সূক্ষ্ম-শরীর পরিপূর্ণ করিয়া বিরাট্‌রূপে দেখা দিলেন,—এ তত্ত্ব কেবল বেদ-বেদান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, বেদবেদান্তের সেই নিগূঢ় তত্ত্ব বিজ্ঞানালোকে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রভাসিত হইতেছে।

অধিকরণ করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড-শরীরাভিমানী কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। তিনি জন্মিয়া দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি বিবিধরূপ জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন। পশ্চাৎ ভূমি সৃষ্টি করিলেন। তৎপশ্চাৎ সপ্তধাতুদ্বারা জীব-শরীর সকল নির্ম্মাণ করিলেন। *

এস্থলে যিনি ব্রহ্মাণ্ড-শরীরাভিমানী, তিনিই সূক্ষ্মশরীরী হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। তাঁহা হইতেই দেব, তির্য্যক্ ও সর্ব্বশেষে মনুষ্যের সূক্ষ্ম শরীর উদ্ভূত হইয়াছিল। তৎপরে পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবীর উৎপত্তি। এই পৃথিবী হইতে জীবের স্থূল শরীরোপকরণ সপ্তধাতু জন্মে। তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদির স্থূল শরীরের সৃষ্টি হইল। যজুর্ব্বেদেও অগ্রে পৃথিবী, পরে অন্তরিক্ষ, বাক্, কৃষি ও গবাদির উৎপত্তি। † পুরুষসূক্তের অষ্টম হইতে পঞ্চদশ মন্ত্রে এইরূপ জীবসৃষ্টির বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

সৃষ্টি-ব্যাপারে স্থূল পঞ্চভূত হইতে কিরূপ স্থাবর জীবসমূহের বিকাশ হইয়াছে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। সেই স্থূল জড় স্থাবর দেহের ক্রমবিকাশই উদ্ভিজ্জ-দেহ। এই উদ্ভিজ্জ-দেহের ক্রমবিকাশই তির্য্যক্-দেহ, সেই তির্য্যক্‌দেহের ক্রমবিকাশই মানবদেহ। এই কথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত হইলেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই সৃষ্টি-তত্ত্বের সম্পূর্ণ রহস্য দিতে পারে নাই। ডারউইন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদিগণ সৃষ্টি-প্রহেলিকার রহস্যোদ্ভাবন করিতে গিয়া যে ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন, শ্রীমতী এনিবেস্তাণ্ট তাহা এইরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন :—

"Atoms become differentiated from within and building through mineral, vegetable and animal kingdoms, gain a peculiar additional capability and increasing complexity

---

* সামাধ্যায়ি-মহাশয় বলেন, এই সূক্তোক্ত বিরাট্ দ্বিভাবে কল্পিত—হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট্ ব্রহ্ম।

† বেদে বাক্ শব্দে শব্দব্রহ্ম বেদ ও জগৎ বুঝায়।

তৎপরে ঈশ্বর পুনর্ব্বার অশ্ব (তির্য্যক্‌যোনির একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিয়া উপনিষৎ এস্থলে অশ্বেরই নাম করিয়াছেন) উৎপাদন করিয়া প্রদর্শন করিলে, দেবতারা বলিলেন, ইহাও আমাদের উপযুক্ত আহার (ভোগ্য) নহে। সেই তির্য্যক্‌যোনির পর মনুষ্যের উদ্ভব হইলে কি ঘটিয়াছিল, দেখুন :—

"তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অব্রুবন্ সুকৃতম্। ,,বতাতেতি পুরুষো বাব সুকৃতং তা অব্রবীদ্যথায়তনং প্রবিশতেতি।"—ঐতরেয় উপনিষৎ। ২।৩।

"ঈশ্বর দেবগণের নিমিত্ত পুরুষ আনয়ন করিয়া প্রদর্শন করিলে, তাঁহারা বলিলেন, ইহা অতি সুনির্ম্মিত ও সুন্দর। ঈশ্বর বলিলেন, ইহা দ্বারা অনেক পুণ্যকর্ম্ম হইবে, এই জন্য এই পুরুষ এত শোভমান হইয়াছে। ঈশ্বর দেবতাদিগকে বলিলেন, ইহাই তোমাদিগের উপযুক্ত অধিষ্ঠান, অতএব তোমরা যথাযোগ্য স্থানে প্রবেশ কর।"

এই পুরুষ সম্পূর্ণ বলিয়া সুনির্ম্মিত ও সুন্দর। সম্পূর্ণ কিসে? আমরা পূর্ব্বে যে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলিয়াছি—যে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম স্বর্গস্থান সর্ব্ব সুখালয় হইয়া আনন্দময় কোষ এবং পরমাত্মময় সর্ব্বকারণ হইয়া ঈশ্বর, যাহার অন্তরীক্ষলোক বিজ্ঞানময়, মনোময় এবং প্রাণময় সূক্ষ্ম শরীরাধিষ্ঠান হইয়া হিরণ্যগর্ভ এবং যাহার স্থূল অন্নময় কোষ সর্ব্ব কোষাশ্রয় হইয়া বিরাট্ দেহে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এই পুরুষে প্রতিবিম্বিত। এ জন্য এই জীবাত্মক মনুষ্য-শরীরকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড কহে। এই পুরুষ হইতে কিরূপে অসংখ্য নরনারী উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যসমাজ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আমরা "সমাজ-তত্ত্ব"-নামক গ্রন্থে পর্য্যালোচনা করিয়াছি।

শুক্ল যজুর্ব্বেদে এবং ঋগ্বেদীয় পুরুষ-সূক্তে জীব-সৃষ্টির এই ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি-সরস্বতী মহাশয় পুরুষ-সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রের অনুবাদ এইরূপ করিয়াছেন ;—

"সেই আদি পুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড হইল। সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকেই

এই লিঙ্গশরীর জীব-চৈতন্যের ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া জীবের ইহলোক পরলোকের নির্ব্বাহক হয়।"

সূক্ষ্মশরীরের প্রমাণ।

সূক্ষ্ম-শরীর যে কর্ম্ম-সংস্কার লইয়া স্থূল শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে প্রস্থান করে, এ কথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥"—ভগবদ্গীতা। ১৫।৮।

"বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে সূক্ষ্মাংশ গন্ধ লইয়া চলিয়া যায়, দেহ-স্বামী জীবও তেমনি দেহ হইতে উৎক্রমণ কালে সূক্ষ্মাংশ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হন।"

ভগবান্ এই তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়া তৎপরেই তাহার প্রমাণ দিয়াছেন :—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥—ভগবদ্গীতা। ১৫।১০।

"যে মূঢ়েরা আত্মাকে কোন অবস্থায় দেখিতে পায় না, যখন আত্মা দেহস্থিত হইয়া বিষয়াদি ভোগ করিতেছে অথবা ইন্দ্রিয়াদি গুণ-বিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিতেছে, তখন দেখিতে পায় না, তবে যখন সেই আত্মা এক দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে অন্য দেহে গমন করেন, তখন যে তাহাকে দেখিতে পাইবে না, এ কথা নিশ্চয়। কিন্তু জ্ঞানচক্ষু বিবেকী আত্মজ্ঞানীরা তাঁহাকে সর্ব্বাবস্থায় দেখিতে পান।"

গীতার এই শ্লোকদ্বয় পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীত হয়, আত্মা পরলোকে গমন করেন। কি লইয়া পরলোকে গমন করেন? কর্ম্ম-সংস্কারোৎপন্ন সূক্ষ্ম দেহ লইয়া গমন করেন। এ তত্ত্ব আত্মজ্ঞানী বিবেকী ভিন্ন অন্য কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। সুতরাং এ তত্ত্ব মোহ-জ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মজ্ঞান-বিরহিত পাশ্চাত্য জড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের প্রত্যক্ষে কখনই আসিতে পারে না। অতএব, যাহার

প্রমাণ কেবল যোগীদিগের আত্ম-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তাহার প্রমাণ অযোগীদিগের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। তথাপি কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী পাশ্চাত্য পণ্ডিত কতকাংশে এ বিষয়ের অতি দূর-অনুমান করিয়া আনিয়াছেন। পণ্ডিত টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছেন ঃ—

But again, we are compelled to imagine that what we see has originated in the unseen, and in using this term, we desire to go back even further than either, which, according to one hypothesis has given rise to the visible order of things. And again, we must resort to the unseen not only for the origin of the molecules of the visible universe, but also for an explanation of the forces which animate these molecules and not only so, but we are always carried back from one order of the unseen to another."—The Unseen Universe pp. 198-199.

তাঁহারা বলিয়াছেন, যে molecules দিয়া এই স্থূল বিশ্ব-শরীর সৃষ্ট, তাহাদের পশ্চাতে আরও সূক্ষ্ম শক্তি এবং তৎপশ্চাতেও সূক্ষ্মতর শক্তি বর্ত্তমান—এক অদৃশ্য শক্তি তৎপরবর্ত্তী শক্তি-পুঞ্জকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। ইঁহারা এই সূক্ষ্ম শক্তিময় শরীর স্বীকার করিলেন।

তৎপরে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড্রেপার কি বলিতেছেন দেখুন ঃ—

"In this manner is presented to our contemplation the theory of Evolution. Every organic being has a place in a chain of events. It is not an isolated, a capricious fact, but an unavoidable phenomenon. It has its place in the vast orderly concourse which has successively risen in the past, has introduced the present, and is preparing the way for a predestined future."—History of the conflict between Religion and Science p. 247.

"এইরূপে তবে ক্রম-বিকাশের মহা দার্শনিকবাদ আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে সমুদিত হয়। আমরা বুঝিতে পারি, বিশ্বের এই প্রকাণ্ড ঘটনাচক্রে ও কর্ম্মপাকে

প্রতি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব অবস্থিত; কেহই স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন এবং অকস্মাৎ-সমুৎপন্ন নহে; সকলেরই উৎপত্তি ও উদয় অবশ্যম্ভাবী—ক্রম-বিকাশের মহাচক্রে একে একে সমুদ্ভূত। অতীতের ঘোর ঘটনাচক্রে যেমন সকলই পর পর এবং ক্রমে ক্রমে আসিয়াছিল, সেই চক্রে প্রতি ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট-জীবও দেখা দিয়াছিল, দেখা দিয়া আবার অবশ্যম্ভাবী নিয়তি-ক্রমে লীন হইয়া গিয়া বর্ত্তমান হইয়াছে, তেমনি এই বর্ত্তমান আবার ভবিষ্য নিয়তির পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে।"

সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্পষ্টভাবে না অনুমান করিতে পারেন, অতি অস্পষ্ট ভাবে যে সূক্ষ্ম শরীরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিলে কি হয়? সেই সূক্ষ্ম শরীর যে পরলোকগামী হয়, একথা কি জড়-বিজ্ঞানে আসিতে পারে? তজ্জন্য আধ্যাত্মিক চক্ষু চাই। যে চক্ষুর উন্মীলনে যোগীরা আত্ম-প্রত্যক্ষ করিয়া পরলোকগামী সূক্ষ্ম শরীর-যুক্ত আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, জড় বিজ্ঞানের সাধ্য নাই, সেই তত্ত্বে উপনীত হয়। এই প্রকার অলৌকিক তত্ত্বজ্ঞান জন্য বেদের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এই বেদমূলক শাস্ত্রাভাস পাইয়া পাশ্চাত্য থিয়োসফিষ্ট-সম্প্রদায় এক্ষণে শাস্ত্রীয় অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহের উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহারা এক্ষণে যে নানাবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের (The Astral, The Imponderable body, The Double) অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের শাস্ত্রীয় তত্ত্ব সকল সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহাই যথেষ্ট। তজ্জন্য আশা হইতেছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, যতই আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ় রহস্যোদ্ভাবনে অগ্রসর হইবেন, দেখিবেন, বেদ বেদান্তের সমস্ত কথাই সত্য। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এ সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক অনুমানে উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে:—

"Hence, wherever we now find Being (Existence,—আত্মা)

so conditioned as to act on our senses, there arises the question—how came it thus conditioned? Unless on the assumption that it acquired a sensible form at the moment of perception, and lost its sensible form at the moment of perception, it must have had an antecedent existence under this sensible form, and will have a subsequent existence under this sensible form. These preceding and succeeding existences under sensible forms are possible subjects of knowledge, and knowledge has obviously not reached its limits until it has united the past, present and future histories into a whole. Philosophy has to postulate this passage from the imperceptible into the perceptible and again from the perceptible into the imperceptible."—First Principles.

"অতএব, যে স্থলেই আমরা সত্ত্ব পদার্থকে (আত্মাকে) এরূপে উপস্থিত দেখিতে পাই যে, তদবস্থায় তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতেছে, সেই স্থলেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—কিরূপে তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অবস্থায় আসিল? যদি এ কথা ধরিয়া লও যে, ঠিক ইন্দ্রিয়গোচর হইবার কালে তাহা আকার ধারণ করিয়াছিল এবং যখন আবার ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইবে, তখন তাহা সেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকার পরিত্যাগ করিবে, তবেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অবস্থায় আসিবার পূর্ব্বে সেই সত্ত্বপদার্থের এক সূক্ষ্ম অস্তিত্ব ছিল এবং যখন আবার ইন্দ্রিয়াতীত হইবে, তখনও সেই সূক্ষ্ম অবস্থায় পুনরায় যাইবে। এরূপ সিদ্ধান্ত কি দার্শনিক তত্ত্বের আলোচ্য নহে? সত্ত্ব পদার্থ ইন্দ্রিয়-গোচর হইবার পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, ইন্দ্রিয়াতীত হইবার পরই বা ঠিক কিরূপ হইবে এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থা কি—এ সকল কথার কোন প্রকার স্থির মীমাংসায় দর্শন-শাস্ত্র যতদিন না আসিবে, যতদিন না, সত্ত্ব পদার্থের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে এক সূত্রে দেখাইতে পারিবে, ততদিন তাহা নিশ্চয় অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। দর্শন-শাস্ত্রের মীমাংসা করিয়া বলা উচিত, সত্ত্ব পদার্থ কিরূপ সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয়-গোচর হয় এবং ইন্দ্রিয়-গোচর হইবার পরেই বা তাহা কি প্রকার সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থাপিত হয়।"

হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার দর্শন-শাস্ত্রের যে সম্পূর্ণতা চাহেন, যে সম্পূর্ণতায় উপনীত হইয়া দর্শন-শাস্ত্র বলিয়া দিবে, ইন্দ্রিয়গোচর হইবার পূর্ব্বে এবং পরে আত্মা ঠিক কিরূপ সূক্ষ্ম অবস্থাপন্ন থাকে, সেই সম্পূর্ণতায় কি আর্য্য-দর্শন-শাস্ত্র উপনীত হয় নাই? এখন কথা এই, আর্য্য-দর্শন-শাস্ত্র আত্মার সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাধিগত অবস্থার যে বিবর্ত্তাদি বাদ দিয়া দেখাইয়াছে, তাহা নির্ম্মল, উপাধি-বিরহিত, বা নিগুর্ণ আত্মার মায়িক কল্পনা, আত্মার সেই মায়িক কল্পনা সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত কি না? শ্রুতিতে আত্মার যে অলৌকিক তত্ত্বকথা আছে, আর্য্য-দর্শন-শাস্ত্র তাহার সম্পূর্ণ যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়া সেই অলৌকিক তত্ত্বের সম্পূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি দিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে, স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরো-পহিত হইয়া আত্মার যে চতুর্ব্বিধ অবস্থা হয়, তাহাতেই আত্ম-বাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতেই সত্ত্ব-পদার্থের স্থূল এবং সূক্ষ্ম অবস্থার সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে। জীবের জন্মান্তর-রহস্য-কথায় পরিপূর্ণ সেই ইতিবৃত্ত আরও কিরূপ যুক্তি-সঙ্গত হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছি।

জন্মান্তরে জীবের গতি।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবাত্মা জীবকে নিজ কর্ম্মফল-ভোগ করাইবার জন্যই সূক্ষ্ম-শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এই কর্ম্মসূত্র নিয়তিরূপে সূক্ষ্ম-শরীরে সংলগ্ন থাকিয়া জীবের জন্মজন্মান্তর ঘটাইতেছে। এক স্থূল শরীর হইতে, অন্য স্থূল শরীরে সঞ্চারিত হইয়া জীব প্রাক্তন ভোগ করিয়া থাকেন। এক স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিলে কোন্ শক্তি বলে তিনি অন্য

শরীরে প্রবিষ্ট হয়েন? কোন্ শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থকে নিজ নিজ স্থানে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে? নভোমণ্ডলের শূন্য দেশে কোন্ শক্তি চন্দ্র-সূর্য্যকে এবং প্রতি জ্যোতিষ্ককে নিজ নিজ স্থানে নিবর্ত্তিত করিয়া রাখিয়াছে? পৃথিবী হইতে উৎক্ষিপ্ত হইলে কোন্ শক্তি লোষ্ট্রকে আবার আকৃষ্ট করিয়া সেই পৃথিবীতেই আনিয়া ফেলে? একটী তৃণমাত্র যে আকাশ-দেশে মুহূর্ত্ত মাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না, অমনি তাহা যথাস্থানে আসিয়া পড়ে, তাহা কোন্ শক্তি-বলে ঘটে? যে শক্তি-বলে এ সমস্তই ঘটে, যে শক্তি সমস্ত-পদার্থকে নিজ নিজ স্থানে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই মহা সঙ্কর্ষণ-শক্তিই স্থূল দেহ-বিবর্জ্জিত সূক্ষ্ম-শরীরকে তাহার উপযুক্ত অধিষ্ঠানে লইয়া যায়। এই সঙ্কর্ষণ-শক্তিই জগতের কারণ-রূপে সর্ব্বত্র-ব্যাপ্ত। তাহা পদার্থকে বিজাতীয় পদার্থ হইতে বিভিন্ন করিয়া তাহার স্বজাতীয় পদার্থে আকর্ষণ করিয় লইয়া যায়। পৃথিবী স্বজাতীয় লোষ্ট্রকে আকর্ষণ করে, সেই শক্তিবলে। সঙ্কর্ষণ-শক্তি আকৃষ্ট করে, কৃষ্ণশক্তি স্বজাতীয়ের সহিত স্বজাতীয়ের যে নিয়ম, সেই নিয়মে স্বজাতীয় পদার্থকে আবদ্ধ ও নিয়মিত করিয়া রাখে—তাহা নিয়ন্ত্রী ও রক্ষিণী শক্তি। বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সমুদায় জগৎ-সংসারকে শাসন করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা দুই সহোদর। হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন :—

"By a higher abstraction results the conception of Attractive and Repulsive forces pervading Space, * * • These universally co-existent forces of attraction and repulsion must not be taken as realities, but as our symbols of the reality. They are the forms under which the workings of the Unknowable are cognizable by us"

First Principles. Pages 224, 225.

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, জীবের প্রবৃত্তি বা কামই * কর্ম্ম-সংস্কার-হেতু। এই কর্ম্মসংস্কার ও ধর্ম্মাধর্ম্মই সূক্ষ্ম শরীরকে গড়িয়া আনে। সংসার-ক্ষেত্রে যে জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, যাহার প্রবৃত্তি যেরূপে পরিণত হয়, যাহার অভ্যাস যেরূপ দাঁড়ায়, তাহার সূক্ষ্ম শরীর তদনুরূপ হয়। যে নিতান্ত হিংস্রক, তাহার সূক্ষ্ম-শরীর তদনুরূপ হিংসাপ্রবণ হয়। যে নিতান্ত নিষ্ঠুর, তাঁহার সূক্ষ্ম শরীরও নিষ্ঠুর হইয়া পড়ে। যে লোভাসক্ত, তাহার লিঙ্গশরীর সেই আসক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। তদ্রূপ যে দয়াশীল, তাহার সূক্ষ্ম-শরীরও করুণায় বিনম্র হইয়া আইসে। অধর্ম্ম যেমন সূক্ষ্ম-শরীরকে অধর্ম্ম-পরায়ণ করে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম তেমনি তাহাকে ধর্ম্মপরায়ণ করে। এই সূক্ষ্ম-শরীর মৃত্যুকালীন যেরূপ স্বভাব-আক্রান্ত হইয়া স্থূল শরীর ত্যাগ করে, তাহা তদনুরূপ শরীরে আকৃষ্ট হয়। যে নিয়মে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব পরমাণুর সহিত পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগ ঘটাইয়া ঘটের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে নিয়মে ব্রহ্মাণ্ডে স্বজাতীয়ের সহিত স্বজাতীয় মিলিত হইতেছে এবং বিজাতীয়ের বিভেদ হইতেছে, সেই নিয়মে সূক্ষ্ম-শরীরেরও পিতৃযানে বা দেবযানে গতি হয়। উৎকৃষ্ট পিতৃশক্তি পিতৃগণরূপে চন্দ্রলোক প্রভৃতিতে বাস করেন। মৃৎ-শিলাদি হইতে মনুষ্য-জীব পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতেও

---

* পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রাগ-বিরাগ-যোগেই সৃষ্টি হয়। এই রাগই প্রেম. শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-স্বরূপ—রাগরসময়। সেই রাগই জীবের কামনাকে প্রসূত করে। কামনাই আসক্তি, অনুরাগ। এই কামের পৌরাণিক নাম প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণাত্মজ। সেই কামসম্ভূত সমস্ত সূক্ষ্ম শরীর। সমস্ত সূক্ষ্ম-শরীরই ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন-সম্ভূত। তাই শাস্ত্রে আছে :—

"অনিরুদ্ধঃ স্বয়ং ব্রহ্মা প্রদ্যুম্নঃ কাম এবচ।"

অসংখ্য পিতৃত্ব বা পিতৃ-শক্তি বিদ্যমান,—সকলেই স্বজাতীয়ের উৎপত্তিকারিণী শক্তি, এজন্য পিতৃশক্তি। অশ্বের বীজ হইতে অশ্বই উৎপন্ন হয়, গোরু হয় না। মনুষ্যের বীজ হইতে মনুষ্যই হয়, অশ্ব হয় না। এজন্য অশ্বের পিতৃশক্তি অশ্বেই আছে, গোরুর পিতৃশক্তি গোরুতে এবং মনুষ্যের পিতৃশক্তি মনুষ্যে আছে। মৃত্যুকালীন যে লিঙ্গ যেরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা তজ্জাতীয় পিতৃশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া স্বতন্ত্র জীবত্ব প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্ম-শরীর শিলাদি হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ ভোগায়তন-দেহেই সঞ্চারিত হইতে পারে। তদ্রূপ তাহা দেবযানে যাইয়া দেব-শরীরে আকৃষ্ট ও আবির্ভূত হইতে পারে। দেবযানে লোকান্তরে গেলে তাহার যে ক্রমশই উৎকর্ষ-সাধন হয়, তদ্দ্বারা তাহা সেই লোকান্তরেই পরিবর্দ্ধিত ও সঞ্জাত হইতে থাকে। পৃথ্বীলোকে আসিবার আর অধিক সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যে জীব পিতৃযান-পথে চন্দ্রলোকে গিয়া পিতৃগণ বা কর্ম্মদেবগণে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় শুভ কর্ম্মের ভোগসাধন করে, সেই জীব আবার সেই কর্ম্মফল-ভোগের পর লোকান্তর হইতে পৃথ্বী-লোকেই ফিরিয়া আইসে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয পুনরাবর্ত্ততে ॥"

"সেই উপাসক জীব চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য্য-অনুভব করিয়া পুনরাবর্ত্তিত হয়।"

অন্য শ্রুতি এই :—

প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে ॥"

"জীব ইহলোকে যে কিছু কর্ম্ম করে, ভোগের দ্বারা সে সমস্তের নাশ হইলে পুনঃ কর্ম্ম করিবার জন্য ইহলোকে আগমন করে।"

অন্য এক শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"জলৌকাবৎ পূর্ব্বদেহং ন মুঞ্চতি যাবন্ন দেহান্তরমাক্রামতি।"*

"জীব জলৌকার ন্যায় যে পর্য্যন্ত দেহান্তর না পায় সেই পর্য্যন্ত দেহ ত্যাগ করে না।"

মরণকালে কর্ম্ম-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। কর্ম্মসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ভাবিদেহময় ভাবনায় পরিণত হয়। তৎপরে সেই ভাবনাময় দেহ হয়। এই দেহে জলৌকাবৎ আক্রান্ত হইয়া জীব পূর্ব্ব-দেহ ত্যাগ করে। বেদান্তদর্শনের মীমাংসা এই যে, যখন জীব দেহ হইতে বহির্গত হয়, তখন তাহা "অপ্"-পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে। এই "অপ্" সূক্ষ্মভূত "জল"। সূক্ষ্মভূত জলই সোম বা রাগ। রাগই "আকর্ষণ"-শক্তি। এই আকর্ষণশক্তি পরিবেষ্টিত হইয়া জীব দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই মহা আকর্ষণ-শক্তিই জন্মান্তরে জীবের দেহান্তর ঘটায়। জীব স্বজাতীয় দেহে আকৃষ্ট হইয়া নবদেহ ধারণ করে। যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহা তদনুযায়ী ভোগায়তন স্থাবর বা জঙ্গম দেহে আকৃষ্ট হয়। তদনুরূপ জাতি, কুল ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়। বলিয়াছি ত যতকাল কর্ম্ম-সূত্র ও কর্ম্মবীজ থাকে, ততকাল সেই বীজোৎপন্ন শরীর থাকে। মুক্তি ভিন্ন এই শরীর কিছুতেই নষ্ট হয় না। এ কথার অর্থ এই, কর্ম্মাশয় নষ্ট হইলেই তৎকার্য্য-রূপ দেহ নষ্ট হয়। কারণ না থাকিলেই কার্য্য থাকে না। এই কারণ, নষ্ট করিবার একমাত্র উপায় মুক্তি-পথ। এই মুক্তি-পথে কর্ম্মসূত্র নষ্ট হয়। নিষ্কাম হইলেই কর্ম্মসূত্রের ধ্বংস সাধন হয়। কারণ, কামনাই কর্ম্মের

* ৩।১।১। ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্য দ্রষ্টব্য। সাংখ্য-দর্শনে স্থূল, সূক্ষ্ম ও অধিষ্ঠান ভেদে জীবের ত্রিবিধ শরীর স্বীকৃত হইয়াছে। লিঙ্গ-শরীরের স্বতন্ত্র-ভাবে লোকান্তর-গমন সম্ভবে না বলিয়া তাহার অধিষ্ঠান-শরীর স্বীকার করিতে হয়। সাং দঃ ৩অ—১১।১২।

উৎপাদক। তাই গীতায় নিষ্কাম ধর্ম্মই মুক্তিপথের প্রধান-সাধন-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই যে, জীবের কর্ম্মবীজ ধ্বংস করে। এই উপায় জীবের নিজ হস্তেই সমর্পিত আছে। এই উপায় যিনি অবলম্বন করিয়া মুক্তি-পথে দাঁড়ান, তাঁহারই পুরুষত্ব—তাহারই যথার্থ পুরুষকার। কেবল দুর্লভ মানবজন্মে এই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে পারে। এই পুরুষার্থ কিরূপ তপস্যায় সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে দিয়াছি। এইরূপ তপস্যা ভিন্ন জীবের কর্ম্মবীজ ধ্বংস করা ঈশ্বরেরও সাধ্য নহে। শ্রীমৎ ভারতী তীর্থমুনি সেই কথাই বলিয়াছেন :—

"ন চাত্রৈতদ্‌বারয়িতুমীশ্বরেণাপি শক্যতে।"—পঞ্চদশী।

"অন্যের কথা দূরে থাক্, জীবের ইচ্ছাজনিত প্রালব্ধ নিবারণ করিতে ঈশ্বরও সমর্থ নহেন।"

সূক্ষ্মশরীর ও ব্রহ্মা।

জীব এই কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করিয়া থাকে। একই আত্মা জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। যিনি সমষ্টি সূক্ষ্ম-শরীরোপহিত চৈতন্য, তিনিই সমষ্টি সূক্ষ্ম-শরীরকে অনুপ্রাণিত করিয়া "সূত্রাত্মা" বা "হিরণ্যগর্ভ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই হিরণ্যগর্ভই জীব-সমষ্টির প্রাণ-স্বরূপ। বেদান্তসার বলিয়াছেন :—

এতৎসমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণ ইতি চোচ্যতে সর্ব্বানুস্যূতত্বাৎ জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমদপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতাভিমানিত্বাচ্চ।"

"এই সমষ্টি সূক্ষ্ম-শরীরোপহিত চৈতন্য—'সূত্রাত্মা' 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'প্রাণ' নামে ব্যবহৃত হন। সূত্রের ন্যায় প্রত্যেকে অনুস্যূত বলিয়া 'সূত্রাত্মা' এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি-যুক্ত সূক্ষ্মভূতাভিমানী বলিয়া 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'প্রাণ'।"

অতএব, আমরা এই হিরণ্যগর্ভের তিনটি নাম দেখিতে পাই—(১) হিরণ্যগর্ভ, (২) সূত্রাত্মা এবং (৩) প্রাণ। সমুদায় সূক্ষ্ম শরীর-গর্ভ-স্বরূপ তিনি হিরণ্যগর্ভ, সেই শরীরগত চৈতন্যরূপে তিনি প্রাণ এবং সমুদায় জীবাত্মা তাঁহাতে অনুস্যূত, অথবা সমুদায় জীব-শরীর সেই সূক্ষ্ম শক্তিময় বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে শায়িত ও অবস্থিত হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া গ্রথিত রহিয়াছে। এই হিরণ্যগর্ভ হইতে জীব-সমস্ত উদ্ভূত হইয়া অবস্থিত থাকে এবং প্রলয়কালে সেই গর্ভেই লীন হয়। এই হিরণ্যগর্ভের উপলব্ধি কিরূপে হয়? বেদান্তসার বলিয়াছেন, একত্ব-বুদ্ধির বিষয় হইতে সমষ্টিজ্ঞান হয়। সমস্ত জীব-শরীরকে এক জ্ঞান করিতে পারিলে হিরণ্যগর্ভের উপলব্ধি হইবে। আর বহু-বুদ্ধির বিষয় হইলে ব্যষ্টি জীবের জ্ঞান হয়। একথা বেদান্তসার দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। সমস্ত পাতালপুর এক বৃহৎ জলাশয়। সেই বৃহৎ জলাশয় কখন সমুদ্র, সাগর, কখন নদ-নদী, কখন তুষার-বৃষ্টি, তড়াগ হ্রদ, কখন পুষ্করিণী কূপ নামে অভিহিত হইয়া পরিদৃশ্যমান হইয়াছে। তদ্রূপ একই মহাবন কখন শমীবন, কদলীবন, কখন নানা বৃক্ষলতায় অভিহিত হইয়াছে। একত্ব-জ্ঞানে সেই পাতালপুর ও মহাবন এবং বহুত্ব-জ্ঞানে বিশেষ বিশেষ নামরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এই হিরণ্যগর্ভই সূক্ষ্ম-শরীরময় ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ। এই সূক্ষ্ম শরীরময় ব্রহ্মাণ্ড কারণ-ব্রহ্মাণ্ড হইতে সমুদ্ভূত। কারণ-ব্রহ্মই ঈশ্বর। সুতরাং এই হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট। এই জন্য আমরা পুরাণে দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

প্রলয়ে জীবের পরিণাম।

সর্ব্বভূতেই সূক্ষ্মশরীর।

গত প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি যে, জীবের কর্ম্মসংস্কার-জাত ধর্ম্মাধর্ম্মই সূক্ষ্ম-শরীরের কারণ। মনুষ্যের সূক্ষ্মশরীরই কর্ম্মগুণে জন্মজন্মান্তরে নানাবিধ ইতর জীবজাতিতে এবং মৃচ্ছিলাদিতে পরিণত হয়। সুতরাং এক মনুষ্যের সূক্ষ্মশরীরই সর্ব্বভূতে বিভক্ত হইয়া এই পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলেন—মনুষ্যের লিঙ্গদেহ প্রধান, এজন্য তিনি সচেতন জীব; তির্য্যগাদির লিঙ্গ ও স্থূল উভয়ই প্রধান, এজন্য তাহারা জড়চেতন জীব এবং স্থাবরাদির লিঙ্গদেহের অন্তঃসংবেদন মাত্র আছে, বহির্বিকাশ নাই, এজন্য জড় এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। নহিলে সকলেই জীব এবং সকলেরই লিঙ্গদেহ আছে।

"কেবলং পঞ্চকবশাদ্দেহাদৌ চেতনাভিধা।
জড়স্পন্দাভিধা কাপি স্থাবরাদৌ জড়াভিধা॥"—যোগবাশিষ্ঠ।

পণ্ডিত রিচমণ্ডও বলিয়াছেন, লিঙ্গদেহ কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকল শরীরেই বর্ত্তমান।

"This shows that just as the soul or astral in man is what makes the man, so the astral in an inorganic compound is what gives character to the compound."

The Religion of the Stars p. 99.

মনুসংহিতায় আছে :—

" যদানুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥"—১৫৬।

"যখন জীব অনুমাত্রিক হইয়া অর্থাৎ সূক্ষ্মপঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, বায়ু, কর্ম্ম, ও অজ্ঞানময় লিঙ্গশরীরযুক্ত হইয়া স্থাবর বা জঙ্গম-বীজে প্রবেশ করে, তখনই তাহার সৃষ্ট অবস্থা, এবং সেই অবস্থাতে সে মূর্ত্তি গ্রহণ করে।"

প্রলয়ে এই স্থাবর ও জঙ্গম-শরীর-পরিব্যাপ্ত লিঙ্গদেহের দশা কি হয়? আমরা "সৃষ্টি ও প্রলয়"-নামক প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে, প্রলয়াবস্থায় সকলই নিজ নিজ কারণে লীন হয়। এই সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করিলে অবশ্য বলিতে হইবে, প্রলয়ে সমগ্র জীবের লিঙ্গদেহ তৎকারণ-শরীরে লয় প্রাপ্ত হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, সেই কারণ-শরীরই ব্রহ্মা। সুতরাং সমস্ত জীবের সূক্ষ্মদেহ সেই ব্রহ্মাতেই লীন হয়। ব্রহ্মা আবার তৎকারণভূত ব্রহ্মাণ্ডে নারায়ণের অনন্তশয্যায় শায়িত হয়েন। বিষ্ণুপুরাণ সেই কথাই বলিয়াছেন :—

"তদা হি দহ্যতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্।
জনং প্রযান্তি তাপার্ত্তা মহর্লোকনিবাসিনঃ॥
একার্ণবে তু ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
ভোগিশয্যাগতঃ শেতে ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতঃ॥"—১অং ৩অ২১।২২।

এক্ষণে আমরা এই সূক্ষ্মশরীরের প্রলয়কথাই পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

জাতীয় পরিণাম।

প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যে যাহার সজাতীয়, সে তাহাকে আকর্ষণ

করে। জল, জলকে আকর্ষণ করে; বায়ু, বায়ুকে আকর্ষণ করে; পৃথিবী, উর্দ্ধ-নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রকে আকর্ষণ করে। প্রলয়ে কি হয়? প্রলয়ে যখন অগ্নি-শক্তি প্রজ্বলিত হইলে বিজাতীয় পদার্থের সহিত বিজাতীয়ের বিচ্ছেদ ঘটে, তখন অবশ্য সজাতীয় সজাতীয়কেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাই, আমরা পৌরাণিক প্রলয়-চিত্রে দেখিতে পাই, অগ্নির উন্মেষের পর স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া গেলে রুদ্রদেব সলিল-সঞ্চার দ্বারা পৃথিবীকে দ্রবীভূত করিয়া একাকার করেন? যে, যে জাতীয় লিঙ্গ, তাহা তজ্জাতীয় লিঙ্গের সহিত একত্র আকৃষ্ট হয়। সজাতীয় যে সজাতীয়কে আকর্ষণ করে, ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে তাহার কারণ-নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—যাহার সহিত যাহার আন্তরিক সম্বন্ধ বা "আন্তর্য্য" আছে, তাহার সহিত তাহা না মিলিয়া থাকিতে পারে না।

সমগ্র বৃক্ষ জাতীয়ের সূক্ষ্ম-শরীর এক সামান্য উদ্ভিদ্ জাতিতে, সমস্ত পশু, পক্ষী, সরীসৃপ জাতীয়ের সূক্ষ্ম-শরীর এক তির্য্যগ্ জাতিতে, সমস্ত মনুষ্য জাতীয়ের সূক্ষ্ম-শরীর এক মনুষ্য জাতিতে এবং মৃত্তিকা জল, বায়ু, ধাতু প্রভৃতি সমস্ত তমোগুণান্বিত জড়-জাতীয় লিঙ্গশরীর স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে সূক্ষ্ম কায়া ধারণ পূর্ব্বক এক এক জাতীয় কায়ায় পরিণত হইয়া যে মহাকায়ার সৃজন করিয়াছিল, তাহাই বিশেষ বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন সূক্ষ্ম শক্তিময় একাকার অবিদ্যার মহাকায়া। এই জাতীয় পরিণাম-সকল অলীক পদার্থ নহে, তাহারা নিত্যকাল-স্থায়ী; কিছুতেই তাহাদের ধ্বংস নাই। ঔলূক্য দর্শন মতে—"জাতি পদার্থ নিত্য এবং অনেক বস্তুতে থাকে। যাহা অধিক স্থানে থাকে, তাহাকে পরজাতি এবং যাহা

অপেক্ষাকৃত অল্পদেশ-ব্যাপী তাহাকে অপর জাতি কহে।" * এই জাতি কি, ন্যায়-দর্শনকার তাহা বলিতেছেন :—

"সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ।"—ন্যায় ২।২।১।

যাহা সমান-ধর্ম্মীয়কে প্রসব করে, তাহাই জাতি। এই জাতি যে নিত্য, তাহা "ভূষণসার" বৈয়াকরণও বলিয়াছেন :—

"সত্যাসত্যৌ তু দ্বৌ ভাগৌ প্রতিভাবং ব্যবস্থিতৌ।
সত্যং যত্তত্র সা জাতিরসত্যা ব্যক্তয়ো মতাঃ॥"

"প্রত্যেক ভাবের (সত্তার) সত্য বা অপরিণামী ও অসত্য বা পরিণামী এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে। তন্মধ্যে সত্যাংশই জাতি এবং অসত্যাংশ ব্যক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।"

এই জাতি-সমস্ত এজন্য সাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন এক এক জাতীয় সংস্কার বা ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিশিষ্ট নিত্য পদার্থ। তাহাদের আত্যন্তিক ধ্বংস নাই। বিনাশাবস্থায় তাহারা লীন-শক্তি-রূপে বীজাকারে থাকে। অনাদিকালই তাহারা বিদ্যমান। প্রলয়ে তাহাদের তিরোভাব এবং সৃষ্টিকালে তাহাদের পুনরাবির্ভাব হয় মাত্র। তাই শাস্ত্রে (জৈমিনি, পতঞ্জলি) জাতিকে 'আকৃতি'ও বলে। ভিন্ন ভিন্ন কল্পে এই জাতি বা আকৃতি সমস্ত আবির্ভূত হইলে এই পরিদৃশ্যমান বিরাট্ বিশ্বের বিকাশ হয়।

বিরাট্ বিশ্বে এই জাতি-পদার্থ সুতরাং সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। তাহাই সর্ব্ব জীবদেহের কারণ। তাই সপ্তশতী চণ্ডীতে আছে :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।"

---

* শাস্ত্রের এই "জাতি" প্রকৃত পদার্থ, তাহা ইংরাজীর abstract Idea মাত্র নহে। ইংরাজীর পরজাতি (genus) অপরজাতি (Species) শব্দ নাম abstract Idea মাত্র। শাস্ত্রের "জাতি" পদার্থের সহিত এই ইংরাজি সংস্কার মিশাইলে সব গোলযোগ হইবে।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, আকৃতি বা জাতি অনাদিকাল হইতেই আছে, এজন্য নিত্য। "আকৃতি-বিশিষ্ট এক একটী গোরু উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই গোরুর আকৃতি (Type) অনুৎপন্ন। গোরুর আকৃতি বা জাতি নিত্য বলিয়া চিরদিনই গোরু হইতে গোরু, অশ্ব হইতে অশ্ব, মনুষ্য হইতে মনুষ্যই উৎপন্ন হইতেছে। মনুষ্য হইতে কখনও গোরু হয় না এবং গোরু হইতেও মনুষ্য জন্মে না। * বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, যাহা সর্ব্বরূপে ও সর্ব্ব-আকারে সামান্য বা একরূপ, তাহাই জাতি। সর্ব্ব-আকারে সামান্য কি? না, আকৃতি (Type)। সর্ব্ব গোরুর আকারে গোরুর আকৃতিই সামান্য; এজন্য গোরু-সমস্তকে গো-জাতি বলে। † তবেই যে আকৃতি বা জাতি হইতে তজ্জাতীয় প্রতি ব্যক্তির জন্ম হয়, প্রলয়কালে আবার সর্ব্ব ব্যক্তি-জীবই সেই জাতিভুক্ত হইয়া এক সামান্য জাতির পরিণাম ঘটায়। কার্য্যভূত ব্যক্তি জীব, কারণভূত জাতিতে বিলীন হয়।

প্রলয়কালে এই জাতি-সমূহ একত্র ব্রহ্মার কায়ায় প্রলীন হইলেও তাহাদের মধ্যে এক একটী বিশেষ-ভাব আছে। অবিদ্যা-রূপ মলিনসত্ত্ব মায়া ত একাকার। প্রলয়কালে এই একাকার সিদ্ধ হইলে বিভিন্ন জাতীয় মলিনসত্ত্ব অবিদ্যার মধ্যেও কি কোন প্রকার ভেদাভেদ থাকে না? যমুনার জল গঙ্গা-জলে মিশিলে কি দুই জলে ভেদাভেদ নাই? নদীর জল সাগরে মিশিলে কি দুই জলে ভেদাভেদ নাই? তদ্রূপ সমস্ত জাতীয় সূক্ষ্মাকার একত্র হইয়া মলিনসত্ত্ব অবিদ্যা-শরীরে মিশিলেও তাহাদের বীজগত ভেদাভেদ থাকে। বৈশেষিকেরা এই ভেদাভেদকে "বিশেষ"-নামক

---

* বেদান্ত-দর্শন। ১অ, ৩পা ২৮ সূত্রের ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

† সাংখ্যদর্শন। ১অ, ১৫৪ সূত্রের প্রবচন-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পদার্থ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। অবিশেষ জাতি যেমন নিত্য, তাহার ভেদাভেদকারী "বিশেষ"-পদার্থও তদ্রূপ নিত্য। যদি জাতি নিত্য হয়, তাহার ভেদাভেদ-কারণ নিত্য না হইবে কেন? বিশেষ বিশেষ জাতির ভেদাভেদ না থাকিলে সৃষ্টিকালীন সেই বিশেষ বিশেষ জাতির বিভাগ কিরূপ হইবে? "বিশেষ"-পদার্থ যদি নিত্য হয়, তবে সেই বিশেষ-বিশেষ-শক্তি-সম্পন্ন বিশেষ-বিশেষ-জাতীয় পরমাণু নিত্য। এই বিশেষ-বিশেষ-পরমাণুর রাগবিরাগ-যোগেই সৃষ্টি হয়। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই এই "বিশেষ"-পদার্থের নিমিত্ত-কারণ; উপাদান-কারণ, সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম-রঞ্জিত বিশেষ বিশেষ পরমাণু-পুঞ্জ। যখন ধর্ম্মাধর্ম্ম নিত্যকাল বিদ্যমান, তখন বিশেষই বা নিত্যকাল বিদ্যমান না হইবে কেন? অতএব, অবিশেষ জাতি নিত্য হইলে "বিশেষ"ও নিত্য হইতেছে। বৈষয়িক-দর্শনে এই বিশেষের নিত্যতা সিদ্ধ হইয়াছে।

প্রলয়ে তবে সমস্ত বিশেষ জাতীয় লিঙ্গ-শরীর একত্র হওয়াতে এক সাধারণ জাতীয়-শরীর সৃষ্ট হয়। যে যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মাধর্ম্ম এক এক বিশেষ জাতির সম্পত্তি, তাহা সেই সেই বিশেষ জাতীয় শরীরে নিহিত থাকে বলিয়া, সাধারণ জাতিতে আসিয়া সর্ব্ব বিশেষ জাতি মিশিলেও প্রতি বিশেষ জাতির ধর্ম্মাধর্ম্ম একেবারে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় না, তাহা তৎ তৎ জাতীয় ধর্ম্মরূপে সূক্ষ্মভাবে সেই সাধারণ শরীর-বীজে নিহিত থাকে। সৃষ্টিকালে কেবল তাহাদের প্রস্ফোটন হয় মাত্র।

অবিদ্যার উৎপত্তি ও লয়।

কর্ম্ম-সংস্কারজাত ধর্ম্মাধর্ম্মই যদি সূক্ষ্ম-শরীরোৎপত্তির কারণ

হয়, তবে উৎপন্ন শরীর যে প্রকৃতির হইবে, তদনুসারে প্রলয়কালে জাতি-সকলও বিভক্ত হইবে। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তমোগুণান্বিত। ভৌতিক জীব-সকল স্থাবর ও জঙ্গমে বিভক্ত। স্থাবর-শরীর জড়-প্রধান ও তমোগুণান্বিত এবং জঙ্গম-শরীর মূর্ত্তকর্ম্ম-প্রধান হওয়াতে রজঃ-প্রধান হইয়াছে। যেহেতু; নিয়ত কর্ম্মের প্রাধান্য-বশতই তাহা গতি-প্রধান হইয়াছে। যাহা গতি-প্রধান, তাহাই জঙ্গম হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল কথা বিস্তারিতরূপে আমরা "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ"-নামক গ্রন্থের ১৩২ ও ১৩৩ পৃষ্ঠায় পর্য্যালোচনা করিয়াছি। সাত্ত্বিক শরীর দেবতার; দেবতারা আনন্দ-প্রধান। প্রলয়-কালে এই ত্রিগুণান্বিত অহঙ্কৃত শরীর-সমষ্টি যখন বীজাকারে আসিয়া অবিদ্যার উৎপত্তি করে, সেই অবিদ্যা তখন কিরূপ হয়? তাহা সেই ত্রিগুণান্বিত শরীর-বীজময় হইয়া অহঙ্কৃত মলিনসত্ত্ব মায়া-রূপে পরিণত হয়। অবিদ্যার এই মায়াই সাংখ্যের অহঙ্কার-তত্ত্ব। সেই অহঙ্কার-তত্ত্ব-রূপ প্রাকৃতিক কারণে সমুদায় বিশ্ব পরিণত হইলে প্রলয়-কালে তাহা নিজ কারণরূপ মহত্তত্ত্বে বিলীন হয়। সৃষ্টিকালে তাই সেই মহত্তত্ত্বরূপ মায়া-বীজ হইতে আবার অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। প্রলয়-কালে এই অবিদ্যা-ময় অহঙ্কার-তত্ত্ব ত্রিজাতীয় গুণ-বিশেষে পরিপূর্ণ হইয়া গুণমাত্র-ব্যঞ্জক মহত্তত্ত্ব-রূপ ঈশ্বরে লীন হইলে মহত্তত্ত্ব আবার নিজ কারণ-রূপ গুণসাম্য অব্যক্তে লীন হয়। তখন সেই অব্যক্ত পরমেশ্বরে অসৎ অবস্থায় অবস্থান করে। কত কাল অবস্থান করে? যতদিন না আবার সৃষ্টিকাল উপস্থিত হয়।

ব্রহ্মার সৃষ্টি।

প্রধান হইতে অপ্রধান অব্যক্ত।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, সকলই ব্রহ্মার সৃষ্টি। কারণ, এ সমস্ত পরিদৃশ্যমান হইবার পূর্ব্বে কারণ-ব্রহ্মাণ্ড হইতে যে সূক্ষ্ম শরীরী বিশ্বপদ্ম সমুৎপন্ন হইয়াছিল—যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড-কমল ব্রহ্মার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, যাহাতে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ হইয়া সেই কমলদলে অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিয়াছিলেন—সেই অব্যক্ত বিশ্বকোষ মধ্যেই এই দৃশ্যমান বিশ্ব লুকায়িত ছিল। ব্রহ্মার সৃষ্টি আর কিছু নহে, তাহা তাঁহার সমষ্টি সূক্ষ্ম-শরীররূপ সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড-কমলেরই বিবৃদ্ধি ও বিকাশ। তবেই এই ব্রহ্মাণ্ড-কমল আর এক অব্যক্ত প্রকৃতি। সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রথম অব্যক্ত—প্রধানা প্রকৃতি, দ্বিতীয় অব্যক্ত—বিশ্বকমল বা হিরণ্যগর্ভের প্রথম সমষ্টি সূক্ষ্ম-শরীর। প্রধানা, অশরীরী অব্যক্ত; এই বিশ্বকমল, শরীরী অব্যক্ত। প্রধানা যেমন নির্গুণ পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত, এই বিশ্বপদ্মও তেমনি কূটস্থ ব্রহ্ম বা অনন্ত-শয্যাশায়ী নারায়ণের বিবর্ত্ত। প্রধানার সূক্ষ্ম ব্যক্তাবস্থা, অনন্ত মহত্তত্ত্ব; হিরণ্যগর্ভাখ্য অব্যক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম ব্যক্তাবস্থা, ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীরী সৃষ্টি। ভগবান্ গীতোক্তিতে এই দ্বিবিধ অব্যক্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন :—

> "পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
> যঃ সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।"—গীতা-৮।২০।

"যিনি চরাচর ভূতগণের কারণভূত হিরণ্যগর্ভাখ্য অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাঁহারও কারণভূত যে অন্য অব্যক্ত, যিনি ইন্দ্রিয়গণের অগোচর এবং যিনি অনাদি, তিনি সমস্ত চরাচরভূতগ্রাম বিনষ্ট হইলেও বিনাশপ্রাপ্ত হয়েন না।"

তাৎপর্য্য এই যে, এই অভিব্যক্ত চরাচর ভূতগ্রামের কারণভূত হিরণ্যাখ্য অব্যক্তেরও প্রলয়কালে বিনাশ আছে, কিন্তু সেই অব্যক্তের কারণভূত যে অব্যক্ত তাহার কখন বিনাশ নাই। সেই অব্যক্ত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রলয়েও বিদ্যমান থাকেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইলে, বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, তাহাতে অব্যক্তরূপ বিষ্ণু ব্যবস্থিত হয়েন। সেই অব্যক্ত-পুরুষই হিরণ্যগর্ভ। হার্বার্ট স্পেন্সারও এই দ্বিবিধ অব্যক্তের সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। জগতের এই অগণ্য পরিণাম ও পরিবর্ত্তন যে কেবল এই অব্যক্তাবস্থা লাভ করিবার জন্যই ব্যস্ত, সে কথা আমরা "সৃষ্টি ও প্রলয়"-নামক প্রস্তাবে তাঁহার উদ্ধৃত বাক্যে দেখাইয়াছি। সেই গুণসাম্যই তাঁহার state of equilibrium। তিনি এই দ্বিতীয় অব্যক্তকে Imperceptible state বলিয়াছেন। প্রকৃতির এই অপ্রধান অব্যক্ত অবস্থার কথা আমরা পঞ্চদশীর বাক্য উদ্ধৃত করিয়া "ব্রহ্মার শরীর-সৃষ্টি"-নামক প্রস্তাবে দেখাইয়াছি। প্রকৃতির এই দ্বিতীয় অব্যক্ত হইতে যে ব্রহ্মার সূক্ষ্ম-শরীরের সৃষ্টি হয়, তাহাকেই স্পেন্সার Diffused state বলিয়াছেন। এই সূক্ষ্ম শরীরী Diffused state হইতে যে স্থূল জগতের উৎপত্তি হয়, সেই স্থূল জগৎকে তিনি concentrated perceptible state বলিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সমালোচনায় তিনি এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, হিন্দু সৃষ্টি-তত্ত্বের এই সকল কথা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত। স্পেন্সার বলিতেছেন :—

"May it not be inferred that Philosophy has to formulate this passage from the imperceptible into the perceptible, and again from the perceptible into the imperceptible?"

First Principles page 280.

"Evolution is a passage of matter from a diffused to an aggregate state"—Ibid P 382.

"The change from a diffused, imperceptible state, to a concentrated perceptible state, is an integration of matter and concomitant dissipation of motion, and the change from a concentrated, perceptible state to a diffused, imperceptible state is an absorption of motion and concomitant disintgration of matter."

First Principles P. 278.

তিনি বলিলেন, এই পরিণামী অব্যক্ত ব্যক্ত-অবস্থায় আসিবার কালীন যে সকল পরিণাম প্রাপ্ত হয়, অথবা যে যে অবস্থা দিয়া তাহা যায়, সেই গতিপথ বা পরিণাম-সকল নির্ণয় করা প্রকৃত দর্শন-শাস্ত্রের কার্য্য। হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বে সেই পরিণাম-সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সাংখ্য-দর্শনই সেই পরিণাম-সকল বিশিষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত-সকল সাংখ্যে কেবল সূত্রাকারে আছে মাত্র। হিরণ্যাখ্য অব্যক্ত যে প্রকার জাত্যন্তর-পরিণাম প্রাপ্ত হন, পাতঞ্জল দর্শনে সেই জাত্যন্তর-পরিণামের প্রকৃতি পর্য্যালোচিত হইয়াছে। সেই জাত্যন্তর-পরিণাম যে সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদবশতঃ ঘটিয়া থাকে, তাহাও সাংখ্য-বিদ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রধানা প্রকৃতি কি কি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ব-কমলরূপ

অব্যক্তে উপনীত হন, তাহা আমরা সাংখ্যবিদ্যা ও বেদান্ত দ্বারাই স্থির করিতে পারিয়াছি। তৎপরে এই দ্বিতীয় অব্যক্ত হইতে কিরূপে ব্যক্ত-জগতের বিকাশ হয়, তাহাও সাংখ্য এবং বেদান্ত দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা আমরা একে একে প্রদর্শন করিতেছি। এ প্রস্তাবে ব্রহ্মার সৃষ্টিতত্ত্বই বিচারিত হইবে এবং পর প্রস্তাবে সেই সূক্ষ্ম সৃষ্টি-ব্যাপার হইতে স্থূল ব্যক্ত জগতের পরিণাম প্রদর্শিত হইবে।

অপ্রধান অব্যক্তের ত্রিগুণ-ভেদ।

ব্রহ্মার অব্যক্ত সূক্ষ্মশরীরী বিশ্বকোষ মধ্যে এই পরিদৃশ্যমান স্থূল বিশ্বের সমস্তই যে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিবে কেন, তাহার কারণ আমরা প্রলয়-তত্ত্বের প্রকৃতি-পর্য্যালোচনায় প্রদর্শন করিয়াছি। দেখাইয়াছি, প্রলয়ে এই বিশ্ব যে অবিদ্যারূপ মলিনসত্ত্ব মায়ায় পরিণত হইয়াছিল, হিরণ্যাখ্য অব্যক্ত যদি সেই অবিদ্যারই পরিণাম হয়, তবে তাহাতে সমগ্র বিশ্বসংসার অবশ্যই লুক্কায়িত থাকিবে। কিরূপ লুক্কায়িত? যেমন কুসুম-কলি মধ্যে কুসুমদল-সকল লুক্কায়িত থাকে। সেইরূপ সেই কুসুম বিকসিত হইলে তাহার দল-সকল বিস্তারিত হইয়া দেখা দেয়। সেই জন্য শাস্ত্র সেই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ-বারিজাত বিশ্বকে পদ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐ বিশ্বের প্রত্যেক দলে এক একটী ভুবন বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। অনন্ত আকাশ-ব্যাপ্ত হইয়া যে কত অগণ্য আদিত্যমণ্ডল আছে, কে বলিতে পারে! মহাভারতে আমরা ভৃগুমুখে শুনিয়াছি, এই আদিত্যমণ্ডল-সকল অনন্ত আকাশের এত দূর দূর দেশে অবস্থিত যে, কেহ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের আদিত্যমণ্ডল

যেমন দ্যুলোক হইতে উৎপন্ন, প্রতি আদিত্যমণ্ডলও তেমনি। একই অন্তরীক্ষ লোকের অন্তর্গত এই সমস্ত আদিত্যমণ্ডল ও ভূলোক। এ সমস্ত লোকই ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীররূপ অব্যক্ত বিশ্বকোষের বিবৃদ্ধি ও বিকাশ। তাই বেদাদি শাস্ত্র বলিয়াছেন, সেই ব্রহ্মার শরীর হইতে দ্যুলোক, ভুবর্লোক এবং ভূলোকের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাগবত বলিয়াছেন:—

"সোঽসৃজৎ তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ।
লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতিত্রিধা॥"—১১।২৪।১১।

"সেই বিশ্বাত্মা তপস্যা-প্রভাবে আমার অনুগ্রহে রজোদ্বারা লোকপালসহিত লোকসকল এবং ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোক সৃষ্টি করিলেন।"

এই ত্রিবিধ লোক সেই বিশ্বাত্মার কোন্ গুণ হইতে সমুদ্ভূত হইল? ব্রহ্মা রজোগুণ-প্রভাবেই উহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। কারণ, রজোগুণই (Energy) সৃষ্টির কারণ। রজোগুণই বিক্ষেপশক্তি, সেই বিক্ষেপ-শক্তিই যত নামরূপের বিক্ষেপ করে। ব্রহ্মা সেই বিক্ষেপশক্তি-যোগে প্রথমে কি সৃষ্টি করিলেন? সৃষ্টি করিলেন, প্রথমে সত্ত্বগুণান্বিত স্বর্গলোক। এই স্বর্গলোকে স্বয়ং ঈশ্বর দেবগণে পরিবৃত হইয়া বিরাজিত। অবিদ্যা-রূপ মায়াকে যে দেবগণ বিশ্বরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই দেবগণ ঈশ্বরের সহিত সত্ত্ব-গুণান্বিত মায়াতে আবির্ভূত হইয়া স্বর্গলোকের বিকাশ করিলেন। সুতরাং সেই স্বর্গলোকই সমস্ত ভুবনের কারণ-স্বরূপ হইলেন। সেই স্বর্গলোক হইতেই নানাবিধ সত্ত্বগুণান্বিত মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক প্রভৃতির বিভাগ হইয়া গেল। তৎপরে রজোগুণান্বিত অন্তরীক্ষলোক এবং তমোগুণান্বিত ভূলোক, অতল, বিতল, পাতালাদির সৃষ্টি হইল। এ সমস্ত সৃষ্টিই সূক্ষ্মশরীরী। এই

ত্রিগুণান্বিত লোক-সকলের সৃষ্টি অগ্রে হইল কেন? কারণ, প্রলয় কালে সমস্ত জগৎ এই ত্রিগুণান্বিত অবিদ্যায় পরিণত হইয়া সেই ব্রহ্মার কায়ায় লীন হইয়াছিল। এক্ষণে সৃষ্টিকালে সেই পূর্ব্ব ত্রিগুণান্বিত অবিদ্যা-কায়াই আবির্ভূত হইল। পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়মানুসারে প্রতি সৃষ্টি-কালেই সমানের সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রতি সৃষ্টিকালেই দ্যুলোকের সৃষ্টি হইলেই এক এক আদিত্যমণ্ডলের বিকাশ হয়। সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই নক্ষত্র লোক-সকল আবার দেখা দেন। অনন্ত আকাশে অগণ্য আদিত্য-মণ্ডলে দ্যুলোক, ভুব বা অগণ্য-নক্ষত্র-বিরাজিত অন্তরীক্ষ লোক এবং এই পৃথিবীর ন্যায় অগণ্য ভূলোকেরও সমুদ্ভব হয়। এই ত্রিজাতীয় সৃষ্টি আবার সেই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের প্রাধান্য-বশতঃ ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়াছে—সত্ত্ববিশালা, রজোবিশালা এবং তমোবিশালা। সাংখ্যকার উক্ত ত্রিগুণান্বিত সৃষ্টির এইরূপ ব্যষ্টি-বিভাগ করিয়া দিয়াছেন; বিভাগ করিয়া তাহাদের স্থান এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন :—

"ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা। তমোবিশালা মূলতঃ।
মধ্যে রজোবিশালা।" সাং দং।—৩ অ, ৪৮।৪৯।৫০।

"সামান্যতঃ সমুদায় সৃষ্টিই ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ভূলোকের উপরিভাগে যে সকল সৃষ্টি হয়, তাহাদিগের সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকে; এজন্য তাহারা সাত্ত্বিক সৃষ্টি। ভূলোকের অধোভাগে যে সকল সৃষ্টি হয়, তাহাতে তমোগুণের আধিক্যবশতঃ তাহারা তামসিক সৃষ্টি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মধ্যে অর্থাৎ ভূলোকের সৃষ্টি সকল রাজসিক। উহাতে রজোগুণের আধিক্য আছে।"

প্রতি খণ্ড-প্রলয়ের পর ত্রিগুণময় ত্রিভুবনের বিকাশ হয়। এই ত্রিভুবন অবশ্যই সমষ্টি-অর্থেই ব্যক্ত হইয়াছে। সমষ্টি সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবলোকের নামই স্বর্গলোক, সমষ্টি রজোগুণ-প্রধান লোকের

নামই অন্তরীক্ষ-লোক এবং সমষ্টি তমোগুণ-প্রধান লোকের নামই ভূলোক। এই ত্রিভুবন হইতে আবার সমষ্টি-অর্থেই চতুর্দ্দশ ভুবনের বিকাশ হইয়াছে। সেই চতুর্দ্দশ ভুবন হইতে এক এক গুণ-প্রধান অগণ্য ব্যষ্টিলোক অনন্ত আকাশ-ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই ত্রিগুণান্বিত লোকসকল প্রতি খণ্ড-প্রলয়ে জাতি-সমষ্টির পরিণাম মাত্র। সেই পরিণাম-সকল বীজাকারে আসিয়া যে অবিদ্যার উৎপত্তি করিয়াছিল, সৃষ্টিকালে সেই অবিদ্যার বীজ-সকল অঙ্কুরিত হইয়াছিল মাত্র। অঙ্কুরিত হইয়া সেই পূর্ব্ব-সৃষ্টিরই বিকাশ করিয়াছিল। সুতরাং প্রতি সৃষ্টি-কালে সমানেরই সৃষ্টি হয়। শাস্ত্রে এই কথাই উক্ত হইয়াছে।

দশ মহাবিদ্যা।

প্রধান অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতেও এইরূপ ত্রিগুণের বিকাশ। গুণ-সাম্যা প্রকৃতি-বীজ হইতে প্রথমে সত্ত্বপ্রধান মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। মহত্তত্ত্ব-নিহিত রজোগুণের আবির্ভাবে অহঙ্কার-তত্ত্বের বিকাশ হয়। এই অহঙ্কার-তত্ত্বই অহঙ্কৃত অবিদ্যা বীজ। যাহা অহঙ্কারপূর্ণ মায়া তাহা অবশ্য তমোগুণান্বিত। সৃষ্টিকালে প্রধানা প্রকৃতিতে যে পুরুষ অনুপ্রবিষ্ট হন, তিনিই সত্ত্বগুণান্বিত মহত্তত্ত্বে দেখা দিয়া ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন। সেই মহত্তত্ত্বের প্রকৃতি-অংশ যে মহামায়া ও বিদ্যা তাহাই রজোগুণান্বিত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্রীরূপে সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টিবীজস্বরূপা অহঙ্কৃতা অবিদ্যার সৃষ্টি করেন। এ কথা আমরা "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ"-নামক গ্রন্থের "মায়াবাদে" বুঝাইয়াছি। মহত্তত্ত্বের এই পুরুষই সত্ত্বগুণান্বিত শ্বেতবর্ণ মহাবিষ্ণু বা মহেশ্বর। তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গ—প্রকৃতির মহামায়া রজোগুণান্বিত

রক্তবর্ণা ঈশ্বরী বা ভগবতী। সেই রজোগুণান্বিত সৃষ্টিকারিণী ভগবৎ-শক্তি হইতেই ত্রিগুণান্বিত অবিদ্যার বিকাশ হয়। অবিদ্যার সম্যক্ বিকাশ হইলে আবার সেই অপ্রধান অব্যক্ত হইতে ত্রিগুণময়ী সৃষ্টি সম্ভূত হয়। অবিদ্যার সত্ত্বগুণে সেই পুরুষই দেখা দিয়া স্বর্গ-লোকের বিকাশ করেন। মহত্তত্ত্বই স্বর্গলোকরূপে দেখা দেয়। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্রী রজোগুণ-প্রধানা রক্তবর্ণা প্রকৃতি-শক্তি বা ভগবতী দশ মহাবিদ্যারূপে অন্তরীক্ষলোকের দশদিকে ব্যাপ্ত হইয়া দশহস্তে অগণ্য ভুবনের সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টির অন্নস্বরূপ হইয়া অন্নপূর্ণা আবার তমোগুণান্বিত অন্নময়-কোষ-স্বরূপ স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে দেখা দেন। এ বিশ্বের অন্ন কোথা হইতে আইসে? তাহা বিশ্ব নিজ কোষ হইতেই সংগ্রহ করিতেছে। জগতে সকলেই পরস্পরের অন্ন। ব্যাঘ্রের অন্ন মনুষ্যাদি জীব; মনুষ্যাদির অন্ন আবার মৎস্যাদি জীব এবং ধান্যাদি শস্য। ধান্যাদি আবার মৃত্তিকার রসে সঞ্জাত হইয়া পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ড এক বিশাল অন্নময় কোষ। সেই অন্নময়কোষ-স্থিতা যে ভগবৎ-শক্তি তাহাই অন্নপূর্ণা। তাই আমরা অন্নপূর্ণার প্রতিমায় দেখিতে পাই, বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার অন্নই গ্রহণ করিতেছেন। কারণ, পুরুষ নিজে নির্গুণ; তাঁহার প্রকৃতি-অংশই ত্রিগুণময়ী অন্নপূর্ণা। সে অন্ন কোথায় যাইতেছে? বিশ্বেশ্বর তাহা ভবসংসারেই ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই তাঁহার অপর নাম ভব। শাস্ত্র-বাক্যসকল কত নিগূঢ় অর্থে পরিপূর্ণ! পুরাণ বেদের নিগূঢ় অধ্যাত্ম বিদ্যাকে এই রূপ স্থূল-অবয়বে আনিয়া সর্ব্বলোক-চক্ষে তাহা জাজ্বল্যমান করিয়া দিয়াছেন।

একই ব্রহ্ম স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষ-লোকে দেদীপ্যমান হইয়া দশভুজার দশহস্তে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়সাধন করিতেছেন। এই

দশহস্তই আবার দশ মহাবিদ্যারূপে দেখা দিয়াছেন। প্রথম মহাবিদ্যা মহাকালের শক্তিরূপিণী মহা কালশক্তি কালী এবং দ্বিতীয় মহাবিদ্যা অনন্ত দেশের প্রকৃতিরূপিণী দেশ-শক্তি তারা কিরূপ সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।৹ অনন্তদেশ-শক্তি তারা অনন্তনাগ-বেষ্টিত প্রতিমায় ঋষিদিগের ধ্যানে দেখা দিয়াছেন। প্রতিমা সমস্তই ধ্যানজ রূপ, ধ্যানজরূপ সকল সূক্ষ্ম-শক্তির প্রতিমা। আকাশই দেশ ও কাল। উক্ত দুই মহাবিদ্যা সেই কাল ও দেশ-শক্তি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আকাশই সর্ব্বশক্তির আধার। সুতরাং সেই আকাশ হইতে সর্ব্বশক্তি-সম্পন্না চিরযৌবনা ষোড়শীর উৎপত্তি। কারণ, শক্তির বল চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকে, অক্ষুণ্ণ না থাকিলে তাহা শক্তি হইবে কিরূপে? এজন্য শক্তি চিরযৌবনা ষোড়শী। ষোড়শী সর্ব্বশক্তির শ্রেষ্ঠ, এজন্য রাজরাজেশ্বরী। শক্তিই ঈশ্বরের বল, বীর্য্য, সকলই। তাই এই সর্ব্বশক্তিরূপিণী রাজরাজেশ্বরীকে পঞ্চদেবতা ধ্যান করিতেছেন। কারণ, সেই আদ্যাশক্তি হইতেই তাঁহাদের শক্তি-লাভ হইয়াছে। কালী-তারা মহাবিদ্যা হইতে এই তৃতীয় বিদ্যার উৎপত্তি। এই তৃতীয় বিদ্যাকে ঋষিগণ ত্রিগুণানুসারে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া সমষ্টি-অর্থে ত্রিভুবনের ঈশ্বরীরূপে দেখাইয়াছেন। তাই চতুর্থ বিদ্যার নাম ভুবনেশ্বরী। শক্তির দুই রূপ; এক কোমল কান্তি, আর এক প্রচণ্ড রূপ। ভুবনেশ্বরী মনোহররূপে দেখা দিয়াছেন, ভৈরবী প্রচণ্ডরূপে দেখা দিয়াছেন। এই ভৈরবীর চণ্ডী-শক্তি অষ্টবিধ প্রচণ্ডতায় বিভক্ত হইয়া তন্ত্রোক্ত অষ্ট নায়িকা। তন্ত্র, শক্তির এইরূপ নানা ধ্যানজরূপ দেখাইয়া শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। আর কোন্ বিজ্ঞান-শাস্ত্র শক্তিকে (Force)

এরূপ তন্ন তন্ন বিভেদ করিয়া দেখাইয়াছেন? সেই অষ্ট নায়িকা ভিন্ন ভৈরবী আবার ছিন্নমস্তার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে দেখা দেন। তাই ছিন্নমস্তা পরম্পরারূপে ষষ্ঠবিদ্যা বলিয়া পরিগণিতা। ভগবতী সর্ব্ব-মূর্ত্তিতেই বিশ্বপালিকা-শক্তি। কারণ, তিনি যেমন বিশ্বের সৃষ্টির কারণ, তেমনি স্থিতির কারণ। ছিন্নমস্তামূর্ত্তিতে পালিকাশক্তিই প্রবলা থাকাতে তিনি ভৈরবী-মূর্ত্তি হইতে স্বতন্ত্রা হইয়াছেন। সর্ব্বরূপেই একই ভগবতী, তবে উপাসনার্থ বিভিন্ন ধ্যানজরূপের প্রতিমা গ্রহণ করা হয় মাত্র। ছিন্নমস্তারূপে কি প্রকারে পালন-শক্তির প্রাবল্য হইয়াছে? ছিন্নমস্তায় আমরা ভগবতী অন্নপূর্ণার ত্রিধা শক্তি-বিভাগ দেখিতে পাই। অন্নপূর্ণা যে ভোক্তৃ, ভোগ্য ও ভোগরূপে জগতের অন্নস্বরূপ হইয়া আছেন, তাহাই ছিন্নমস্তার ত্রিধা রক্তধারা। ছিন্নমস্তা নিজ দেহের ত্রিধা রক্তধারা পান করিয়া অন্নপূর্ণাকে পরিষ্কার করিয়া দেখাইতেছেন। কখন জগৎ ভোক্তৃ-রূপে নিজ জগদ্দেহ হইতেই ভোগ্য অন্ন সংগ্রহ করিতেছেন, কখন সেই ভোগ্য অন্নকে আপনিই ভোগ করিয়া পরিপুষ্ট ও পালিত হইতেছেন। ভোক্তা, ভোগ্য এবং ভোগ এই তিনই পৃথক্ শক্তি-রূপে দেখা যায়। ভোক্তা থাকিতে পারে, ভোগ্যও থাকিতে পারে, কিন্তু ভোগ না হইলে কি পুষ্টি-সাধন হয়? ভোগ না হইলে ভোগ্য কিছুই নহে। পীড়িতের কাছে ভোগ্য আছে, কিন্তু ভোগ নাই। ভোগই জগতের পালন-হেতু। সেই জন্য, ভোগ-ধারাই ছিন্নমস্তা নিজে পান করিতেছেন, অপর দুই ধারা একাত্ম-সখীদ্বয়ই পান করিতেছেন। তাঁহারাই ভোক্তৃ ও ভোগ্য-শক্তিরূপা এবং সেই সেই রূপা বলিয়া স্বতন্ত্রদেহী। অতএব, ছিন্নমস্তায় আমরা অন্নপূর্ণার জগৎ-পালনরীতি অতি পরিষ্কৃতরূপে দেখিতে পাই। জগতের ভোগ

পূর্ণ হইলে কি হয়? প্রলয় হয়। তাই আমরা ছিন্নমস্তার পর ভগবতীর প্রলয়-রূপিণী ধূমাবতীকে দেখিতে পাই। ধূমাবতী ভগবতীর ঘোর প্রলয়-মূর্ত্তি। প্রলয়কালে জগতের ভোগ শেষ হইলে জরাজীর্ণা ভগবতী বৃদ্ধা-বেশে কাকধ্বজ যমের প্রলয়-রথে আরূঢ়া হইয়া ক্ষুধাতুরা, বিস্তারবদনা সর্ব্ববিশ্বকে কুলাহস্তে সংগ্রহ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করেন। ধূমাবতী এই প্রলয়রূপিণী ভৈরবীর ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি। তাঁহার অষ্টম মূর্ত্তি রক্তবর্ণা রজোরূপিণী বগলা। এই মূর্ত্তিতে ভগবতী ঘোর বেদবিরোধী অসুরের বিনাশ সাধন করেন। সেই অসুর-নাশে যে জ্ঞানের উদয় হয়, সেই নির্ম্মল জ্ঞানরূপিণী ভগবৎ-শক্তিই মাতঙ্গী। মাতঙ্গী-মূর্ত্তিতে বিশ্বরূপিণী ভগবতী অজ্ঞান-রূপ অবিদ্যা-নাশিনী, কৃষ্ণাঙ্গী, তমোরূপিণী শক্তি। এই সমস্ত শক্তিধারিণী হইয়া ভগবতী অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যশালিনী কমলারূপে জগৎব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি। যে ব্রহ্মাণ্ড-কমল ব্রহ্মার আসন-রূপে কারণ-বারি হইতে সঞ্জাত হইয়াছিল, সেই কমলে কমলার ব্রাহ্মীশক্তি এবং অপর বিদ্যারও আসন কল্পিত হইয়াছে। কেবল কালী ও তারা-মূর্ত্তিতে ভগবতী মহাকাল ও মহাদেশরূপ ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্বেশ্বরের উপর অবস্থিতা। এই কালী ও তারা-মূর্ত্তিই প্রধানতঃ মহাবিদ্যা। অন্য অষ্টমূর্ত্তি তদুৎপন্ন পর পর বিদ্যা এবং সিদ্ধবিদ্যারূপে তন্ত্রশাস্ত্রে বিভক্ত হইয়াছে। সুতরাং যে বিশ্বকমল ত্রিগুণময় হইয়া ত্রিভুবনে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই সেই অষ্ট বিদ্যার আসন-স্বরূপ হইয়াছে। এই দশমহাবিদ্যা ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গিনী সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-কারিণী প্রকৃতি-শক্তিরূপা হইয়া উজ্জ্বলবর্ণে একাসনেই বিরাজিতা আছেন। সেই ব্রহ্মাই এই দশবিধ প্রকৃতি-শক্তি

যোগে দশদিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই ভগবতী দশভুজা। এই দশভুজা আবার নিজ শক্তি-সঞ্চার করিয়া দশদিকে মহাবলী দিক্‌পালগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাই পূর্ব্বদিকে সূর্য্যলোকে দেবরাজ ইন্দ্র, রবির পার্শ্বেই অগ্নি-(শুক্র) লোকে অগ্নি, অগ্নির দক্ষিণে যম-(মঙ্গল) লোকে কাল-ধর্ম্মরাজ সংযম-স্বরূপ যম, যমের পার্শ্বে নৈর্ঋতে রাহুলোকে ত্যাগী রাহু, পশ্চিমে বরুণ-(সোম) লোকে বরুণ, বায়ু-(শনি) লোকে বায়ু, উত্তরে যক্ষ-(বুধ) লোকে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-রক্ষাকারিণী শক্তিসম্পন্ন কুবের, সেই ভবভাণ্ডারীর পার্শ্বে ঈশানে কৈলাসের শিব-(বৃহস্পতি) লোকে সর্ব্বমঙ্গলা ঈশানী-শক্তিসম্পন্ন শিব, উর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা এবং নিম্নে অনন্ত নাগলোকে অনন্তদেব সৃষ্টি-রক্ষার্থ নিযুক্ত আছেন। তাই ভাগবত বলিয়াছেন, লোক-পালসহ লোক সকল ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হইয়াছিল।

জাতিভেদ।

ব্রহ্মার এই ত্রিগুণময়ী সৃষ্টির পর কি রূপ সৃষ্টি হয়? সেই ত্রিগুণময়ী সৃষ্টির মধ্যে যে সকল অবিশেষ এবং বিশেষ জাতি থাকে, তৎপরে সেই সকল জাতির বিভেদ ঘটিতে থাকে। তাই সাংখ্যকার বলিয়াছেন :—

"অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ।" —সাং দং। ৩।১।

অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ। অবিশেষ এবং বিশেষ-জাতি কাহাকে কহে, তাহা আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে বলিয়াছি। প্রলয়ে বিভিন্ন জীবজাতির সূক্ষ্মদেহ-সমস্ত যেরূপ এক এক বিশেষ জাতির উৎপত্তি করিয়াছিল এবং সেই সকল বিশেষ জাতি মিলিয়া মিশিয়া যেরূপ অবিশেষ জাতির সমুদ্ভব করিয়াছিল, সৃষ্টিকালে

স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ-বশতঃ সেই সেই অবিশেষ এবং বিশেষ জাতির জাত্যন্তর-পরিণাম হওয়াতে অবিশেষ হইতে নানা বিশেষ বিশেষ জাতির বিভাগ হইয়া গিয়াছিল।

বিশেষভেদ।

সৃষ্টিকালে সমস্ত জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজভূত অবিদ্যা-উপাদানের এইরূপ জাতি-বিভাগ হইয়া গেলে কি ঘটিয়াছিল?

তস্মাচ্ছরীরস্য।—সাং দং।৩।২।

বিশেষ হইতে শরীরের উৎপত্তি হইয়াছিল। এ কোন্ শরীর? প্রলয়ে যে শরীর বিশেষ জাতিভুক্ত হইয়াছিল সেই শরীর। প্রলয়ে স্থূল শরীরের ধ্বংসসাধন হয়, থাকে কেবল সূক্ষ্ম-শরীর। সেই সূক্ষ্ম-শরীরই জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া বিশেষ বিশেষ জাতির উৎপত্তি করিয়াছিল। কারণ, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সূক্ষ্ম-শরীরের ধ্বংস নাই। সৃষ্টিকালে এক্ষণে সেই সূক্ষ্ম-শরীর-সমূহের আবির্ভাব হইল। শরীর-মাত্রই যন্ত্র; যন্ত্রমাত্রই অবয়ব-সম্পন্ন। সূক্ষ্ম-শরীর কিরূপ অবয়ব-সম্পন্ন? সাংখ্যকার বলেন :—

"সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্।"—সাং দং।৩।৯।

লিঙ্গের সপ্তদশ অবয়ব। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ (বায়ু), বুদ্ধি ও মন—এই সপ্তদশ অবয়ব বেদান্তসারে উক্ত হইয়াছে। এই অবয়বসকল অহঙ্কৃত মায়া হইতে কিরূপে সম্ভূত হইয়াছিল, তাহা "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ"-নামক গ্রন্থে এবং বেদান্তসারে উক্ত হইয়াছে। সেই জন্য এস্থলে তাহা আর উক্ত হইল না। তৎসম্বন্ধে বেদান্তসার বলিয়াছেন, স্থূলদেহ-সংলগ্ন চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বা বাসস্থান মাত্র। মরণকালে লদেহেরস্থ

স্থূল ইন্দ্রিয় ও ভূতগুলি পড়িয়া থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম-শরীরের ঐ সপ্তদশ ইন্দ্রিয় একত্র হইয়া স্থূলদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গত হয়।

শাস্ত্রে দেখিলাম, লিঙ্গশরীর সপ্তদশ অবয়বে গঠিত। সপ্তদশ অবয়বে গঠিত বলিয়াই তাহা শরীর-যন্ত্র। ব্রহ্মার জৈব সূক্ষ্ম-শরীরী সৃষ্টিতে এই শরীর-সকল বিশেষ বিশেষ জীব-জাতিতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রলয়ে যে সকল বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদাদি প্রাণি-জাতি একত্র মিলিত হইয়া এক সামান্য জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, সৃষ্টিকালে সেই সকল বিশেষ বিশেষ জাতি বিকাশ-প্রাপ্ত হইল। কিরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হইল? ক্রমে পরজাতির সৃষ্টির (Genus) পর অপরজাতির সৃষ্টি (Species) হইল। এই সকল বিশেষের সৃষ্টিতে উদ্ভিদ্‌জীব অপর শ্রেণীস্থ প্রাণী হইতে বিভিন্ন হইয়া গেল। সরীসৃপজাতি কীটাঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। কীটাঙ্গ পতঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল এবং ক্রমে ক্রমে তদূর্দ্ধতর হইতে ঊর্দ্ধতম জীব-জাতীয় শরীর বিকাশ-প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বশেষে মনুষ্যজাতি স্বতন্ত্র হইল। সুতরাং এই সমস্ত জীব-জাতির সৃষ্টিতে যে সূক্ষ্ম শরীর-যন্ত্রের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা কোষাকারে দেখা দিয়াছিল। কিরূপ কোষাকারে, তাহা বেদান্ত বলিয়াছেন।

সূক্ষ্মশরীর-যন্ত্রের ত্রিবিধ কোষ—বিজ্ঞানময়, মনোময় এবং প্রাণময় কোষ। বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চককে বিজ্ঞানময় কোষ বলে। বিজ্ঞানময় কোষই অহংকর্ত্তা, অহংভোক্তা, এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। মন আর পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিত হইলে তাহাকে মনোময় কোষ কহে। এই মনোময় কোষই ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন। মন যাহা ইচ্ছা করে, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ-দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয়। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বায়ু মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষের

সৃষ্টি করে। মানব-জাতিতে এই ত্রিবিধ কোষই প্রধান, কিন্তু মানবেতর প্রাণিবর্গে এই কোষত্রয় সমান অভিব্যক্ত নহে। উদ্ভিদ্ জাতি প্রাণময় কোষ-প্রধান এবং তির্য্যগ্‌জাতি মনোময় কোষ-প্রধান। ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীরী জৈবজাতির সৃষ্টিতে এই সকল কোষ-প্রধান বিশেষ বিশেষ জাতিরই একে একে বিকাশ হইয়াছিল। যে বায়ুগণ কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চকের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষের সৃষ্টি করে, সেই বায়ুগণের আত্মা মরুৎগণ। মরুৎগণ কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চককে পোষণ করে বলিয়া পুরাণ উহাদিগকে বৈশ্য দেবতা বলিয়াছেন। * মৃৎ-শিলাদিতে এই ত্রিবিধ কোষের প্রাধান্য নাই, এজন্য উহারা অন্নময় কোষ-প্রধান হইয়াছে। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে এই সকল সূক্ষ্মশরীরী জীবজাতির সৃষ্টি হইলে প্রজাপতির সৃষ্টিতে সেই সকল জাতীয় সৃষ্টি হইতে ব্যক্তি-জীবের অভ্যুদয় হয়। সেই প্রজাপতির সৃষ্টি পর প্রস্তাবের বিষয়।

ব্রহ্মার সৃষ্টি-প্রসঙ্গ শেষ করিতে হইলে তাঁহার অন্যবিধ সৃষ্টির কথা বলা উচিত। ব্রহ্মার অন্যবিধ সৃষ্টি—বেদ। বেদ এই বাহ্য ও অধ্যাত্ম জগতের নিত্যনিয়ম-প্রকাশিকা বিদ্যা। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে যেমন জীবজগতের বিকাশ হয়, তেমনি এই বেদ-বিদ্যাও প্রকাশিত হয়। এই বেদ-বিদ্যা কিরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা আমরা "হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ"-নামক পুস্তকে বিশিষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছি। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

> "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
> তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥"
>
> শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৬।১৮।

---

* মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৮ অধ্যায়।

প্রজাপতির সৃষ্টি।

জীবভেদ।

ব্রহ্মার স্থষ্টিপ্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি, ব্রহ্মা জীবগণের সূক্ষ্ম-শরীরময় বিশেষ জাতি-সকলের বিকাশ করিয়াছিলেন। সেই বিশেষ বিশেষ জাতি হইতে ব্যক্তি-জীব সমস্ত যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাই প্রজাপতির স্থষ্টি। এই সূক্ষ্মশরীর-বীজ হইতেই সংসারের চির-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। নহিলে, প্রতি প্রলয়েই সংসারের বিলোপ হইত। তাই সাংখ্যকার বলিলেন :—

"তদ্বীজাৎ সংসৃতিঃ।" সাং দং।৩।৩।

শরীর-বীজ হইতেই সংসারের প্রবাহ অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে কিরূপে? সূক্ষ্মশরীর যে ধর্ম্মাধর্ম্ম-দ্বারা গঠিত, সেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজই প্রতি স্থষ্টিকালে শরীরোৎপত্তির কারণ। নানা-জাতীয় সূক্ষ্মশরীর হইতে নানা জীবের সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি হয়। কিরূপে হয়, তাহা সাংখ্যকার বলিয়াছেন :—

"ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ।"— সাং দং।৩।১০।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন :—

"স্থষ্টির আদিসময়ে হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত একই লিঙ্গশরীর থাকে বটে, কিন্তু পরে স্থষ্টিকালে ঐ লিঙ্গশরীর নানা অংশে বিভক্ত হইয়া নানা ব্যক্তির স্থষ্টি করে। ইহার কারণ কর্ম্মবিশেষ; অনন্ত জীবের ভোগের হেতুভূত কর্ম্ম নানা; সেই জন্য লিঙ্গদেহও নানা হইয়া সেই অনন্ত কর্ম্মভোগের আশ্রয় হয়।"

সাংখ্যকার আবার বলিয়াছেন :—

"কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্।"—সাং দং। ৬।৪১।

"ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহারাই কর্ম্ম ; এই কর্ম্মের বিচিত্রতাবশতঃ সৃষ্টিরও বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম অনেক প্রকার আছে, এই নিমিত্ত, প্রকৃতির সৃষ্টিও অনেক প্রকার হয়।"

তবেই দেখা যাইতেছে যে, এই ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃ লিঙ্গশরীর যে নানা হয় এমত নহে, তাহা নানাপ্রকারও হয়। কোন কোন লিঙ্গ হইতে মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি হইতেছে, অপর-বিধ লিঙ্গদেহ হইতে বৃক্ষাদির ও নাগাদির উদ্ভব হইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমীং জনয়ন্ দেব একঃ॥"
ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১০।৮১। শুক্লযজুর্বেদসংহিতা ১৭।১৮।১৯।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।৩।৩।

"যিনি সর্ব্বতোদৃষ্টি, প্রাণিগণের চক্ষু-সমষ্টিই যাঁহার চক্ষু, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকালের দ্রষ্টা, যিনি বিশ্বতোমুখ, সেই বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বর একাকী অনন্যসহায় হইয়া জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ নিমিত্ত-কারণ (বাহু) ও অনিত্য (পতনশীল) পঞ্চভূত রূপ উপাদান-কারণ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিলেন।"

সৃষ্টি-ব্যাপারের উপাদান-কারণ পঞ্চভূত এবং নিমিত্ত-কারণ সৃজ্যমান পদার্থ-সমূহের ধর্ম্মাধর্ম্ম। বিষ্ণুপুরাণও সেই কথা বলিয়াছেন—সৃজ্য বস্তুর শক্তিই সৃজন-বিষয়ে প্রধান কারণীভূত। বস্তু সকল স্ব স্ব শক্তিদ্বারা বস্তুতা প্রাপ্ত হয়।

উক্ত শ্রুতিবাক্য মধ্যে কি কি তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে ?

(১) বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বাত্মা প্রধান নিমিত্ত-কারণ, অপ্রধান নিমিত্ত-কারণ জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম।

(২) জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম পরমেশ্বরের নাই; তিনি সে ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত। ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত হওয়াতে তিনি অশরীরী। তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মকে নিমিত্ত-কারণ-রূপে প্রাপ্ত হয়েন। এই ধর্ম্মাধর্ম্মই শারীর সৃষ্টির কারণ, তাহা হইতেই ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায় শারীর সৃষ্টি সম্পন্ন হয়।

এখন কথা এই যে, আমরা এই সৃষ্টি-ব্যাপারে দ্বিবিধ নিমিত্ত-কারণ পাইতেছি। একবিধ নিমিত্ত—ঈশ্বর, অন্যবিধ নিমিত্ত—জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম। এই দ্বিবিধ নিমিত্ত-কারণের সামঞ্জস্য কিরূপ? আচার্য্য শঙ্কর এইরূপ উত্তর দেন :—

"কোন কার্য্যোৎপত্তি হইতে গেলে একাধিক নিমিত্ত-কারণ সম্ভব। ঘটোৎপত্তির একমাত্র নিমিত্ত-কারণ নহে। মেঘ যেমন শস্যোৎপাদনের প্রতি সাধারণ কারণ, আর বীজাদির শক্তিবিশেষ যেমন সেই শস্যোৎপত্তির বৈষম্যের অসাধারণ কারণ, সেইরূপ ঈশ্বর দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটাদির সাধারণ কারণ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহাদের বৈষম্যের অসাধারণ কারণ। অতএব, জীবসৃষ্টি-বিষয়ে ঈশ্বর বৈষম্যাদি-দোষে দূষিত নহেন।"

কর্ম্মানুসারে এবং ধর্ম্মাধর্ম্মভেদে যে জীবপুঞ্জ পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সৃষ্টিকালে তিনি সেই বিষম জীবসমূহকে প্রাদুর্ভূত করেন মাত্র। নিজ নিজ ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে জীব-সকল আপনা-আপনিই সমুদ্ভূত হয়। এই জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মই তাহাদের একদা নিমিত্ত ও বিভেদ-কারণ। যেহেতু, বিভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম-জন্য জীবসকল বিভিন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং এই ধর্ম্মাধর্ম্ম শুদ্ধ যে জীবভেদ সাধন করে এমন নহে, তাহা বহুরও সৃষ্টি-নিমিত্ত হইয়াছে। মহা নৈয়ায়িক আচার্য্য পূজ্যপাদ উদয়ন তাঁহার ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের পঞ্চম স্তবকে উক্ত বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা-স্থলে সেই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মই বিশ্বস্রষ্টার বাহুদ্বয়রূপে উক্ত হইয়াছে। এই জন্য যে, তদ্দ্বারাই বহুজীবের সৃষ্টি হয়। বাহু-শব্দের ধাত্বর্থই বহুসৃষ্টি-কারী। বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃ জীব-সকল অনন্ত আকারে আকারিত হইয়া পড়ে। সেই ধর্ম্মাধর্ম্মই তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।•

পঞ্চীকরণ।

উক্ত বেদমন্ত্র আরও বলিয়াছেন, জীবোৎপত্তির নিমিত্ত-কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম, উপাদান-কারণ পঞ্চভূত। এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূতই শুদ্ধসত্ব মায়া-রূপে প্রথম পুরুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি-উপাদান-কারণ; তাহাই অবিদ্যারূপে নারায়ণের অনন্ত-শয্যা এবং তৃতীয় পুরুষ ব্রহ্মার শরীর-রূপ ব্রহ্মাণ্ড-কমলের উপাদান। এই পরিদৃশ্যমান বিরাট্ বিশ্বের শরীর সেই কারণ-শরীরেরই বিকাশ বা কার্য্যমাত্র। সুতরাং যে পঞ্চসূক্ষ্মভূত কারণ-শরীরের উপাদান, তাহাই স্থূলরূপে এই বিরাট্ বিশ্বের উপাদান হইয়াছে। তাই সাংখ্যমতে এই স্থূলভূত-পঞ্চ সূক্ষ্মভূতপঞ্চেরই বিকার মাত্র। ব্রহ্মা কর্ম্মপুরুষরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া এই স্থূল উপাদান-দ্বারাই বিরাট্ বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিরাট্ বিশ্বের সমষ্টি-শরীরই সেই বিরাট্ ব্রহ্মের দেহরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। অবিদ্যাজাত ভূতপঞ্চ তমোগুণান্বিত হওয়াতে সেই কার্য্যময় শরীরী চতুর্থ পুরুষ বিরাট্ কর্ম্মব্রহ্মও তমোগুণান্বিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। পঞ্চভূত তমোগুণান্বিত না হইলে তাহা বিশ্বসৃষ্টির উপাদান-কারণ হইবে কিরূপে? সেই উপাদান অবশ্যই রজোগুণের বিক্ষেপ-শক্তির বিষয়ীভূত হওয়া আবশ্যক। এজন্য, কি সাংখ্য, কি বেদান্ত, উভয় মতেই অবিদ্যাময়

সূক্ষ্মভূতপঞ্চ দ্রব্যগুণ-বিশিষ্ট তমোগুণান্বিত। যাহা সূক্ষ্মরূপে তমোগুণান্বিত, তাহা স্থূলরূপেও তমোগুণান্বিত। এই সূক্ষ্ম-ভূতপঞ্চ পৃথ্বীশক্তিগুণে কিরূপে স্থূলরূপে প্রপঞ্চিত হয়? যেরূপে হয়, তাহাকে পঞ্চীকরণ বলে। এই পঞ্চীকরণ দ্বারা সেই কারণপঞ্চ কার্য্যপঞ্চে প্রপঞ্চিত হইয়া থাকে। সেইপঞ্চীকরণ কিরূপ, তাহা বলিতেছি।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সূক্ষ্ম ভূতাকাশ শব্দের আধার। আকাশ সক্রিয় হইলে ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা তাহাতে যে গতির উৎপত্তি হয়, সেই গতিই আকাশকে শব্দময় করিয়াছে। যেখানে গতি সেখানে অগ্নি, যেখানে অগ্নি সেখানে রস, যেখানে রস সেখানে পৃথ্বী-শক্তি বিদ্যমান। সুতরাং একই আকাশে সর্ব্বভূতই বিদ্যমান।

যেরূপে আকাশে সর্ব্বভূত বিদ্যমান, সেইরূপে বায়ুতেও সর্ব্বভূত বিদ্যমান। কিন্তু বায়ুতে গতিহেতু স্পর্শেরই প্রাধান্য তদ্রূপ অগ্নিতে সর্ব্বভূত থাকিলেও তাহাতে তাপেরই প্রাধান্য এবং জল ও পৃথিবীতেও সর্ব্বভূত থাকিলেও তাহাতে রস ও গন্ধেরই প্রাধান্য।

তাই যদি হয়, তবে এই প্রাধান্য কিরূপে ঘটে? বেদান্তী বলেন, পঞ্চীকরণ-বলে ঘটে। এই পঞ্চীকরণ তবে কি? পঞ্চদশীতে তাহা উক্ত হইয়াছে :—

"দ্বিধাবিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥"—তত্ত্ববিবেকঃ। ২৭।

প্রথমে, সকল মহাভূতকে সমান দুই দুই ভাগে বিভক্ত কর। তৎপরে সকলেরই এক অর্দ্ধভাগ গ্রহণ কর। গৃহীত প্রত্যেক

অর্দ্ধভাগকে চারি অংশে বিভক্ত কর। তৎপরে প্রত্যেকের সেই সিকি অংশ, এক এক করিয়া অপর চারি ভূতের প্রথমার্দ্ধাংশের সহিত মিশ্রণ কর। তাহার ফলই পঞ্চীকরণ। এই ত্রিবৃৎ বিভাগকে শ্রুতি ত্রিবৃৎকরণ বলিয়াছেন। এ বিভাগ অঙ্কে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ

আকাশ—১ = ($\frac{1}{2}$ আকাশ + $\frac{1}{2}$ আকাশ); বায়ু—১ = ($\frac{1}{2}$ বায়ু + $\frac{1}{2}$ বায়ু) ইত্যাদি। $\frac{1}{2}$ আকাশ = $\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{8}$ + $\frac{1}{8}$ + $\frac{1}{8}$ + $\frac{1}{8}$) আকাশ, $\frac{1}{2}$ বায়ু = $\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{8}$ + $\frac{1}{8}$ + $\frac{1}{8}$ + $\frac{1}{8}$) বায়ু ইত্যাদি।

পঞ্চীকৃত ফল।

১ স্থূল আকাশ = $\frac{1}{2}$আ + $\frac{1}{8}$ বা + $\frac{1}{8}$অ + $\frac{1}{8}$জ + $\frac{1}{8}$ পৃথিবী।

১ স্থূল বায়ু = $\frac{1}{2}$বা + $\frac{1}{8}$আ + $\frac{1}{8}$অগ্নি + $\frac{1}{8}$ জ + $\frac{1}{8}$পৃ ইত্যাদি।

বেদান্তসারেও এইরূপ বিভাগেরই কথা আছে :—

"আকাশাদি পঞ্চস্বৈকৈকং দ্বিধা সমং বিভজ্য তেষু দশসু ভাগেষু মধ্যে প্রাথমিকান্ পঞ্চভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্দ্ধাসমং বিভজ্য তেষাং চতুর্ণাং ভাগানাং স্বস্বদ্বিতীয়ার্দ্ধভাগং পরিত্যজ্য ভাগান্তরেষু সংযোজনং। তদুক্তং দ্বিধাবিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে ইতি।"

স্থূলদেহের সৃষ্টি।

এই শ্রুতি-প্রমাণ পঞ্চীকৃত স্থূলভূতপঞ্চ হইতে যে স্থূল অণু-সমূহের আবির্ভাব হয়, তাহাই অগ্নীষোমাত্মক কারণ-শক্তি-বলে পরস্পর আকৃষ্ট এবং বিপ্রকৃষ্ট হইয়া পৃথ্বীশক্তি-প্রভাবে স্থূল শরীরের উৎপত্তি করে। সেই সেই শক্তি অণুর সহিত অণুর সংযোগ-বিয়োগ ঘটাইয়া কোথাও সংহতি-রূপে (Cohesion) কোথাও সংসক্তিরূপে (Adhesion) কোথাও রাসায়নিক আকর্ষণ-রূপে (Chemical affinity) এবং কোথাও বা মাধ্যাকর্ষণ-রূপে সমস্ত বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়াছে। মহা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ-হেতু পরমাণুপুঞ্জ

পরস্পরাভিঘাতে স্পন্দিত হইয়া কেমন বিশ্ব গড়িয়াছে, তাহা বেদেই উক্ত হইয়াছে :—

"পৃথিবীচ্ছন্দঃ। অন্তরিক্ষচ্ছন্দঃ। দ্যৌশ্ছন্দঃ। নক্ষত্রাণিচ্ছন্দঃ। বাক্‌চ্ছন্দঃ। কৃষিশ্ছন্দঃ। গৌচ্ছন্দঃ। অজাচ্ছন্দঃ। অশ্বশ্ছন্দঃ।"—শুক্ল যজুর্বেদসংহিতা।

শতপথব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে—"ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি।" এই স্পন্দনবাদ-দ্বারা সৃষ্টির সমস্ত রহস্য সহজবোধ্য হয়। সেই জন্য পণ্ডিত রিচমণ্ড বলিয়াছেন :—

"The vibratory theory explains all the various potencies of creation. In fact, I believe it to be the key that unlocks the great secret of nature. It explains the nature of love, hate, friendship, light, heat, electricity, chemical combination, mesmerism and in short, every thing when properly understood"—The Religion of the Stars, page 84.

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে এই স্পন্দনবাদ-দ্বারাই সৃষ্টি-রহস্য সমুদায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কুম্ভকার যেমন চক্রের বিঘূর্ণনে ঘট শরাবের মূর্ত্তি গড়িয়া আনে, ঈশ্বরও তদ্রূপ অগ্নি-সমুৎপন্ন স্পন্দিত পঞ্চভূত-দ্বারা এই বিশ্বের নানা মূর্ত্তি গড়িয়া আনিয়াছেন। নৈয়ায়িক সৃষ্টিতত্ত্বে এ রহস্য সম্যক্ প্রতিপাদিত হইয়াছে। পঞ্চীকৃত ভূত হইতে কিরূপে স্থূল সৃষ্টির অভিব্যক্তি হইয়াছিল, বেদান্তসারে তাহা বর্ণিত হইয়াছে :—

"পঞ্চভূত উক্তরূপ পঞ্চাত্মকতায় সমান হইলেও তাহাদের প্রত্যেককে যথাযথ আকাশাদি নামে ব্যবহার করা যায়। বায়ুতে আকাশ, জল, তেজ ও মৃত্তিকার অংশ থাকিলেও বায়ুর আধিক্য বশতঃ তাহাকে বায়ুই বলা যায়। জলাদিরও পক্ষে তদ্রূপ।

সূক্ষ্মভূত সকল যখন পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূল হইল, তখন তাহাদের স্বীয় স্বীয় গুণগুলিও তাহাতে অভিব্যক্ত হইল। আকাশে তখন শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ

ও স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং মৃত্তিকাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রকাশ পাইল।

এই পঞ্চীকৃত স্থূলতা-প্রাপ্ত ভূত-নিচয় হইতে ক্রমে পৃথিবী-লোক, অন্তরিক্ষ-লোক, স্বর্গলোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক, উপরি উপরি বর্ত্তমান এই সপ্ত-লোক এবং অধো অধো বিদ্যমান অতল, বিতল, ভূতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল লোক উৎপন্ন হইয়াছে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনকে স্থূল ব্রহ্মাণ্ড কহে। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চারি প্রকার স্থূল শরীর—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এবং তাহাদের ভোগোপযুক্ত বিবিধ অন্নপানাদি ভোগ্যবস্তু সকল উৎপন্ন হইয়াছে।"

স্থূল দেহাত্মক দেবগণ।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে এই সকল লোকের সূক্ষ্ম-শরীরেরই বিকাশ হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদের বাসস্থান-রূপ স্থূল-শরীরের উৎপন্ন হইল। কারণ, স্থিতিই পৃথিবীশক্তির গুণ। পৃথিবী-শক্তি দ্বারা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের সামঞ্জস্য-সাধন হয় এবং সেই সামঞ্জস্যই "স্থিতি"র কারণ। পৃথিবী-শক্তিদ্বারাই কাঠিন্য সম্পাদিত হয়। এই পৃথিবী-শক্তিদ্বারাই ভূত-সকল স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পৃথিবী-শক্তিই স্থূল ভূতোৎপত্তির প্রধান কারণ। পৃথিবী-শক্তিই নিয়ন্ত্রীশক্তি। ইন্দ্রিয়গণ যখন শরীরকে সৃষ্টি করে, তখন সেই ইন্দ্রিয়গণকে যুগ্ম করাই নিয়ন্ত্রীশক্তির কার্য্য। যে হেতু, যুগ্ম না হইলে শরীরের কার্য্য চলা ভার। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সকলই যুগ্ম, কাণ দুই, চক্ষুঃ দুই, নাসিকারন্ধ্র দুই, রসনা দুই, এবং হস্ত দুই। কর্ম্মেন্দ্রিয়ও যুগ্ম —গমনেন্দ্রিয় পাদ দুই, গ্রহণেন্দ্রিয় হস্ত দুই, কথনেন্দ্রিয় মুখ-বিবরে জিহ্বা দুই, মল-মূত্র-ত্যাগেন্দ্রিয় দুই এবং মিথুনজ আনন্দ-ভোগার্থ

স্ত্রী-পুং-ভেদে ইন্দ্রিয় দুই। দুই দুই নহিলে ইন্দ্রিয়-সমন্বিত শরীর চলে না, শরীরের স্থিতি সাধন হয় না। এই জন্য পৃথিবী-শক্তি স্থূল প্রপঞ্চ গড়িবার সময় (Twins) অশ্বিনীকুমারদ্বয়রূপে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। স্থূল শরীর সূক্ষ্মশরীরের সেবার্থই সৃষ্ট। যাহা পরকীয় সেবার্থ সৃষ্ট, তাহাই শূদ্র-জাতীয়। মহাভারতে তাই পৃথিবীর দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয় শূদ্র-দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। *

এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আকাশ, বায়ু, অর্ক ও বরুণ-শক্তিকে স্থূলত্বে আনিবার জন্য যুগ্ম করিয়া বিকাশ করিয়াছেন। বেদান্ত-সার বলিয়াছেন :—

"জাগ্রৎ অবস্থায় বিশ্ব ও বৈশ্বানর উভয়েই দিক্, বায়ু, অর্ক, বরুণ ও অশ্বিনী-কুমার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচ স্থূল বিষয় অনুভব করিয়া থাকেন। দিক্ ও বায়ু প্রভৃতি শ্রোত্র-প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী বা অনুগ্রাহক দেবতা।"

অশ্বিনীকুমারদ্বয় শুধু কি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বৈরূপ্য সাধন করিয়াছেন? শরীরকেও দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। মেরুদণ্ড শরীরকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করাতে এক পার্শ্বকে বাম, অপর পার্শ্বকে দক্ষিণ পার্শ্ব কহে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যেমন একতরের ক্ষতি হইলে অন্যতর দ্বারা কার্য্য চলে, তেমনি শরীরের এক পার্শ্ব পক্ষাঘাতে পতিত হইলে অন্য পার্শ্ব দ্বারা শরীরের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। তদ্দ্বারাই শরীরের স্থিতি।

দিক্, বায়ু, অর্ক, বরুণ, ও অশ্বিনীকুমার যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের

* মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৮ অধ্যায়।

দেবতা, তেমনি অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও প্রজাপতি বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দেবতা। অগ্নি, সূর্য্যরূপে চক্ষুর দেবতা হইয়া যেমন রূপের জ্ঞানোৎপাদন করে, তেমনি কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্যের দেবতা হইয়া সেই রূপকে মূর্ত্তিমান করে। কারণ, বাক্যদ্বারাই রূপের সৃষ্টি হয়। ইন্দ্র বায়ুপতিরূপে বলের অধিপতি। বাহুদ্বয় বলকেই অভিব্যক্ত করে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উপেন্দ্র পৃথিবীশক্তিরূপে "স্থিতি" সাধন করেন। পাদদ্বয় দ্বারাই জীব দাঁড়াইয়া থাকে; সুতরাং তাহার স্থিতিসাধন হয়। শরীরে যতদিন রোগ থাকে, ততদিন পাদদ্বয়ে সম্পূর্ণ জোর হয় না, সুতরাং ততদিন শরীরও ঠিক দাঁড়াইতে সমর্থ হয় না। এই স্থিতির সামর্থ্য না জন্মিলে গমনাগমনেরও সামর্থ্য জন্মে না। এজন্য উপেন্দ্রই পাদদ্বয়ের দেবতা। বিষ্ণু শরীরকে রক্ষা করেন এবং শরীরের স্থিতি-সাধন করেন বলিয়া শরীরের মধ্যে বিষ্ণুর স্থান পাদদেশ। * যমের স্থান নাভিদেশ, শ্রুতিও সেই কথা বলিয়াছেন :—

"মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ।"—ঐতরেয় উপনিষৎ।

* বিষ্ণুর স্থান পাদদ্বয় বলিয়া আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকালে বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণরূপে মুনিঋষিগণের পাদপ্রক্ষালন-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। শরীরের মধ্যে যে দেবতা যে স্থানে থাকেন, তাঁহার সেই স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ব্যাসকল্পনায় কোন দোষ স্পর্শে নাই। বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও নিজে নিজে এক এক জন দেবসম ছিলেন। পৌরাণিক ভক্তি-বিদ্যায় এই পাদপ্রক্ষালনের অর্থ স্বতন্ত্র। তাহা দাস্যভাবের চূড়ান্ত; চূড়ান্ত বলিয়া দেবত্ব। শ্রীকৃষ্ণে সেই ভক্তিপূর্ণ দাস্যভাবের বিকাশ—ঈশ্বরের বিনীত ভাব (Humility)। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যখন এত বিনীত, তখন মনুষ্যের বিনীত ভাব কতদূর হওয়া উচিত? দৃষ্ট

উপনিষৎ বলিয়াছেন, মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিলেন। অপানই অধোগমনশীল বায়ু। এই অপান বায়ু নীচাঙ্গসঞ্চারী হইয়া পায়ুর কার্য্য সমাধা করে। মৃত্যুকালীন এই যমই নাভিদেশ হইতে উদান বায়ুর উৎপাদন করিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত শরীরত্যাগ করেন। তাই নাভিশ্বাস হইলেই মৃত্যু সন্নিকট বুঝা যায়। যম নাভিদেশে থাকিয়া ভুক্ত অন্নের পরিত্যাজ্য অংশ মল-মূত্ররূপে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া শরীর রক্ষা করিতেছেন। মল-মূত্র শরীর হইতে নির্গত না হইলেই শরীরের ব্যাধি উপস্থিত হয়। নাভিদেশই সমুদায় অন্ত্রের কেন্দ্রস্থানীয়। যম (শারীরিক সংযম-শক্তি) সেই নাভিদেশে অবস্থিত হইয়া সমুদায় অন্ত্রকে যথাযথ কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছেন। যাঁহা-দ্বারা এই অন্ত্র-সমুদায় নিয়মিত হইতেছে, তিনি পায়ুর দেবতা। এই পায়ুদ্বারাই শরীরের ত্যাগ-কার্য্য সমাধা হয়। এই ত্যাগকার্য্যের দুই দ্বার—মলদ্বার এবং মূত্রদ্বার। যিনি সমস্ত বায়ুগণকে লইয়া শরীর ত্যাগ করেন, সেই যমই এজন্য পায়ু-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দেবতা।

প্রজাপতি উপস্থ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দেবতা। সূক্ষ্ম শরীরে এই উপস্থের দেবতা পৃথিবী; যেহেতু পৃথিবীই বহুর উৎপাদন-শক্তি। যাহা বহুর উৎপাদন-শক্তি, তাহাই বহু সন্তানোৎপাদন করিয়া প্রজাপতি-দেবতা। উপস্থদ্বারাই সন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে। এক কায়া হইতে বহু কায়ার সম্ভব হয়।

অগ্নীষোমাত্মক সূক্ষ্মভূতপঞ্চকের মিলনে যেমন সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডের

যে শিষ্যগণের পাদপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন, বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, তাহা কি শ্রীকৃষ্ণের এই দৃষ্টান্ত হইতে গৃহীত হয় নাই? এ কথার মীমাংসা খৃষ্টীয়ধর্ম্মের উৎপত্তি-বিচার করিলেই বুঝা যাইতে পারে।

উৎপত্তি, তেমনি সেই অগ্নীষোমাত্মক পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চ দ্বারা স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। সোম অগ্নিরই অবস্থান্তর। সেই অগ্নিরূপী বৈশ্বানর-পুরুষ সপ্তাঙ্গ এবং একোনবিংশতি-মুখ। শ্রুতি অনুসারে তাঁহার সপ্তাঙ্গ এইরূপ :—

(১) মস্তক স্বর্গলোক ; (২) সূর্য্য চক্ষুঃ ; (৩) বায়ু প্রাণ ; (৪) আকাশ মধ্যভাগ ; (৫) জল বস্তি বা মুত্র-স্থান ; (৬) পৃথিবী পদ এবং (৭) অগ্নি মুখ।

একোনবিংশতিমুখ এই :—

৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ৫ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত।

এক্ষণে কথা এই যে, এই বৈশ্বানর-পুরুষ কোথায়? তিনি যদি স্থূল-দেহ-সম্পন্ন হয়েন, তবে তাঁহার সেই দেহ কই? চর্ম্ম-চক্ষুতে তাহা দৃষ্ট হয় না কেন?

উত্তর এই, ব্রহ্মদর্শীর নিকট তিনি দৃষ্ট হইতেছেন। যিনি সূক্ষ্মদর্শন দিয়া সমগ্র জীবপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে এক-বুদ্ধি করিয়া একই ব্রহ্মের বিরাট্ বিকাশরূপ দেখিতে পারেন, তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান। সমগ্র অরণ্যকে দূর হইতে দেখ, তাহা একটি বৃহৎ বন ; কিন্তু নিকটে গিয়া দেখ, সেই বনে অসংখ্য তরুরাজি বিরাজিত। প্রতি তরু শিরোত্তলন করিয়া মহারণ্যদৃশ্য উৎপাদন করিয়াছে। তদ্রূপ সমুদ্র দেখ ; অনন্ত জলরাশি পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু নিকটে গিয়া দেখ, সেই সমুদ্র নানা বীচিমালায় তরঙ্গায়িত ; সমুদ্র-কায়া সেই তরঙ্গমালায় বিচ্ছিন্ন। তদ্রূপ এই বিশ্ব-দেহ। অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকও এখন এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তন্মধ্যে দুইজন পণ্ডিত বলিয়াছেন :—

"Finally our argument has led us to regard the production

of the Visible Universe as brought about by an Intelligent Agency residing in the Universe."—The Unseen Universe.

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-দেহে যে ব্রহ্ম বিদ্যমান, তিনিই বৈশ্বানর-পুরুষ। যেমন জীবের সূক্ষ্মশরীর-সমষ্টিই হিরণ্যগর্ভ, তেমনি জীবের স্থূলশরীর-সমষ্টিই বৈশ্বানর-পুরুষ। হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ উভয়ই সমষ্টি-জীবের প্রাণ। পুরুষ-সূক্তে এই পুরুষদ্বয়ই বিরাট্ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কারণ, ব্রহ্মাই প্রজাপতি-রূপে এই বিরাট্ বিশ্বের বিকাশ করেন। তাই চলিত কথায় ব্রহ্মাকেও প্রজাপতি বলে।

বিরাট্ ব্রহ্ম প্রজাপতি যে সমষ্টি-জীবের প্রাণ, আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, প্রজাপতি সেই সমষ্টি জীবপূর্ণ বিশেষ বিশেষ জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া একে একে ব্যষ্টি জীবের উৎপত্তি করেন। তৎপরে সেই সূক্ষ্মশরীরী ব্যষ্টি-জীব সকল পঞ্চীকৃত স্থূলভূতময় পাঞ্চভৌতিক স্থূলকায়া ধারণ করে। প্রজাপতির সৃষ্টিতে জীবসকল দেহাশ্রয় গ্রহণ করিয়া একে একে উদয় হয়। সূক্ষ্মশরীরী ব্রহ্মাণ্ড-সত্তা নানা জীব-শরীরে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থূলব্রহ্মাণ্ড-রূপে দেখা দেয়। মহা সঙ্কর্ষণ-শক্তিই (হলধারী বলদেব) সূক্ষ্মব্রহ্মাণ্ডকে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবপূর্ণ করিয়া দেন। চেতনাচেতন-ভেদে এই জীবসকল দ্বিবিধ শরীরী জীবে বিভক্ত হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে আছে :—

"দেহদ্বিবিধা আকারিণোঽর্থাঃ চেতনাশ্চাচেতনাশ্চ।

তত্র চেতনা মনুষ্যাদয়ঃ অচেতনাশ্চ পাষাণাদয়ঃ।"—নিরুক্তভাষ্য।

"চেতনাচেতন-ভেদে দেহ দ্বিবিধ। মনুষ্যাদি চেতন-দেহ এবং পাষাণাদি অচেতনদেহ।"

বৈজ্ঞানিক Hooperও সেই কথাই বলেন :—

"This diversity of bodies is extremely important; it divides them naturally into two classes: bodies, the composition

of which is constant, are named gross, inert, inorganic; but those the elements of which continually vary, are called living, organised bodies."

অম্ভোলোক।

এই চেতনাচেতন দেহ সকল কি প্রণালীতে একে একে বিরাট্ বিশ্বে দেখা দিয়াছে? উহারা কি একেবারেই হঠাৎ সকলে উদয় হইয়াছে? সৃষ্টি-কার্য্যে সেরূপ ঘটে না। সকলেই ধীরে-ধীরে ও একে-একে উদয় হয়। প্রজাপতির সৃষ্টির এই ক্রমবিকাশ ঋগ্বেদের ঐতরেয় শাখায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"স ইমাঁল্লোকানসৃজত অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপোঽদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাঽন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা আপঃ।"

ঐতরেয় উপনিষৎ। ১।২।

শঙ্করাচার্য্য ইহার যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই :—

"সেই জগদ্বিখ্যাত আত্মা প্রথমতঃ অম্ভোলোক, মরীচিলোক, মরলোক ও অব্‌লোক এই চারি ভুবন সৃষ্টি করিলেন। সর্ব্বোপরি অম্ভোলোক, ইহাকেই স্বর্গলোক বলে। অম্ভোলোকের অধোভাগে মরীচিলোক, ইহাই অন্তরিক্ষ বা আকাশলোক-বাচ্য। মরীচিলোকের নিম্নে মরলোক, ইহাই পৃথ্বীলোক বলিয়া অভিহিত হয়। এই লোকে প্রাণিগণ মরিয়া দেহ-পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক কর্ম্মফল-ভোগ করে; সেইজন্য ইহাকে মরলোক বলে। পৃথিবীর অধোদেশে অব্‌লোক বা জললোক সৃজন করিলেন।"

স্বর্গলোক এস্থলে অম্ভোলোক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই স্বর্গলোকে ঈশ্বর ইন্দ্রাদি (আকাশাদি) দেবতাবেষ্টিত হইয়া বিরাজিত। এই ইন্দ্রাদি দেবতাই পঞ্চসূক্ষ্মভূতাত্মক। সেই পঞ্চ-দেবতা কেমন একাত্ম এবং সংহতিরূপে কার্য্য করিয়া সৃষ্টি করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। তন্মধ্যে স্থূল বিশ্ব-সৃষ্টিতে কোন্ দেবতার প্রাধান্য দেখা যায়? প্রজাপতির সৃষ্টি-ব্যাপারে

আকর্ষণ-শক্তিরই বিশেষ প্রাধান্ত। বলিয়াছি ত, কুম্ভকার যেমন ঘট নির্ম্মাণ করে, তেমনি ঈশ্বর এই আকর্ষণ-শক্তিবলে এই জগৎকে জগদাকারে আনিয়াছেন। সেই আকর্ষণ-শক্তির প্রাধান্যহেতুই এস্থলে স্বর্গলোক অম্ভোলোক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই অম্ভোলোক হইতে কোন্ লোকের উৎপত্তি? শ্রুতি বলিলেন, তাহা হইতে অন্তরিক্ষ-লোকের উৎপত্তি।

মরীচি-লোক।

অন্তরিক্ষ-লোক এস্থলে মরীচিলোক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যেহেতু, এই স্থূল বিশ্বে আমাদের চক্ষে আকাশলোক চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি নানা জ্যোতিষ্কগণে পরিপূর্ণ। সেই মরীচিলোক আকর্ষণ-শক্তিপ্রধান অম্ভোলোক হইতে উৎপন্ন কেন? সূর্য্যদেব সেই লোকের কেন্দ্রস্বরূপ। আকর্ষণ-শক্তি আকাশদেশস্থ পাঞ্চভৌতিক উপাদান-নিহিত অগ্নিকে এক কেন্দ্রাভিমুখ করিয়া এই সূর্য্যলোক এবং তৎপার্শ্বে অগ্নিলোকাদির সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মার সৃষ্টিতে দেখাইয়াছি, এই অগ্নি-লোকাদিই গ্রহগণ। অনন্ত আকাশে এরূপ যে কত সূর্য্যমণ্ডলস্থ নক্ষত্রবিরাজিত মরীচিলোক অবস্থিত আছে, তাহার গণনা কে করিবে! প্রতি সূর্য্যমণ্ডলই এক এক যন্ত্রস্বরূপ। বেদ সেই কথাই বলিয়াছেন :—

"সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবীমরম্নাদস্কম্ভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ।"—ঋগ্বেদসংহিতা।

"সূর্য্যদেব যন্ত্রদ্বারা (আকর্ষণ-শক্তি-যন্ত্র) পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, যে অবলম্বনরহিত পতনপ্রতিবন্ধক (অস্কম্ভন) অন্তরিক্ষে একটি তৃণ-পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না, সর্ব্বশক্তিমান সবিতা সেই অন্তরিক্ষে অতি গুরু দ্যুলোককেও অধঃ পতিত না হয় এরূপভাবে দৃঢ়ীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই বেদবাক্যে কি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-বাদ সপ্রমাণ হইতেছে না? তদ্দ্বারা প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত Nebular hypothe-isও বিশদরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। প্রতীত হইতেছে, যে সঙ্কর্ষণ-শক্তিপ্রভাবে মরীচিমালী সূর্য্যদেবের স্থূল দেহ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সঙ্কর্ষণ-শক্তিই ঈশান-রূপে সূর্য্যমণ্ডলস্থ অগণ্য জ্যোতিষ্কগণকে বিভিন্ন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে যথাস্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। বেদ বলিলেন, যে যন্ত্র-দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল চালিত হইতেছে, মরীচিমালী সূর্য্যদেব সেই যন্ত্র। প্রতি সূর্য্যমণ্ডলে অগ্নিপ্রভ বৈশ্বানর-পুরুষ সূর্য্যে অবস্থিত হইয়া সমুদয় অন্তরিক্ষ-ভুবন ধারণ করিয়া আছেন।

মর্ত্ত্য-লোক।

বেদান্ত বলিয়াছেন, মরীচিলোকের পর মরলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদ-বেদান্তে সকলকথাই সমষ্টি-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন মরীচিলোক বলিতে সকল সূর্য্যমণ্ডল বুঝায়, তেমনি মরলোক বলিতে সর্ব্বমরলোক বুঝায়। বেদান্ত এস্থলে পৃথিবী না বলিয়া মরলোক বলিয়াছেন, তৎপরে পৃথিবীকে একটী মরলোক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। দিব্য অগ্নি-সমূহ এক কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া যখন সূর্য্যলোকের সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন এই মর্ত্ত্যলোক পৃথিবীও কি তৎসঙ্গে সমুদ্ভূতা হয় নাই? তাই বেদান্ত বলিলেন, মরীচিলোকের পর মর্ত্ত্যলোকের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই পৃথিবীতে যে অগ্নি বৈশ্বানররূপে আছেন, সেই বৈশ্বানরই পৃথিবীর অভিব্যক্তি করিয়া তাহার অব্‌লোক বা জললোকের সৃজন করিয়াছেন। পৃথিবী জললোক বিকাশ করিয়া রসা বলিয়া বিখ্যাত

হইয়াছে। স্থূল অগ্নি হইতে স্থূল জলের উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টির কারণতত্ত্বে এ কথার রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই পৃথিবী জলমগ্ন হইলে মৎস্যলোকের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাই পুরাণে মৎস্যাবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে। মৎস্যের পর কূর্ম্ম-অবতারে কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় জল হইতে স্থলের নিদর্শন হইয়াছিল; যে হেতু কূর্ম্ম-অবতারে ভগবান্ কূলে আরোহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে নারায়ণ বরাহ-অবতারে স্থলকে জল হইতে একেবারে বিভিন্ন করিয়াছিলেন। ধরাধামে যখন স্থলভাগ বিভিন্নরূপে দেখা দিয়াছিল, তখন নারায়ণ মৃগেন্দ্ররূপে "নৃসিংহ"-অবতারে বন্য প্রাণিগণে ধরাতল পূর্ণ করিয়াছিলেন। * বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, স্থাবর-সর্গের (সৃষ্টির) পর তির্য্যক্‌যোনির উৎপত্তি হইয়াছিল।

"মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ।
তির্য্যক্‌স্রোতাস্তু যঃ প্রোক্তস্তৈর্য্যগ্যোন্যঃ স উচ্যতে।" —১।৫।২০।২১।

"প্রকৃতি-সম্ভূত প্রাকৃতিক মুখ্য সর্গের পর চতুর্থ সর্গ স্থাবর। তির্য্যক্-স্রোতা বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা তৈর্য্যক্‌যোনি নামে কথিত পঞ্চম সর্গ।"

মনুষ্যের উৎপত্তি।

এই সর্গে পৃথিবী নানা তির্য্যক্‌যোনিতে পরিপূর্ণ হইলে পর খর্ব্বাকার নররূপের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই খর্ব্বাকার নররূপে ভগবান্ ধরাধামে নরাধিপত্য স্থাপন করিলেন। এইরূপে তিনি বামনাবতার।

এই সৃষ্টি-পর্য্যায় সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সম্মত। ভূতত্ত্ব-

* বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই, ভগবানের এই মৎস্য-কূর্ম্মাদি রূপ-ধারণ প্রতি-কল্পেই ঘটিয়া থাকে এবং প্রতিকল্পেই পূর্ব্ব কল্পের সমান হয়। বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৪ অধ্যায়—৭।৮।৯।১০।